কিশোর ক্লাসিক

চার্লস ডিকেন্সের

আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

BanglaBook.org

কিশোর ক্লাসিক

আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড

মূল: চার্লস ডিকেন্স
রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

বুড়ো জন হারমন একমাত্র ছেলের জন্যে প্রচুর টাকা রেখে মারা গেলেন। কিন্তু উইলে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তিনি। ছেলেকে তাঁর পছন্দ মত মেয়েকে বিয়ে করতে হবে।

নইলে সমস্ত সম্পত্তি তার বেহাত হয়ে যাবে।

মুশকিল হচ্ছে ছেলে জন হারমন তার হবু স্ত্রীকে চেনে না, কোনদিন দেখেনি। সম্পূর্ণ অচেনা এক মেয়েকে বিয়ে করতে মন সরল না তার। অভিনব এক পরিকল্পনা আঁটল সে। কিন্তু তার পরিকল্পনায় যে রহস্যের এত প্যাঁচ পড়বে তা কি জানত ও?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার্লস ডিকেন্স-এর

আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদকের
প্রথম প্রকাশ
১৯৯৯
প্রচ্ছদ
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩ ৪১ ৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

OUR MUTUAL FRIEND
By: Charles Dickens
Trans By: Qazi Shahnoor Husain
ISBN 984-462- 683-8
মূল্য ॥ তেতাল্লিশ টাকা

আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

পূর্বকথা

টেমস নদীতে ভেসে চলেছে একটা জাহাজ। নিঃসঙ্গ এক যুবক ডেকে দাঁড়িয়ে। জন হারমন তার নাম। দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর দেশে ফিরল যুবক।

ফিরে এসে ভুল করলাম না তো? নিজেকে প্রশ্ন করল জন হারমন। শৈশবে বাবার ভালবাসা পায়নি হতভাগ্য জন। সম্প্রতি ওর বাবা মারা গেছেন এবং এখন সে প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক। কিন্তু বিপুল বৈভব কি সুখী করতে পারবে ওকে, ভাবছে সে। হাজার হলেও, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মেয়েকে যখন বিয়ে করতে হবে তার।

বুড়ো বাপটা ওর বড় অদ্ভুত এক উইল করে গেছেন। ছেলেকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু একশর্তে–বেলা উইলফার নামে এক অচেনা তরুণীকে বিয়ে করতে হবে।

নির্বান্ধব, বিষণ্ন জন হারমন তার বিপদের কথা জর্জ র‍্যাডফুটকে বলে মন হালকা করেছে। জাহাজের এক নাবিক এই জর্জ র‍্যাডফুট। দুই যুবক মিলে এরপর একটা পরিকল্পনা এঁটেছে।

জর্জ র‍্যাডফুট কথা দিয়েছে জন হারমনকে সে ছদ্মবেশ ধারণ করতে সাহায্য করবে। তারপর হারমন গা ঢাকা দিয়ে আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে বেলা উইলফার কেমন মেয়ে। ওকে জানা হলে পর, সিদ্ধান্ত নেবে জন, বেলার ব্যাপারে এগোবে কিনা। সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হলে বাবার আইনজীবী, মিস্টার হাইটউডের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় প্রকাশ করবে।

নদীর দু'পারের কালো, নোংরা বাড়িগুলোর দিকে পালা করে চাইছে যুবক। একটু পরেই দীর্ঘ সফর শেষ হবে ওর। জন হারমন এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে, ধীর পায়ে নেমে গেল নিচে তার কেবিনে।

ঘণ্টা খানেক বাদে, দু'জন যুবক জাহাজ ত্যাগ করল। তাদের চেহারায় অদ্ভুত সাদৃশ্য। এদের একজন জন হারমন এবং অপরজন জর্জ র‍্যাডফুট।

BanglaBook.org

এক

গোধূলির সন্ধে। কালো কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে নদী। পুরানো, নোংরা এক নৌকায় দু'জন মানুষ বসা, নিঃশব্দে পানির বুক চিরে এগিয়ে চলেছে ওরা। পুরুষটির মাথায় রুক্ষ, ধূসর চুল, চোখজোড়া নিষ্ঠুর আর তীক্ষ্ণ। শ্যেনদৃষ্টিতে নদীর পানি পরখ করছে সে। তার মেয়ে, উনিশ বছরের এক সুন্দরী তরুণী, দাঁড় বেয়ে আবছায়ার মধ্য দিয়ে নৌকা চালিয়ে নিচ্ছে।

নৌকাটায় সরঞ্জাম বলতে খানিকটা দড়ি আর মস্ত এক লোহার আংটা। পানির বুকে প্রতিটা নড়াচড়া লক্ষ করছে লোকটা, শিকারী পাখির লোলুপ দৃষ্টি তার চোখে। মেয়েটি লক্ষ করছে বাবাকে এবং মুখখানা তার ভীতিমাখা।

ওরা বাপ-বেটী নদীটার নাড়ী-নক্ষত্র জানে। বহুবার করেছে যে কাজটি, তাই করছে তারা এবারও। লোকটা এমুহূর্তে, অন্ধকার এক ছায়ার উদ্দেশে মেয়েকে নৌকা নিয়ে যেতে বলল। সে নিজে তুলে নিল দড়ির কুণ্ডলী।

দাঁড় বাওয়া থামিয়ে মেয়েটি তার আলখিল্লায় মুখ ঢাকল। নৌকার পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়তে, লোকটার কাঁধ অবধি শরীরটা চলে গেল পানির তলে। আবার যখন এগোল, ভারী কি যেন একটা বোঝা নৌকাটাকে অনুসরণ করতে লাগল। ডান হাতে ধরা কিছু জিনিস পানিতে ধুয়ে, পকেটে চালান করে দিল লোকটা। টাকা। আলখিল্লায় মেয়েটির আধ-ঢাকা মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

'মুখ থেকে কাপড় সরা, লিজি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওর বাবা। 'দে, দাঁড় দুটো দে, আমি বাইব।'

'না, না, বাবা,' কাতর কণ্ঠে বলে উঠল লিজি। 'দাঁড় আমার কাছেই থাক। আমি ওটার কাছে বসতে পারব না।'

'ওটা তোর কি ক্ষতিটা করবে শুনি? তুই কি নদীটাকে ঘৃণা করিস নাকি? আমার তো প্রায়ই মনে হয়–'

'পছন্দ করি না জানোই তো।'

'এই নদীই তোর সবচেয়ে আপন, মা। কথাটা মনে রাখিস। এই নদী আছে বলেই আমরা করে কম্মে খেতে পারছি।'

মেয়েটি নীরব রইল, তবে বাবার কথা মত মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। তারপর দাঁড় বাইতে লাগল।

ঠিক সে সময়, আরেকটি নৌকা, অবিকল প্রথমটির মত, ছায়ার আড়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

'কি হে, হেক্সাম, কপাল খুলল?' দ্বিতীয় নৌকার আরোহী প্রশ্ন করল। রুক্ষ কণ্ঠস্বর লোকটার, ঠোঁটে বিদ্বেষ মাখা বাঁকা হাসি। 'কপাল বটে তোমার, বন্ধু,' বলে শেষ করল।

'কে তোমার বন্ধু, রোগ রাইডারহুড?' কর্কশ গলায় বলে উঠল হেক্সাম। 'তুমি মানুষেরটা চুরি করে খাও। তোমার মত চোট্টার সাথে কোন সম্পর্ক নেই আমার।'

'অনেক কড়া কথা হয়ে গেল না, জেসি হেক্সাম? কিন্তু এসব বলে তুমি আমাকে এড়াতে পারবে না, বন্ধু।'

'তাই নাকি?' পাকা-চুল লোকটা বলল। 'তাহলে এই আংটাটা ব্যবহার করলে পারব? জোরে চালা, লিজি। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল।'

জোরে বৈঠা মেরে শীঘ্রিই রাইডারহুডকে পেছনে ফেলে এল লিজি। ওর বাবা এবার জাঁকিয়ে বসে পাইপ ধরাল।

নৌকাটা পানি কেটে নিঃশব্দে এগোচ্ছে, সে সঙ্গে দড়ির ওপ্রান্তে বাঁধা জিনিসটাও ওদের অনুসরণ করে চলেছে। এই ওটা নৌকার গা ঘেঁষে আসছে তো

BanglaBook.org

এই আবার পেছনে জান্তব হ্যাঁচকা টান মারছে। পানিতে ভেসে চলার সময়, মৃত লোকটার মুখে যেন রং বদলের খেলা লক্ষ করা গেল। হ্যাঁ, দড়ির শেষ মাথায় বাঁধা জিনিসটা আসলে পানিতে ডুবে মরা এক লোকের মৃতদেহ।

দুই

মিস্টার মর্টিমার লাইটউড এবং মিস্টার ইউজিন রেবার্ন তাদের চেম্বারে একসঙ্গে বসে আছে। যুবক দু'জন উকিল এবং পরস্পরের ছেলেবেলার বন্ধু।

আইনজীবী হলেও এ পেশার প্রতি বিশেষ আগ্রহ তাদের নেই। আর তার ফলে বলাবাহুল্য পসার-পয়সাও নেই। সারা দিন এমনি এমনিই বসে থাকে তারা। এ মুহূর্তে আরামপ্রদ চেয়ারে বসা দুই বন্ধু, ধূমপান ও খোশগল্প করছে। সাঁঝ ঘনাচ্ছে বাইরে।

'আমার এক মক্কেল সেদিন মারা গেল,' বলল মর্টিমার। 'বদমেজাজী বুড়ো হারমন। বহুত টাকা করে গেছে–ডাস্ট বেচে টাকা বানিয়েছে লোকটা।'

'ডাস্ট?' ইউজিন ধীর, অলস কণ্ঠে বলল।

'হ্যাঁ, ডাস্ট। কয়লার ডাস্ট, সজির ডাস্ট, হাড়ের ডাস্ট, সব ধরনের ডাস্ট। ডাস্ট বেচে লালে লাল।'

'উইল করে যায়নি?' ইউজিনের প্রশ্ন।

'একটা পাওয়া গেছে বটে। বেশিরভাগ সম্পত্তি পাবে একমাত্র ছেলে–জন হারমন।'

'ভাগ্যবান লোক,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইউজিন। 'বাপকে বুঝি জঞ্জাল সংগ্রহে সাহায্য করত ছেলেটা?'

'না। বহু বছর আগে ঝগড়া হয় বাপ-বেটায়। বিদেশে চোদ্দ বছর ছিল ছেলেটা। এখন ফিরছে, তবে এত সহজে বাপের টাকা বাগাতে হচ্ছে না তাকে।'

'মানে?' আলস্য দূর হলো না ইউজিনের কণ্ঠ থেকে।

'মানে হচ্ছে বিশেষ একটি মেয়েকে বিয়ে করতে হবে তাকে। মেয়েটির বয়স এখন আঠারো, দেখতেও খুব সুন্দর। ওর যখন চার বছর বয়স তখন থেকে বুড়ো হারমন ওকে পছন্দ করে রেখেছে।'

'তারমানে সোনায় সোহাগা। জন হারমন বাপের টাকা আর সুন্দরী বউ দুটোই দখল করতে ফিরে আসছে,' মন্তব্য করল ইউজিন। 'কপাল করে এসেছে বটে দুনিয়ায়। আল্লা যাকে দেয় ছাপ্পর ফেড়ে দেয়!'

অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরায় নীরবে বসে রইল দু'বন্ধু। দু'জনেই কল্পনার জাল বুনছে, অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর সুন্দরী বউ পেলে কত সুখীই না হতে পারত। ওরা দু'জনেই অভিজাত পরিবারের সন্তান। কিন্তু হলে কি হবে, পকেট যে ধু-ধু মরুভূমি।

BanglaBook.org

দরজায় এমনিসময় টোকা পড়ল। মর্টিমার ধীরেসুস্থে উঠে পড়ল দরজা খুলতে। আর প্রদীপ জ্বেলে দিতে উঠে গেল ইউজিন।

দোরগোড়ায় বছর পনেরোর এক কিশোর দাঁড়িয়ে। পরনের পোশাক তার পুরানো হলেও অপরিষ্কার নয়। চোখা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল সে।

'আপনি কি লাইটউড উকিল সাহেব?' প্রশ্ন করল।

মর্টিমার কাগজটা নিয়ে একবার পড়ল তারপর আবার চোখ বুলাল। বিস্মিত চোখে পাশে দাঁড়ানো ইউজিনের দিকে চেয়ে রইল এবার।

'বড় অদ্ভুত তো,' বলল মর্টিমার। 'জন হারমনের এমন অদ্ভুত পরিণতি!'

'আগেই বিয়ে করে ফেলেছে?' ক্লান্ত কণ্ঠে শুধাল ইউজিন। 'নাকি আরেকটা উইল পাওয়া গেছে? বাপের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছে বুঝি?'

'তা না,' মৃদু কণ্ঠে বলল মর্টিমার, 'ব্যাপারটা তারচেয়েও অদ্ভুত। জন হারমনের লাশ পাওয়া গেছে নদীতে–ডুবে মারা গেছে।'

কাগজের লেখাটুকু আরেকবার পড়ে নিল মর্টিমার।

'এটা তোমার লেখা?' ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল।

'জ্বী, স্যার। আমার বাবা জেসি হেক্সাম পাঠাল। লাশটা বাবাই পেয়েছে কিনা।' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'আমি ক্যাবে করে এসেছি। আপনি চাইলে আমার সাথে যেতে পারেন, ক্যাব-ম্যানের ভাড়াটা না হয় আপনিই দেবেন।'

কড়া চোখে ছেলেটিকে জরিপ করছে ইউজিন। এবার চিবুক ধরে, আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল ওর মুখখানা।

'কার কাছে লিখতে শিখেছ? স্কুলে পড়ো নাকি?'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ছেলেটি।

'হ্যাঁ। আমার বোন আমাকে স্কুলে পাঠিয়েছে। কিন্তু কথাটা বাবাকে বলবেন না।'

'তোমার বোন ভাল মেয়ে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ও আমাকে খুব ভালবাসে।'

প্রশ্ন করে জানা গেল ওর বোন কখনও স্কুলে পড়েনি। যতটুকু যা শিখেছে, ছেলেটির কাছ থেকে।

দু'বন্ধু নিচে ক্যাবের কাছে গেল, চার্লি হেক্সাম, অর্থাৎ অচেনা ছেলেটির সঙ্গে। নদীর উদ্দেশে এগোল ক্যাব; ডক, বোট-ইয়ার্ড আর হতশ্রী বাড়ি-ঘর পার হয়ে। শেষমেষ ওটা থেমে দাঁড়াল অন্ধকারময় এক স্যাঁতসেঁতে গলির মধ্যে, নদীর কিনার ঘেঁষে।

'ওই যে আলো দেখছেন না, ওটাই আমাদের বাসা।'

জরাজীর্ণ কাঠের বাড়িটার দরজা মেলে ধরল কিশোর। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক চুল পাকা লোক। তার কাছেই নিচু এক চেয়ারে বসে সেলাই করছে একটি মেয়ে। দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখা গোটা দু'তিন বৈঠা।

'উকিল সাহেব এসেছেন, বাবা। সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু।'

BanglaBook.org

'মিস্টার রেবার্ন,' শান্ত সুরে বলল ইউজিন। ওর গলা শুনে মেয়েটি মুখ তুলে চাইল।

'লাশটা কি এখানে, হেক্সাম?' বলল মর্টিমার।

'পুলিসের কাছে,' বলল হেক্সাম। ও একটা মোমবাতি তুলে নিতে দেয়ালে সাঁটানো একটা নোটিশ আলোকিত হয়ে উঠল: "মৃতদেহ আবিষ্কৃত"।

দু'বন্ধু নোটিশটার দিকে চাইল। মৃতব্যক্তির বর্ণনা লেখা ওতে। দেয়ালময় পুরানো অসংখ্য নোটিশ লক্ষ করল ওরা।

'এত লাশ তুমি একা খুঁজে পেয়েছ?' মর্টিমার প্রশ্ন করল।

'বেশিরভাগ। এই করেই তো পেট চালাই–নদী থেকে লাশ তুলে।'

ও কথা বলছে, এমনিসময় খোলা দরজার কাছে নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। এক যুবক ফ্যাকাসে, ভীতিমাখা মুখে দাঁড়িয়ে ওখানে।

'আ...আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি,' আওড়াল যুবক। 'থানাটা কোথায় বলতে পারেন? আমি ডুবে মরা লোকটাকে একটু দেখতে চাই।' একটা নোটিশ বাড়িয়ে ধরল: "মৃতদেহ আবিষ্কৃত"।

সামনে এগিয়ে গেল ইউজিন রেবার্ন।

'ইনি মিস্টার লাইটউড, আইনজীবী। ইনিও একই কাজে এখানে এসেছেন।'

'মিস্টার লাইটউড?' পুনরাবৃত্তি করল বিবর্ণ যুবক। আইনজীবীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

'পুলিসের কাছে যাচ্ছি আমরা,' বলল মর্টিমার। 'আপনিও গেলে যেতে পারেন।'

জেসি হেক্সামের নেতৃত্বে, অন্ধকার এঁদো অলি-গলি ধরে থানায় এসে উঠল দলটা। এক ইন্সপেক্টর ডুবে মরা লোকটার লাশ দেখাল ওদের।

আগন্তুক যুবকটি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, মুখ থেকে সরে গেছে শেষ রক্তবিন্দুটুকুও।

'কী ভয়ানক দৃশ্য,' অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে পারল।

'আপনার বন্ধু-বান্ধব কেউ?' ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করল।

'না, না।'

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে খুঁজছেন, স্যার,' বলল ইন্সপেক্টর, 'নইলে এখানে আসবেন কেন? আপনি কি লন্ডন থেকে এসেছেন, নাকি শহরের বাইরে থেকে? এক কাজ করুন, আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে যান। কোন লাশ-টাশ পাওয়া গেলে আপনাকে খবর দেব।'

'তবে তো ভালই হয়।'

কাঁপা হাতে নাম আর ঠিকানা লিখে দিল যুবক। মিস্টার জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড, এক্সচেকার কফি হাউজ, ওয়েস্টমিনস্টার।

এবার মর্টিমার লাইটউডের উদ্দেশে শেষবারের মত ভীত-সন্ত্রস্ত চাহনি হেনে, তড়িঘড়ি বাইরের অন্ধকার রাস্তায় নেমে গেল মিস্টার জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড।

মর্টিমার আর ইউজিন একসাথে বাড়ি ফিরল, ওদিকে চার্লি একাই ফিরে গেল তার বাসায়।

BanglaBook.org

চার্লির বোন তখনও আগুনের পাশে বসে। ভাই ঘরে প্রবেশ করলে মৃদু হাসিমাখা মুখখানা তুলে ধরল।

'আমি ভেবেছিলাম তুই লিখতে পারিস জানলে বাবা খেপে যাবে,' বলল লিজি। 'ইস, বাবা যদি একটু লেখাপড়ার মর্যাদাটা বুঝত! তুই স্কুলে মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস তো?'

'জানোই তো করছি।'

'লেখাপড়া শিখে তুই মানুষের মত মানুষ হ। আমি চাই তোকে যেন আমাদের মত বিশ্রী জীবন কাটাতে না হয়। ইস, আমিও যদি লেখাপড়াটা করতে পারতাম! কিন্তু বাবা তো রাগ করবে। তবে একদিন হয়তো তার ভুল ভাঙতেও পারে। এই নদীটাকে ঘৃণা করি আমি। অশান্তি ছাড়া আর কিছু দিতে পেরেছে এটা, বল?'

মেয়েটি চোখ তুলে দেয়ালের যত্রতত্র লাগানো ভয়ঙ্কর নোটিশগুলোর উদ্দেশে তাকাল। "মৃতদেহ আবিষ্কৃত। মৃতদেহ আবিষ্কৃত"।

তদন্তে মৃতদেহটি মিস্টার জন হারমনের বলে শনাক্ত করা হলো। সম্প্রতি দেশে ফিরেছিল সে। পানির নিচে ক'দিন পড়ে থাকা লাশটির দেহে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন। জন হারমন পানিতে ডুবে মারা যায়নি, তার সলিল সমাধির কারণ হত্যাকাণ্ড। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সে মারা পড়ল কিভাবে এবং তাকে খুনই বা করল কে?

এ ঘটনার পর থেকে জেসি হেক্সাম এবং হত্যাকাণ্ড এ শব্দগুলো একত্রে উচ্চারিত হতে লাগল। লিজি লক্ষ করল, তার বাবাকে দেখলে লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেউ তার সাথে কথা বলে না। অলক্ষুণে, কালো নদীটা লিজির কাছে এখন আগের চাইতেও ভীতিপ্রদ। ওর কেবলই মনে হয়, ভয় আর মৃত্যু যেন ওত পেতে রয়েছে ওটার কালো পানিতে।

অবশেষে, মনস্থির করে ফেলল লিজি চার্লিকে সে এখানে রাখবে না। বাবার কাছে থাকলে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না ছোট ভাইটা ওর।

অল্প কিছু সঞ্চয় আছে লিজির। ভাইয়ের হাতে তার থেকে খানিকটা গুঁজে দিল।

'তুই আর এখানে থাকিস না, চার্লি,' বলল ও। 'আমি তো বাবার সাথে রইলামই, তোকে চলে যেতে হবে।'

'চলে যেতে হবে?' পুনরাবৃত্তি করল চার্লি। 'আমাকে তাড়াতে চাইছ? খাবারে টান পড়ছে বুঝি?'

'কেন মিছে তর্ক করিস?' পাল্টা বলল লিজি। 'আমি চাই তুই আরও ভাল স্কুলে পড়। ওরাই তোকে মানুষ করে একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে দেবে। আর আমি যখনই পারি কিছু কিছু করে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করব। হয়তো মিস্টার লাইটউডও তোকে লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন।'

'কিন্তু তার বন্ধু মিস্টার রেবার্নের কাছে কখনও কিছু চাইতে যেয়ো না,' তীব্র কণ্ঠে বলল চার্লি। 'লোকটার কথাবার্তা মোটেই পছন্দ হয়নি আমার। আর কি রকম চোখে তোমার দিকে চাইছিল খেয়াল করোনি?'

BanglaBook.org

লিজি একথার জবাব না দিয়ে, সঙ্গে নেয়ার জন্যে কিছু খাবার দিয়ে দিল ভাইকে।

'শোন, চার্লি। বাবার সম্পর্কে যে যা বলে বলুক, তুই কান দিস না। সব সময় মনে রাখবি বাবা কোন অন্যায় করেনি। এখন যা, লক্ষ্মী ভাই আমার। বাবার ফেরার সময় হলো।'

একাকী হলে পর চোখের পানি ফেলল লিজি। তারপর আগুনের উজ্জ্বল আভার দিকে চেয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন কল্পনায় বিভোর হলো। ওর ভাই কঠোর পরিশ্রম করে দুনিয়ার বুকে কি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে? একজন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ভদ্রমহিলা হিসেবে কি স্বীকৃতি পাবে ও নিজে? কোন এক সম্ভ্রান্ত সুপুরুষ কি কোনদিন ভালবাসবে ওকে? এই ঠাণ্ডা, কালো নদীটার কাছ থেকে কি দূরে, বহু দূরে নিয়ে যাবে সে লিজিকে?

তিন

অষ্টাদশী এক সুন্দরী বসে রয়েছে অগোছাল, অপরিচ্ছন্ন এক কামরায়। ওর সুন্দর মুখশ্রী বিষণ্নতায় থমথম করছে। ঘন বাদামী চুল আঙুলে পাকিয়ে রাগত ভঙ্গিতে টানাটানি করছে সে। পাশে বসে থাকা গোলমুখো বেঁটে লোকটির উদ্দেশে এমুহূর্তে মুখ তুলে চাইল মেয়েটি।

'এর কোন মানে হয়, বাবা?' বলল ও। 'বিধবার মত বিশ্রী কালো কাপড় পরে থাকতে হচ্ছে আমাকে। কোথায় হতে যাচ্ছিলাম বড় লোকের বউ আর এখন? বিয়ে তো হলোই না, এখন থাকো মুখ কালো করে। অপরিচিত লোককে বিয়ে করতে বলাটাই একটা অন্যায়। তার ওপর সে লোক যদি পানিতে ডুবে পটল তোলে তবে তো কথাই নেই। বিয়েই হয়নি, অথচ বিধবার কাপড় পরে শোক পালন করতে হচ্ছে–এমনই কপাল আমার!'

'ও তো ইচ্ছে করে পটল তোলেনি, মা,' ওর বাবা সান্ত্বনা দিলেন।

রেজিনাল্ড উইলফার হাসিখুশি মানুষ, কিন্তু হলে কি হবে, বড় সংসার টানতে হয় তাঁকে। অভাব-অনটন লেগেই থাকে। জেদি মেয়ে বেলাকে তিনি খুব ভালবাসেন। এ-ও জানেন মেয়ে দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে। জন হারমন যেহেতু মারা গেছে, ওর কপালে আর একজন ধনী লোক জুটবে কিনা ঘোরতর সন্দেহ।

দরজায় আস্তে টোকা পড়ল এবং মলিন চেহারার এক যুবক, ত্রিশের কোঠায় বয়স, কামরায় প্রবেশ করল। যুবকটি দেখতে সুদর্শন, কিন্তু কেমন লাজুক ধরনের। অস্বস্তি বোধ করছে পরিষ্কার টের পাওয়া যায় কথা যখন বলল, চোখ মেঝেতে।

'ওপরের কামরাগুলো দেখেছি, মিস্টার উইলফার। আমি শিগ্‌গিরিই চলে আসতে চাইছি। আপনি একটা চুক্তিপত্র লিখে ফেললে আমি তিন মাসের ভাড়া এখনই চুকিয়ে দিতে পারি।'

BanglaBook.org

খুশি হয়ে উঠলেন মি. উইলফার। শীঘ্রিই চুক্তিপত্র লিখে তাতে সই করে দিলেন। এবার অপ্রতিভ যুবকটি তার নাম যোগ করল–জন রোকস্মিথ।

'আমি সাক্ষী থাকলাম, বাবা,' বলে বাবার হাত থেকে কলমটা নিল বেলা। ও কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়লে, মি. রোকস্মিথ পরম আগ্রহে মেয়েটির অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

মি. রোকস্মিথ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চলে গেলে, হেসে উঠে বলল বেলা, 'বাবা, আমরা মনে হয় একটা গুণ্ডা বদমাশকে ঘরে ঠাঁই দিলাম। কিরকম অপরাধী অপরাধী চেহারা লোকটার–কারও চোখের দিকে সরাসরি চাইতে পারে না!'

'আসলে তোকে দেখে লজ্জা পাচ্ছিল। বাদ দে, আমাদের টাকা পাওয়া দিয়ে কথা।'

'আমরা এত গরীব কেন, বাবা? বিয়েটা হয়ে গেলে তোমাদের আমি এখান থেকে নিয়ে যেতে পারতাম। বুড়ো হারমন সাহেব আমাকে এভাবে বোকা বানালেন কেন বলতে পারো?'

'উনি মাত্র একবার তোকে দেখেন,' বললেন বাবা। 'তুই তখন আমার ওপর জেদ দেখাচ্ছিলি, মাটিতে পা দাপিয়ে চেঁচামেচি করছিলি। তোর মেজাজ দেখে উনি খুব মজা পান। তোর নাম-ধাম জানতে চান, তারপরের ঘটনা তো জানিসই।'

'বড়লোকের বউ হওয়া তো দূরের কথা, দেখো আমরা সবাই না আবার খুন হয়ে যাই ওই ভাড়াটে গুণ্ডাটার হাতে,' হাসতে হাসতে বলল বেলা।

একটা কথা জানা থাকলে হাসতে পারত না বেলা। মিস্টার জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড এবং মিস্টার রোকস্মিথ আসলে একই লোক।

জন হারমনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে, তার বাবার সমস্ত সম্পত্তি চলে গেছে পুরানো কর্মচারী নডি বফিনের কাছে। হারমনদের ব্যবসায় বহু বছর ধরে কাজ করে এসেছেন তিনি। নডি বফিন চওড়া, চৌকো কাঁধের এক বুড়ো লোক, উজ্জ্বল ধূসর একজোড়া চোখের মালিক। মোটা, ভারী পোশাক পরে থাকেন, সর্বক্ষণ বহন করেন শক্ত এক লাঠি। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সরল সাদাসিধে মানুষ, অশিক্ষিত হলেও সৎ এবং সহৃদয়।

মিস্টার বফিন গেলেন মিস্টার মর্টিমার লাইটউডের কাছে। এখন এ যুবকটিই তাঁর উকিল।

'আপনি জেনে খুশি হবেন, মিস্টার বফিন,' বলল মর্টিমার, 'মিস্টার হারমন এক লাখ পাউন্ড রেখে গেছেন, যার পুরোটা এখন আপনার।'

'আমি কি বলব বুঝতে পারছি না,' বললেন নডি বফিন। 'এ তো মেলা টাকা, কিন্তু এত টাকা থাকার পরও বুড়ো মানুষটা শান্তি পাননি। তাঁর ছেলেটার ভোগেও লাগল না। আমার স্ত্রী প্রায়ই ওর কথা বলে কান্নাকাটি করে। সেই ছোটবেলায় ওর বাবা ওকে বিদেশের এক স্কুলে ভর্তি করে দেন। আর এতদিন পরে ফিরতে না ফিরতেই খুন হয়ে গেল।

'আমরা ওর মৃত্যুতে লাভবান হচ্ছি,' বলে চলেছেন মিস্টার বফিন। 'কাজেই আমরা ঠিক করেছি দশ হাজার পাউন্ডের পুরস্কার ঘোষণা করব। জন হারমনের

BanglaBook.org

হত্যাকারীকে যে খুঁজে দিতে পারবে টাকাটা তাকে দেয়া হবে।'

'অনেক বেশি হয়ে গেল না অঙ্কটা?' কিন্তু মর্টিমার লাইটউডের শত কথাতেও কর্ণপাত করলেন না নডি বফিন।

বুড়ো মানুষটি ধীর পায়ে হেঁটে বাড়ির পথ ধরলেন, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে টাকাটা তাঁদের জীবনে কত ধরনের সমস্যা ডেকে আনতে পারে এমনি সব চিন্তা। খানিকক্ষণ পরে, এক যুবক তাঁকে অনুসরণ করছে লক্ষ করলেন।

'এই যে, কি ব্যাপার?' আচমকা থেমে দাঁড়িয়ে বললেন মি. বফিন, কঠোর চাহনি হানলেন যুবকের উদ্দেশে। 'আমরা কেউ কাউকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমি একজন সামান্য মানুষ,' বলল যুবক। 'আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনি হচ্ছেন মস্ত ধনী মিস্টার বফিন।'

'মস্ত ধনী? হবেও বা। তা আপনি চানটা কি?'

'একটা চাকরি। আমাকে যদি আপনার সেক্রেটারির কাজটা দিতেন···আমি কাজে ফাঁকি দেব না দেখে নেবেন। টাকা-পয়সার ওপর আমার কোন লোভ নেই, বিশ্বাস করুন।'

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

'সে অনেক জায়গা। তবে আপাতত মিস্টার উইলফারের বাসায় আছি। আমার নাম জন রোকস্মিথ।'

'উইলফার মানে বেলা উইলফারের বাবা?'

যুবক মাথা ঝাঁকাল।

'বেশ, আপনাকে আমার মনে ধরেছে। দু'হপ্তা পর দেখা করবেন। মিস্টার লাইটউড আপনাকে আমাদের নতুন ঠিকানা জানিয়ে দেবেন। আমরা একটা বড় বাড়িতে উঠে যাচ্ছি। বুঝলেন কিনা আমার স্ত্রী জাতে ওঠার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে আছে।'

বাড়ি ফিরে এসেই, স্ত্রীকে অচেনা যুবকটির কথা বললেন মি. বফিন।

'একটা সেক্রেটারি থাকলে তো ভালই হয়,' বললেন মহিলা। 'অত বড় বাড়ির ঝামেলা কি কম নাকি? বিল-টিল যা আসে ও-ই সামলাবে। তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম। ওই মেয়েটার কথা কিছু ভাবলে? বেচারীর বিয়েটা তো হলোই না, এতগুলো টাকাও হাতছাড়া হয়ে গেল। আমাদের তো কোন ছেলেমেয়ে নেই। বেলাকে আমরা আমাদের সাথে থাকতে বলি না কেন?'

'বাহ, চমৎকার আইডিয়া,' খোশমেজাজে বলে উঠলেন মি. বফিন। 'তোমার সত্যিই কোন তুলনা নেই।'

বৃদ্ধ তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন।

সেদিন সন্ধেয়, মিস্টার বফিন স্ত্রীকে নিয়ে, তাঁদের নতুন কেনা ক্যারিজে চেপে উইলফারদের বাসায় এলেন।

'আমরা আপনাদের মেয়েকে চাইতে এসেছি,' ভূমিকা সেরে বললেন মি. বফিন। 'মিস বেলা যদি আমাদের সাথে থাকে আমরা খুব খুশি হব।

BanglaBook.org

ভদ্রলোকেদের সমাজে মেলামেশা করব ঠিক করেছি আমরা। মিস বেলার ওপর দিয়ে যে ঝড়-ঝাপ্টা গেল এতে ওর মনটাও একটু হালকা হবে। নানা ধরনের মানুষজনের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাবে। আপনারা অমত করবেন না প্লীজ।'

'আমাদের আর আপত্তি কিসের,' বললেন মি. উইলফার। 'মেয়ে যদি রাজি থাকে...'

'আপনাদের অনেক দয়া,' বলল বেলা, তার কোঁকড়া বাদামী চুল পেছনে ঝটকা মারল।

'তোমার মত সুন্দরী মেয়ের নিজেকে বন্দী করে রাখা শোভা পায় না,' আন্তরিক কণ্ঠে বললেন মিসেস বফিন। 'অনেক বড় একটা বাড়িতে উঠে যাচ্ছি আমরা। কত জায়গায় যাব কত লোকের সাথে ওঠাবসা করব, তোমার খারাপ লাগবে না। আর টাকাটা আমাদের ভোগে লাগছে বলে আমাদেরকে ঘৃণা কোরো না, মা, আমরা তো এমনটা চাইনি।' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শেষ করলেন মিসেস বফিন।

বেলা নিজেও হৃদয়বতী মেয়ে। মিসেস বফিনের উদ্দেশে মৃদু হেসে তাকে চুমো খেল ও। তো, সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। বফিনরা নতুন বাসায় ওঠামাত্র, বেলা তাঁদের কাছে চলে যাবে।

'ও, আরেকটা কথা,' বিদায় নেয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন মি. বফিন। 'আপনাদের এখানে একজন ভাড়াটে আছেন তো?'

'হ্যাঁ, ওপরে এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকছেন,' মিসেস উইলফার জানালেন। 'মিস্টার জন রোকস্মিথ।'

'ভদ্রলোক আমাদের দু'তরফেরই বন্ধু,' বললেন মি. বফিন। 'আমার সাথেও পরিচয় হয়েছে। কেমন লোক উনি? চেনেন ভাল মত?'

'মি. রোকস্মিথ খুবই শান্তশিষ্ট আর ভদ্র ছেলে। অত্যন্ত বুঝদার যুবক।'

'যাক, শুনে ভাল লাগল,' বললেন মি. বফিন।

'উনি এখন বাসাতেই আছেন,' বললেন মি. উইলফার। 'ওই তো, গেটের কাছে দাঁড়ানো দেখতে পাচ্ছি। হয়তো আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন, মি. বফিন?'

মিস্টার ও মিসেস বফিনের সাথে গেট অবধি এল বেলা।

'কি খবর?' যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন মি. বফিন। তারপর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ক্যারিজে উঠে পড়লেন বফিন দম্পতি। মিসেস বফিন খুশি মনে জানালা দিয়ে হাত নাড়ছেন।

'আসি, বেলা মা,' বললেন। 'শিগ্‌গিরিই আবার দেখা হবে।'

মি. রোকস্মিথের সাথে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বেলা পাল্টা হাত নেড়ে বিদায় জানাল। মি. রোকস্মিথ ওর দিকে অপলকে চেয়ে রয়েছে টের পাচ্ছে। লোকটাকে কেমন লাগে ওর? বেলার জানা নেই।

'ওঁরা ভাল মানুষ,' বলল শেষমেষ জন রোকস্মিথ।

'ওঁদেরকে চেনেন বুঝি?'

'লোকের মুখে শুনে যতটুকু যা চিনেছি। সবাই তো খুব প্রশংসা করে। মিস্টার

BanglaBook.org

বফিনকে লোকে গোল্ডেন ডাস্টম্যান বলে ডাকে। ওবাড়িতে আপনার খারাপ লাগবে না, মিস উইলফার। ওঁদের এখানে আসার কারণটা জানি আমি।'

বাক্যব্যয় না করে ঘরে ফিরে গেল বেলা। কিন্তু গেটের কাছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল জন রোকস্মিথ। আপন ভাবনায় ডুবে গেছে সে।

চার

হিমশীতল এক রাত সেটা। তীব্র বাতাস বইছে। লন্ডনের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তায় ধুলো-বালি আর কাগজের টুকরো উড়ছে।

ইউজিন রেবার্ন অলস ভঙ্গিতে জানালায় দাঁড়িয়ে। নিচের চার্চইয়ার্ডের দিকে দৃষ্টি তার। ধুলো আর কাগজের ওড়াওড়ি সেখানেও।

'দেখে মনে হচ্ছে চার্চইয়ার্ডের ভূতেরা সব কবর থেকে উঠে দাপাদাপি করছে,' বলল ইউজিন।

'ওই যে, আরেকটা ভূত উদয় হয়েছে,' এক ছায়ামূর্তিকে উদ্দেশ্য করে ইউজিনকে বলল মর্টিমার।

'এই যে, কে আপনি?' লোকটার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে।

'আমি একজনের খোঁজে এসেছি,' রুক্ষ এক কণ্ঠস্বর জবাব দিল। 'এখানে কি মি. লাইটউড আছেন?'

'আছে।'

'আমি আসছি, কাজ আছে।' একটু পরেই সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। মর্টিমার দরজা খুলল আর মোমবাতি জ্বেলে দিল ইউজিন।

দোরগোড়ায় জীর্ণ, ভেজা এক ক্যাপ হাতে লোকটা দাঁড়িয়ে। ওর দিকে এক পা এগিয়ে গেল মর্টিমার।

'আমি লাইটউড। কি ব্যাপার বলুন তো?'

'স্যার,' অনুচ্চ কর্কশ স্বরে বলল লোকটা। 'আমি একটা ব্যাপারে জবানবন্দী দিতে চাই। আমার কথাগুলো লিখিয়ে নিয়ে সই করাতে চাই।'

'আগে কেন এসেছেন সেটা বলবেন তো।'

'বিষয়টা দশ হাজার পাউন্ড পুরস্কার সংক্রান্ত। একটা খুনের ব্যাপার।'

'বসুন,' বলল লাইটউড। 'নাম কি আপনার?'

'রোগ রাইডারহুড।'

'থাকেন কোথায়? কি করেন?'

'নদীর পাশে। নদীতে কাজ করি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ইউজিন, ধূমপান করছে। কলম তৈরি তার হাতে, রাইডারহুডের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করবে।

'আগে এটা লিখুন,' বলল রাইডারহুড। 'জন হারমনকে খুন করেছে জেসি হেক্সাম। সে ছাড়া আর কেউ নয়।'

BanglaBook.org

'একথা বলার কারণ?'

'আমি ওর স্বভাব-চরিত্র জানি। ওর পার্টনার ছিলাম। কাছ থেকে ওকে লক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। ওকে বিশ্বাস করতে পারিনি বলে ওর সাথে কাজে ক্ষান্ত দিই। ওর মেয়ে অবশ্য আপনাদের কাছে অন্য কাহিনী ফাঁদবে। বাপকে বাঁচাতে মিথ্যার বেসাতি খুলে বসবে।'

'আপনার কাছে কোন প্রমাণ নেই,' বলল লাইটউড।

'কে বলল নেই?' গর্জে উঠল রাইডারহুড। 'আর খুনী নিজের মুখে যখন স্বীকার করেছে, তখন আর প্রমাণের কি প্রয়োজন পড়ে? হেক্সাম নিজে আমাকে বলেছে টাকার জন্যে খুনটা করেছে সে, অনুরোধ করেছে যাতে মুখ না খুলি।'

'আগে কাউকে বলেননি কেন এসব কথা?' ইউজিন জবাব চাইল। 'কবে পুরস্কার ঘোষণা করে সেজন্যে বসে ছিলেন কেন?'

হিংস্র কুকুরের মত ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রাইডারহুড।

'অতশত জানি না। টাকাটা কেন পাব না আমি? আমি পুরস্কার চাই। আমি বলছি হেক্সাম কাজটা করেছে, তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে–আজ রাতের মধ্যে!'

ঘরে নীরবতা নেমে এল।

'একে থানায় নিয়ে যাই চলো,' অবশেষে বলল লাইটউড।

'ঠিকই বলেছ।' কড়া চোখে রাইডারহুডের দিকে চাইল ইউজিন। 'হেক্সামের মেয়ে জানে ওর বাপের কীর্তির কথা?'

'কে জানে। হেক্সাম খুনের কথা স্বীকার গেছে আমি শুধু এটুকুই জানি।'

ঘুটঘুটে রাতে রাইডারহুড ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। হেক্সামের বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাইডারহুড উঁকি দিল জানালা দিয়ে।

'হেক্সাম ঘরে নেই। ওর নৌকাটাও নেই। ওর মেয়ে সাপার তৈরি করছে। এক্ষুণি ফিরবে লোকটা।'

থানায় গিয়ে সেই আগের ইন্সপেক্টরটিকেই পাওয়া গেল। রাইডারহুডের বক্তব্য শুনে সিধে উঠে দাঁড়াল সে, একজোড়া হাতকড়া পকেটে পুরল।

হেক্সামের বাসার কাছে ফিরে এসে নদীর তীরে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। আলোকিত জানালাটার দিকে চোখ রাখল ইউজিন। এবার এগিয়ে গেল ওটার উদ্দেশে। আগুনের পাশে, মুখ ঢেকে বসে লিজি। ইউজিন লক্ষ করল, কাঁদছে মেয়েটি। ও কোন শব্দ করেনি, কিন্তু লিজি সহসা উঠে দাঁড়াল। পিছু হটে ছায়ায় মিশে গেল ইউজিন, মেয়েটিকে দরজা খুলতে দেখে।

'বাবা, এলে নাকি?' লিজি গলা চড়িয়ে ডাকল। 'বাবা, বাবা।' বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল ওর কথাগুলো। একটু পরে ঘরে ফিরে গেল ও। ইউজিন নিঃশব্দে সরে এসে অন্যদের সঙ্গে দাঁড়াল।

কেটে যাচ্ছে সময়। নৌকার আবছা অবয়ব আসা-যাওয়া করছে নদীর বুকে। এখন জোয়ারের সময়, একদম কাছে এসে পড়েছে পানি। নদীটা এবং বাড়িটা দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'পাঁচটার দিকে আলো ফুটবে,' বলল ইন্সপেক্টর।

'হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে আছে ব্যাটা,' বলল রাইডারহুড। 'এককাজ

BanglaBook.org

করি না কেন, আমার নৌকাটা নিয়ে চারপাশটা একটু ঘুরে দেখি। ওর সব কটা গোপন আস্তানা আমার জানা।'

রাইডারহুড ফিরতে ফিরতে এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল।

'কি, ওর দেখা পেলে?' ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল।

'নৌকাটা দেখেছি।'

'কি! খালি নাকি?'

'হ্যাঁ, দুই সারি বজরার মাঝখানে আটকা পড়ে আছে। আর একটা বৈঠা হাওয়া।'

'লোকটা তবে গেল কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না। কিন্তু ও এক নম্বরের ঠকবাজ। আপনারা আমার নৌকায় করে চলুন না, নিজেরাই দেখবেন।'

বাতাসের ঝাপ্টায় মুখে এসে বাড়ি মারছে বৃষ্টির ছাঁট। হিড়হিড় করে কাঁপছে ওদের দেহ, কাপড়-চোপড় ভিজে একসা। রাইডারহুডের প্রাচীন নৌকোটার ডোবা-ডোবা দশা। তীর ঘেঁষে বৈঠা বাইছে লোকটা।

'এখন পারলে বলুন দেখি আমি মিথ্যেবাদী,' শেষ পর্যন্ত বলল ও, সারবন্দী বজরার মাঝখানটা ইঙ্গিত করল।

'ওটা হেক্সামের নৌকা,' বলল ইন্সপেক্টর। 'আমি চিনি। দেখি, একটু কাছে ভেড়ো তো।'

'কাজটা অত সহজ নয়,' বলল রাইডারহুড, পানির নিচে বিস্তৃত আঁটসাঁট দড়িটা ধরে টানল।

'দড়িটা ওপরে তুলতে হবে,' বলল ইন্সপেক্টর।

খুব ধীর আর আয়াসসাধ্য হলো কাজটা। দড়িটা মুক্ত হলো অবশেষে। নৌকার পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পিলে চমকানো আর্তনাদ করে উঠল রাইডারহুড।

'হায় খোদা, রক্ষে করো।'

'কি হলো?' সমস্বরে প্রশ্ন এল।

'দেখুন, ওর চালাকিটা দেখুন—আমাকে কেমন বোকা বানিয়েছে।'

সবাই মিলে টান দিল ওরা দড়িতে। তারপর রাইডারহুড দাঁড় বেয়ে তীরে ফিরিয়ে আনল নৌকা। মাটির ওপর দেহটা শুইয়ে দিল ওরা। কয়েক ঘণ্টা হলো মারা গেছে লোকটা।

জেসি হেক্সাম শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, নিজের দড়িই ফাঁস হয়ে বসেছিল ওর গলায়।

'বাবা, আমাকে ডাকছ? বাবা!' শোনা গেল লিজির গলা। কিন্তু ওর কথার জবাব দেবে কে?

জোরাল বাতাসে চুল উড়ছে; মৃত, ঠাণ্ডা মুখটা ভিজে যাচ্ছে বৃষ্টির ছাঁটে।

BanglaBook.org

পাঁচ

মিস্টার ও মিসেস বফিন তাঁদের জমকালো, নতুন বাড়িটিতে উঠে গেছেন। বিশাল বিশাল কামরাগুলো চমৎকার সব আসবাবপত্রে সাজানো। মিসেস বফিনের পরনে ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক। তাঁদের এখন চাকর-বাকরের অভাব নেই। এইমাত্র বাবুর্চি সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী তাঁদের আরামদায়ক সিটিং রুমে বিমর্ষচিত্তে বসে। মিসেস বফিনের মুখের চেহারায় উদ্বেগ। স্বামীর দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি।

মি. বফিনের গায়ে সবুজ মখমলের জ্যাকেট, ডেস্কে একগাদা কাগজের দিকে চেয়ে বসে রয়েছেন তিনি: দাওয়াতপত্র, এটা-সেটার বিল, নানা লোকের লেখা চিঠি–বেশিরভাগই সাহায্যপ্রার্থী।

মি. বফিনের মুখে, হাতে আর কাপড়ে কালির ছিটে। জবাব লিখছেন উনি।

সদর দরজার বেল বেজে উঠল এসময়।

'মিস্টার জন রোকস্মিথ,' কাজের লোক জানান দিল।

হাসি মুখে কলম নামিয়ে রাখলেন মি. বফিন। তাঁর সেক্রেটারি পদপ্রার্থী এসে গেছে।

যুবকটিকে সম্ভাষণ জানালেন ওঁরা। 'সেক্রেটারির কাজ কি কি একটু বলুন না শুনি?' প্রশ্ন করলেন মি. বফিন।

'এই ধরুন, আপনারা কত টাকা খরচ করলেন তার হিসেব-পত্র রাখা, বিল মেটানো, চিঠি-পত্র লিখে দেয়া, ব্যবসার কাজে সাহায্য করা–এসবই বলতে পারেন।'

কানের লতি ঘষে নিয়ে স্ত্রীর দিকে চাইলেন মি. বফিন।

'আমি বলছিলাম কি, মিস্টার রোকস্মিথ,' বললেন তিনি, 'আগে এই কাগজগুলোর একটা ব্যবস্থা করা যায় না?'

মি. রোকস্মিথ ডেস্কে মি. বফিনের জায়গা দখল করল। প্রতিটা কাগজ খুঁটিয়ে পরখ করে আলাদা করে রাখছে। মি. বফিনকে জানাচ্ছে কোন্ কাগজটার কি বৃত্তান্ত। মিসেস বফিনের অনুরোধে পরিষ্কার সুন্দর হস্তাক্ষরে একটা চিঠি লিখল ও।

'বাহ্, চমৎকার,' উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন মিসেস বফিন। স্বামীর দিকে ফিরলেন। 'মিস্টার রোকস্মিথকে এক্ষুণি চাকরিতে নিয়ে নাও। ওকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে।'

মি. বফিন চিরদিনই স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করে এসেছেন। কাজেই মি. জন রোকস্মিথ সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর সেক্রেটারি পদে বহাল হলো।

নতুন এই সেক্রেটারি যুবকটি চুপচাপ আর সাবধানী ধরনের। ছোট্ট এক অফিসরুম দেয়া হয়েছে তাকে। সেখানে রোজ বহু ঘণ্টা ব্যয় করে সে। কিন্তু তবুও তার মুখের চেহারা থেকে বিষণ্নতার ছাপ মোছে না।

BanglaBook.org

ভাল কাজ দেখাচ্ছে যুবক, কিন্তু একটি বিষয়ে সে রীতিমত কৌশলী। মি. বফিনের আইনজীবী মি. লাইটউডের কাছে তাকে বলেকয়েও পাঠানো যায় না। নানা অজুহাতে এড়িয়ে যায় সে। অবশ্য মি. লাইটউডের কাছে চিঠি ঠিকই লিখে দেয়।

একদিন সন্ধেয়, দিনের কাজ শেষে, মি. রোকস্মিথ মিস বেলা উইলফারের সাথে দেখা করল। বাসার কাছেই হাঁটাহাঁটি করছিল তখন মেয়েটি। বেলা এখন আর শোক পোশাক পরে না, এবং ইদানীং ওর রূপ যেন আরও খোলতাই হচ্ছে। মি. রোকস্মিথ তার স্বাভাবিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথা শুরু করল।

'মিসেস বফিন আপনার জন্যে একটা খবর পাঠিয়েছেন, মিস উইলফার।'

'ও, তাই নাকি?'

'বলেছেন দু'এক সপ্তার মধ্যে আপনাকে ও বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন। বলে রাখা ভাল, আমিও আছি ওঁদের ওখানে। মি. বফিনের সেক্রেটারি হিসেবে।'

'জানতাম না তো,' ধীরে ধীরে বলল বেলা।

'মাফ করবেন, মিস উইলফার। আপনার কালো পোশাক পরার কারণ জানতে পেরেছি আমি। আপনার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেল। অবশ্য বফিনরা আপনাকে সুখী করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।...আপনি আমার কথায় কিছু মনে করলেন না তো?'

'আমি আপনার কথা নিয়ে ভাবি যে মনে করব?' বলল বেলা। ঘুরে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি বাড়ির ভেতর চলে গেল।

বাগানের গেটের কাছে একা দাঁড়িয়ে রইল মি. জন রোকস্মিথ।

'এত রুক্ষ, এত বেপরোয়া, অথচ তবুও কত সুন্দর,' নিজের মনে বলল ও। তারপর আরেকটু যোগ করল, 'কথাটা ও নিজে যদি জানত!'

সেক্রেটারি বেচারার সে রাতে মোটেই ভাল ঘুম হলো না। কামরায় সারা রাত পায়চারি করল সে, অশান্ত আত্মার মত।

তো, মিস বেলা উইলফার গোল্ডেন ডাস্টম্যানের বাড়িতে বাস করতে গেল। ফ্যাশনদুরস্ত সেরা পোশাকটি পরা চাই তার, এবং এরফলে দিনকে দিন আরও খুলে যাচ্ছে যেন রূপ। সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তরে মিস্টার ও মিসেস বফিনের সাথে যাতায়াত শুরু হলো ওর। সেখানে কদরও হলো সুন্দরী মেয়েটির। আর কথাটা তার অজানাও রইল না। তার ফলে খানিকটা অহঙ্কার, কিছুটা বেয়াড়াপনা ভর করল ওর ওপর। টাকার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে উঠল সে, দু'হাতে খরচ করতে লাগল। বাপের বাড়ির অভাবী জীবনের কথা কচিৎ মনে এলেও মুখে আনে না ও।

মি. জন রোকস্মিথ সবই লক্ষ করে, কিন্তু মুখে তালা মেরে রাখে।

BanglaBook.org

ছয়

চার্লি হেক্সাম, তার বোনকে ছেড়ে, পুরানো জীবন পেছনে ফেলে, কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। প্রথমে বাজে এক স্কুলে ভর্তি হলো সে, পরে ভাল দেখে আরেকটিতে। ওর নিষ্ঠা, অধ্যবসায় লক্ষ করে শীঘ্রিই ওকে ছাত্র পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হলো, পরে একসময় শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হবে। মি. ব্র্যাডলি হেডস্টোন ওর স্কুলশিক্ষক।

স্কুলশিক্ষকটির বয়স মাত্র ছাব্বিশ, কিন্তু প্রতিটি কাজ ধীরে সুস্থে, যত্ন নিয়ে করে বলে অনেক বেশি বয়স্ক মনে হয়। স্কুলশিক্ষক হওয়ার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে তাকে। নির্ভুল উচ্চারণে কথা বলে সে, ফিটফাট পোশাক পরে থাকে। বাইরে থেকে শান্তশিষ্ট দেখালেও ভেতরে সে অত্যন্ত আবেগদীপ্ত। ব্র্যাডলি হেডস্টোন চায় চার্লিও নিজেকে তার মত করে গড়ে তুলুক।

'বোনকে দেখতে খুব মন চাইছে, না?' স্কুল ছুটির পর একদিন বলল হেডস্টোন।

'জ্বী, স্যার।'

'আমিও তোমার সাথে যাব কিনা ভাবছি।'

'তবে তো খুব ভাল হয়, মি. হেডস্টোন। আমার বোন লোকজনের সাথে মিশতে পারলে খুব খুশি হয়।'

'তোমার বাবার মতের বিরুদ্ধে ও-ই তো তোমাকে পড়তে পাঠায়, তাই না?'

'জ্বী, স্যার,' বলল চার্লি।

কাজেই চার্লি ও মি. হেডস্টোন একসাথেই এল লিজির সঙ্গে দেখা করতে। নদীর উদ্দেশে হাঁটা ধরল ওরা, অবশ্য সেই পুরানো বাসাটার দিকে নয়। একটা সেতু পেরিয়ে ছোট্ট এক চত্বরে, এক সার বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল ওরা।

চার্লি একটা দরজায় টোকা দিতে ওটা খুলে গেল আপনা আপনি। কামরার ওপ্রান্তে বসে একটি বাচ্চা মেয়ে নাকি এক তরুণী ঠিক বোঝা গেল না।

'আমার উঠতে কষ্ট হয়,' বলল মেয়েটি। তার পিঠ আর পা দু'খানি বিকৃত, 'কি চাই তোমাদের?'

'আমার নাম হেক্সাম। বোনের সাথে দেখা করতে এসেছি। ইনি আমার স্যার মি. হেডস্টোন।'

'ও, তাই নাকি? বসো, চার্লি হেক্সাম। তোমার কথা অনেক শুনেছি। তোমার বোন এখুনি এসে পড়বে। আপনি তো জ্ঞানী মানুষ,' শেষের কথাগুলো মি. হেডস্টোনের উদ্দেশে বলল মেয়েটি। 'আচ্ছা বলুন তো কি কাজ করি আমি?'

মেয়েটির সামনে একটি ওয়র্ক-বেঞ্চ। ওটার ওপর ছুরি, কাঁচি, ব্রাশ আর রংবেরঙের কাপড়ের টুকরো।

'মেয়েদের পোশাক তৈরি করেন, কি ঠিক বলেছি?'

'হ্যাঁ। আমি মিস জেনি রেন, ডলস ড্রেসমেকার। খাটুনির তুলনায় পয়সা

BanglaBook.org

খুবই কম পাই আমরা।'

'সারা দিন এখানে একা একা বসে থাকেন নাকি?' প্রশ্ন করল চার্লি।

জবাব দিতে মুখ খুলেছিল জেনি, কিন্তু কান পেতে কার পায়ের শব্দ শুনে মৃদু হাসল। 'ওই যে, আমার বান্ধবী এসে গেছে।'

ধীর পায়ে কামরায় এসে ঢুকল লিজি হেক্সাম। কালো পরিপাটী পোশাক তার পরনে। ভাইয়ের দিকে উজ্জ্বল হাসি মাখা মুখে চেয়ে রইল ও।

'আরে, তুই কখন এলি?'

'এই তো একটু আগে,' বলল চার্লি। 'আমার স্যার মি. হেডস্টোন তোমার সাথে আলাপ করতে চাইলেন।'

'ও ঠিকমত পড়াশোনা করছে তো, মি. হেডস্টোন?' লিজি প্রশ্ন করল।

'ও সোনার টুকরো ছেলে। এভাবে খাটাখাটনি চালিয়ে গেলে শিগ্‌গিরিই টীচার হয়ে যাবে।'

ব্র্যাডলি হেডস্টোন লিজির রূপ লক্ষ করে আর আশ্চর্য সুন্দর কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হয়ে পড়েছে।

'এখানে কেমন কাটছে তোমার, লিজি?' চার্লি প্রশ্ন করল। 'আলাদা ঘর আছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, ওপরে,' ধারাল কণ্ঠে বলল জেনি। 'আর এঘরটা ব্যবহার করে বৈঠকখানা হিসেবে।'

মি. ব্র্যাডলি হেডস্টোন লক্ষ করল জেনি কথা বলার সময় হাত নেড়েছে লিজি। মেয়েটিকে আরও কিছু বলে ফেলা থেকে কি বিরত করতে চাইল?

'নদীর ধারে চল হাঁটতে যাই,' সুপারিশ করল লিজি। 'তোকে তো লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে, চার্লি।'

বাইরে নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর, মি. হেডস্টোন ভাই-বোনকে একান্তে কথা বলার সুযোগ দিতে এগিয়ে গেল।

'অমন বিচ্ছিরি জায়গা বেছে নিলে কেন থাকার জন্যে?' চাবুক আছড়াল চার্লি। 'মি. হেডস্টোনের সামনে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে।'

ভাই-বোন এমুহূর্তে নদীর কাছে, চওড়া সেতুটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।

'বাবা এখানে মারা গেছে,' গলা ধরে এল লিজির। 'আমি ঘৃণা করি এই নদীটাকে, কিন্তু বাবার স্মৃতি আছে বলে আমাকে এটার আশপাশে থাকতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় কোনদিন বুঝি এটার হাত থেকে রেহাই পাব না আমি। অবশ্য এখানে থাকাতে জেনির কাজে সাহায্য করতে পারছি, মেয়েটা সত্যিই ভাল।

'তুই এখন যা, চার্লি। মি. হেডস্টোন অপেক্ষা করছেন। আমি কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ফিরে যাব।'

স্কুলশিক্ষক ও তার ছাত্র লিজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীরবে সেতুটা পার হলো। এক ভদ্রলোক এদিকেই আসছিল, শ্লথ গতিতে হাঁটছে আর ধূমপান করছে। কটমট করে লোকটাকে জরিপ করল চার্লি।

'কে লোকটা? কাকে দেখছ ওভাবে?' ব্র্যাডলি হেডস্টোন প্রশ্ন করল।

'সেই যে, রেবার্ন না কি যেন নাম। লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারি না

BanglaBook.org

আমি। আমার সাথে একবার খুব দুর্ব্যবহার করেছিল। আর আমার বোনের দিকেও কেমন করে যেন তাকাত।'

'ওর এখানে কি কাজ? তোমার বোনের কাছেই যাচ্ছে নাকি?'

'মনে হয় না। আমার বোনের কাছে ও যাবে কি করতে। লোকটা উকিল, দেখে তো ভদ্র ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়।' পিছু ফিরে চাইল চার্লি, কিন্তু রেবার্নকে দেখতে পেল না।

'লিজি ওই লোকটার সাথে দেখা করলে খুব দুঃখ পাব আমি,' বলল চার্লি। 'ও কখনও স্কুলে যায়নি তো, মি. হেডস্টোন, কার সাথে কিরকম ব্যবহার করা উচিত বোঝে না। আপনি ওর কোন আচরণে মনে কষ্ট নেবেন না।'

'না, না,' বলে উঠল স্কুলশিক্ষক। 'ওর সাথে কথা বলে কিন্তু সেরকম মনে হলো না, চার্লি। ভাল একজন শিক্ষক পেলে দুনিয়ার হাল-চাল খুব দ্রুত শিখে নেবে তোমার বোন।'

'কথাটা আমিও প্রায়ই ভেবেছি, মি. হেডস্টোন,' বলল চার্লি। 'ওর একজন ভাল টীচার দরকার। তাহলে আমার মতই উন্নতি করতে পারবে ও। আপনার পক্ষে কি ওকে সাহায্য করা সম্ভব, মি. হেডস্টোন?'

'কেন নয়?'

ওরা দু'জন চুপচাপ তাদের বাসায় ফিরে চলল। দু'জনেই লিজি হেক্সামের কথা চিন্তা করছে। দু'জনের মাথাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে ইউজিন রেবার্নের কথা।

লিজি যখন ফিরে এল মিস জেনি রেন তখন এক মনে কাজ করে যাচ্ছে।

'বাইরের খবর কি বলো,' বলল ড্রেসমেকার মেয়েটি। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারে না বেচারী। ফলে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বেরোয় না।

'আগে ঘরের খবর শুনি,' মুচকি হেসে বলল লিজি, হাত রাখল জেনির দীঘল চুলে।

'খবর আর কি,' বলল জেনি। 'ওই স্কুলমাস্টারটাকে কিন্তু আমার সুবিধের লাগল না।'

জবাব দিল না লিজি। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মোমবাতি জ্বালতে যাবে, দরজার বাইরে একজন পুরুষ মানুষের ছায়া লক্ষ করল জেনি।

'মি. ইউজিন রেবার্ন নাকি?' গলা [illegible] বলল জেনি। 'চলে আসুন।'

তার স্বাভাবিক নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ভেতরে প্রবেশ করল ইউজিন।

'তোমার ভাইটাকে দেখলাম বলে মনে হলো, লিজি,' বলল সে। 'সাথে কে ছিল ওর?'

'ওর স্কুলের স্যার।' কাঠ হয়ে বসে রয়েছে লিজি, রেবার্নের দিকে চোখ তুলে চাইছে না।

'দেখে অবশ্য স্কুলমাস্টারই মনে হলো। যাকগে, লাইটহাউস রাইডারহুডের ওপর চোখ রাখছে, লিজি, কিন্তু রিপোর্ট করার মত কিছু পায়নি।' এবার শান্ত সুরে আরও বলল, 'আমার প্রস্তাবটা সম্পর্কে কিছু ভাবলে, লিজি?'

'হ্যাঁ, মি. রেবার্ন। কিন্তু আমি রাজি হতে পারছি না।'

BanglaBook.org

'কেন পারছ না? আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই–তোমাকে আর মিস জেনি রেনকে। খুব ভাল একজন মহিলাকে পেয়েছি, তোমাদের পড়াবে। টাকাটা কোন ব্যাপার নয়। তোমার আসলে অহমে লাগছে, লিজি। কিন্তু এতে করে তুমি কিন্তু তোমার বাবার আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছ।'

'কষ্ট দিচ্ছি? কি বলতে চান আপনি?'

'সে তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে পারেনি। তোমার সামনে এখন সেই সুযোগ এসেছে।'

লিজি কেঁদে ফেলল।

'কেঁদো না,' বলল ইউজিন। 'আমি তোমাদের ভালর জন্যেই কথাটা বলেছি। বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের দু'জনকে বন্ধু মনে করি।'

নিজের ভুল বুঝতে পারল লিজি। চোখ মুছে ইউজিনের দিকে চেয়ে হাসল।

'আমি, মানে আমরা রাজি, মি. রেবার্ন,' বলল ও।

ঝট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল জেনিও।

'বেশ, আমি তাহলে আসি,' বলল ইউজিন।

'হ্যাঁ, আপনাকে আর ধরে রাখব না,' কাঁচিতে ঘ্যাচ করে শব্দ তুলে বলল মিস জেনি।

'তুমি আমাকে তাড়াতে চাইছ বেশ বুঝতে পারছি,' বলল ইউজিন। মুহূর্তের জন্যে নিজের হাতে লিজির দু'হাত তুলে নিল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ উদাস ভঙ্গিতে হেঁটে বেরিয়ে গেল ঘরটা ছেড়ে। অন্ধকার, ছোট্ট ঘরটার ভেতর ওর চুরুটের গন্ধ ভেসে বেড়াল বেশ কিছুক্ষণ।

সাত

এভাবে কেটে গেল ক'মাস। মর্টিমার লাইটউড তার বন্ধুর মধ্যে ইদানীং কিছু একটা পরিবর্তন লক্ষ করছে।

'ইউজিন,' এক সন্ধেয় বসে আছে দু'বন্ধু এই সুযোগে কথা তুলল মর্টিমার, 'তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছ।'

মৃদু হেসে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইল ইউজিন।

'তাই?' বলল অবশেষে। 'হয়তো তাই। কিংবা হয়তো না। তুমি তো জানোই আমি কিরকম একঘেয়েমিতে ভুগি। আগ্রহ পাই এমন কিছু না পেলে বাঁচি কিভাবে?'

'তাই বলে নিজের...কিংবা অন্যের কোন ক্ষতি করে বোসো না।'

'ও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকো,' ক্লান্ত, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আশ্বস্ত করল ইউজিন। উঠে দাঁড়িয়ে জানালার বাইরে চোখ রাখল।

'দু'জন লোককে উঠতে দেখছি ওপরে। আগ্রহ জাগানোর মত কিছু পেলেও পেতে পারি আমরা,' বলল সে।

দরজায় টোকা পড়ল একটু পরে। মর্টিমার উঠে গিয়ে খুলে দিল। বাইরে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে চার্লি হেক্সাম আর তার স্কুলশিক্ষক। চার্লির মুখ থেকে কিছু কথা শুনে বন্ধুর দিকে ফিরে চাইল সে।

'তোমার সাথে নাকি কি কথা আছে চার্লির,' ইউজিনকে উদ্দেশ্য করে বলল।

'আমার সাথে আবার কিসের কথা?'

'হ্যাঁ, সাহেব, আপনার সাথেই,' কর্কশ, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল ছেলেটি।

'মাস্টার সাহেব,' ধীর গলায় বলল ইউজিন, 'আপনার ছাত্রটিকে বোধহয় ঠিকমত ভদ্রতা শেখাননি?' ইউজিন রেবার্ন এক পলকের জন্যে ব্র্যাডলি হেডস্টোনের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। রাগের ছাপ দেখা গেল লোকটির মুখের চেহারায়, রাগ আর তীব্র ঈর্ষার মিশ্র অভিব্যক্তি।

'মি. রেবার্ন,' ঘরের ভেতর প্রবেশ করে বলল চার্লি, 'আপনি আমার বোনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করছেন। প্রায়ই যাচ্ছেন ওর ওখানে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, কেন যাচ্ছেন? আপনি ভদ্রলোক। আমার বোনটা অশিক্ষিত গরীব ঘরের মেয়ে। আপনার যাওয়া-আসা করা ওর জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আরেকটা কথা। আমার বোনের পড়াশোনার ভার আমার আর মি. হেডস্টোনের নেয়ার কথা ছিল, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সে এরইমধ্যে লেখাপড়া শুরু করে দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ওর পড়ার খরচটাও আপনি দিচ্ছেন।'

মর্টিমারের দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে থেকে আবার ইউজিনের উদ্দেশে মুখ ফেরাল চার্লি।

'আমি লিজির ভাই,' বলে চলল ও। 'আমাকে না জানিয়ে তলে তলে এতসব করা হলো কেন? বোনের জন্যে কিছু করতে হলে আমি করব। তার জন্যে নিজস্ব পরিকল্পনা আছে আমার। আমি চাই না সে আর কারও কাছ থেকে সাহায্য নিক–তাহলে আমি আর মি. হেডস্টোন আছি কিজন্যে? এখনও সময় আছে, মি. রেবার্ন, সাবধান হয়ে যান।'

'জনাব স্কুলমাস্টার, আমি বলছিলাম কি,' চুরুটে মন সংযোগ করে বলল ইউজিন। 'বলছিলাম যে আপনার শিষ্যটিকে এখান থেকে নিয়ে যান। আদব-কায়দা শিখিয়ে তারপর না হয় আবার নিয়ে আসবেন।'

'তুমি নিচে যাও, চার্লি,' ছাত্রের উদ্দেশে বলল হেডস্টোন। 'যা বলার আমি বলছি।' স্কুলশিক্ষকের কণ্ঠস্বর শান্ত-সংযত, কিন্তু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রাগে কাঁপছে সে।

'আমি তথাকথিত ভদ্রঘরের ছেলে নই বলে, মি. রেবার্ন, আপনার ধারণা আমি আপনার জুতোর ময়লা,' বলল সে। 'কিন্তু মনে রাখবেন, সাহেব, আমার সাথে এধরনের দুর্ব্যবহার করার কোন অধিকার আপনার নেই। আপনি আমাকে চার্লি পাননি।

'আমি আপনার আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি,' বলে যাচ্ছে সে। 'কতখানি তা আপনাকে বলার ভাষা নেই। যদি বুঝিয়ে বলতে পারতাম...'

'ছাত্রদের তো সারাদিনই বোঝাচ্ছেন, স্কুলমাস্টার। আর কত?' জবাব দিল ইউজিন। 'আপনি এখন দয়া করে নিচে আপনার গুণধর ছাত্রটির কাছে যেতে পারেন।'

BanglaBook.org

'তার আগে বলে যাচ্ছি শুনুন, লিজি হেক্সামের সাথে আপনার মেলামেশা মোটেই সুনজরে দেখছি না আমি। আপনি ওর মস্ত ক্ষতি করে ছাড়বেন।'

মৃদু হাসল ইউজিন।

'আপনারও বুঝি আগ্রহ আছে ওর প্রতি? স্কুলমাস্টারসুলভ আগ্রহ নাকি অন্য কিছু?'

'মুখ সামলে কথা বলবেন, মি. রেবার্ন। আমার কথায় কান না দিলে কিন্তু পরে পস্তাতে হবে। আমি নিজেকে ভদ্রলোক বলে দাবি করছি না, কিন্তু মনে রাখবেন, কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক কারও চাইতে কম বুঝি না।'

ব্র্যাডলি হেডস্টোন উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে গেল। পেছনে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে।

'ছি, ছি,' বলল মর্টিমার। 'কি বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। আমার চোখে কেন যে ব্যাপারটা এতদিন ধরা পড়েনি!'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, বন্ধু,' বলল ইউজিন। 'এটুকু জেনো, গোটা লন্ডন শহরে ওই গরীব মেয়েটার চাইতে ভাল মেয়ে আর দুটো নেই।'

'তুমি কি ওর ব্যাপারে সিরিয়াস?'

'এখনই বলি কি করে?'

'ওকে বিয়ে করার চিন্তা-ভাবনা আছে তোমার?'

'জানোই তো, আমি অত ভেবেচিন্তে কাজ করি না। জীবনেও করিনি।'

'কিন্তু ওরা যেসব কথা বলে গেল তা কি সত্যি? তুমি লিজি হেক্সামের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করছ? ওর পড়ার খরচ দিচ্ছ?'

'তোমার সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে, হ্যাঁ। আজকে জবর জেরা করছ কিন্তু তুমি, দোস্ত।'

'এরপর কি ঘটাতে চলেছ তুমি?'

'দোস্ত, পারলে এখনি তোমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতাম। কিন্তু পারছি না। জবাব জানা নেই আমার। বিশ্বাস করো, আমার মাথাটা কেমন ঘোলাটে লাগছে!'

আট

গোল্ডেন ডাস্টম্যান, মি. নডি বফিন সপরিবারে সুখী জীবন যাপন করছেন। মিসেস বফিন স্বামীকে নিয়ে সমাজের উঁচুস্তরে মেলামেশা শুরু করে দিয়েছেন। সমাজও তাঁদের মেনে নিয়েছে, বড়লোক বলে কথা।

মিস বেলা উইলফার তার নতুন জীবনে দারুণ খুশি। কেতাদুরস্ত পোশাক পরতে ভালবাসে সে, ভালবাসে মানুষের প্রশংসা কুড়োতে।

ওদিকে মি. রোকস্মিথ নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। সামাজিক মেলামেশায় তার অবশ্য আগ্রহ নেই।

'যে কাজই দিই না কেন আপত্তি করে না ছেলেটা,' মি. বফিন একদিন

BanglaBook.org

বললেন বেলাকে। 'কিন্তু তোমার সাথে ছাড়া আর কারও সাথে ওর মেলামেশার ইচ্ছা দেখি না।'

'হয়তো নিজেকে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ মনে করে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বেলা, মাথাটা মোহনীয় ভঙ্গিতে ঝটকা দিল। 'ওকে নিয়ে অত গবেষণার কি আছে?' কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে, বেলার ভাবনা-চিন্তার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মি. রোকস্মিথ।

'মি. লাইটউডের ওখানে তো যাবেই না, দেখাও করবে না,' মি. বফিন বললেন।

ও কি মি. লাইটউডকে হিংসা করে নাকি? মনে মনে বলল বেলা।

কিন্তু বেলা যখনই কোন ডিনার কিংবা অনুষ্ঠান সেরে ফেরে, দেখে হাজির বান্দা রোকস্মিথ। মিসেস বফিনকে ক্যারিজ থেকে নামতে সাহায্য করার জন্যে অপেক্ষা করে যুবক।

'আমার জন্যে কোন খবর আছে, মিস উইলফার?' একদিন মি. রোকস্মিথ জানতে চাইল।

'মানে? কি বলতে চাইছেন?'

'বলছিলাম যে আমি তো আপনার বাবার ওখানে থাকি। বাড়িতে আপনার কোন খবর-টবর দেয়ার থাকলে সহজেই পৌঁছে দিতে পারি। আপনি কবে বেড়াতে যাবেন তাই না হয় আগেভাগে জানিয়ে রাখলেন।'

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল বেলার। ইস, কতদিন বাপ-মার বাড়িতে যাওয়া হয় না ওর!

'আমি তো রোজই আসা-যাওয়া করছি,' বলে চলল মি. রোকস্মিথ। 'তারিখটা বলে দেবেন, আমি জানিয়ে রাখব।'

'আমি কালই যাচ্ছি, মি. রোকস্মিথ।'

'খবরটা কি আজই পৌঁছে দেব?'

'আপনার ইচ্ছে। আমি কাল অবশ্যই যাচ্ছি।'

বেলা মনে মনে রেগে উঠেছে নিজের ওপর। রাগবেই তো, মি. রোকস্মিথ ওর ভেতরকার স্বার্থপরতা আর নির্দয়তা টেনে বের করে এনেছে যে।

লোকটা আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে, ও বড় বাড়িতে থেকে জন্মদাতা বাবা, স্নেহময়ী মাকে ভুলে গেছে। লোকটা কোন ভুল করেনি। কিন্তু মি. রোকস্মিথ ওর সম্পর্কে কি ভাবল তাতে বয়েই গেছে বেলার। সামান্য এক সেক্রেটারি, বই তো না। কে পরোয়া করে ওকে?

পরদিন বেলা মিসেস বফিনের ঝাঁ চকচকে ক্যারিজে চেপে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোনেদের সাথে ঝগড়া বাধল বেলার, এবং ওর মা মিসেস বফিন সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে বসলেন। ক্ষুব্ধ বেলা বাড়ি ছেড়ে বেরোতে যাবে, লক্ষ করল গেটের পাশে মি. রোকস্মিথ দাঁড়ানো।

'মি. বফিন এটা আপনাকে দিয়েছেন,' বলল যুবক। ছোট্ট একটা পার্স এগিয়ে দিল সে বেলার উদ্দেশে।

'ধন্যবাদ, মি. রোকস্মিথ,' বলল বেলা। লোকটা দেখুক এখন, বাপ-মাকে সে

BanglaBook.org

সত্যিই ভুলেছে কিনা, মনে মনে বলল ও।

ক্যারিজে চড়ে বসে পার্সটা খুলল বেলা। পঞ্চাশ পাউন্ডের একটা ব্যাঙ্কনোট ভেতরে।

'বাবাকে যাই চমকে দিই গিয়ে,' ভাবল বেলা। 'সোজা তার অফিসে যাব।'

বেলা যখন পৌঁছল মি. উইলফার তখন নিবিষ্টচিত্তে কাজ করে চলেছেন। মেয়েকে দেখে ডেস্ক ছেড়ে ছুটে এলেন বাবা।

'কেমন আছিস, মা? বাহ্, তুই যে পুরোদস্তুর ভদ্রমহিলা বনে গেছিস রে,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন।

'বাবা, আমার আরও আগেই আসা উচিত ছিল', লজ্জিত কণ্ঠে বলল বেলা। 'তুমি একটু আমার সাথে এক জায়গায় যেতে পারবে?'

মি. উইলফার তড়িঘড়ি অফিসে ফিরে গেলেন ছুটি নিতে। অশ্রুভরা চোখে বাবার চলে-যাওয়া শরীরটা লক্ষ করল বেলা। ওই সেক্রেটারিটা আমাকে স্বার্থপর ভাবে বলে ওকে ঘৃণা করি আমি, কিন্তু কথাটা তো মিথ্যে নয়, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও।

বেলা ওর বাবাকে বড্ড ভালবাসে। বাবাকে নতুন স্যুট, হ্যাট আর সেরা চামড়ার একজোড়া বুট কিনতে বাধ্য করল ও নিজের টাকায়।

অহঙ্কারী ভঙ্গিতে বাবার চারপাশে এক পাক ঘুরল বেলা।

'তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না, বাবা,' বলল।

'সত্যি বলতে কি, মা, আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারছি না। একসাথে এতগুলো নতুন জিনিস কেনার সাধ্য যে কখনও হয়নি আমার।'

'চলো, বাবা, ডিনার করব।'

বাপ-বেটী জম্পেশ ডিনার উপভোগ করল।

'তোকে কি, মা,' ডিনার সেরে বললেন মি. উইলফার। 'আমরা চিরতরে হারালাম?'

'আমি শুধু এটুকু জানি, বাবা, ওঁরা আমাকে সব সেরা জিনিসটা দিচ্ছেন। কিন্তু আমার তাতে কতখানি উপকার হচ্ছে আমার জানা নেই। তুমি জানো, বাবা, টাকা ছাড়া আমি এখন আর কিছুই বুঝি না? দু'হাতে কেবল উড়িয়ে যাচ্ছি। এটা কিনছি সেটা কিনছি। কারও কাছে হাত পাততে, ধার নিতে কিংবা চুরি করতে যখন পারব না, বড়লোকের বউ হওয়া ছাড়া আমার গতি নেই।'

'মা, আমি চাই তুই সুখী হ,' নরম সুরে বললেন বাবা। 'কিন্তু মনে রাখবি ভালবাসা আর সুখ-শান্তি, সবার আগে।'

'গরীবী হালকে আমি ঘৃণা করি, বাবা,' বলল বেলা। 'টাকা না থাকলে ভালবাসাও থাকে না।' কথা বলার ফাঁকে, পার্স থেকে বেঁচে-যাওয়া টাকা বের করে জোর করে বাবার হাতে গুঁজে দিল ও।

সেরাতে একা একা খুব কাঁদল বেলা। বুড়ো জন হারমনের উইল আর হবু স্বামীর অকালমৃত্যুর কথা ভেবে ওর কান্না উথলে উঠেছে।

সেই প্রথম থেকেই, জন রোকস্মিথ প্রমাণ দিয়ে চলেছে সে মিসেস বফিনের একান্ত

BanglaBook.org

ভক্ত। মার মত সম্মান দেয় সে মহিলাকে। খুদে জন হারমনের ছোটবেলার নানা টুকরো টুকরো ঘটনা গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে ও। পরম মমতা ঝরে পড়ে মিসেস বফিনের কণ্ঠে ছেলেটির প্রসঙ্গ উঠলে।

'বাচ্চাদের আপনি খুব ভালবাসেন বোঝা যায়। জন হারমন খুব ভাগ্যবান ছেলে, আপনার ভালবাসা পেয়েছে।'

'তোমার কথাবার্তায় কেমন এক দুঃখী দুঃখী ভাব,' বললেন মিসেস বফিন। 'অনেক ভাই-বোনের মধ্যে মানুষ বুঝি?'

'একটা মাত্র বোন ছিল আমার। সে-ও মারা গেছে বহু বছর আগে।'

'বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই?'

মুখ কালো হয়ে গেল মি. রোকস্মিথের, দু'পাশে মাথা নাড়ল সে।

এসময়, নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল বেলা। দরজার পাশে ওদের অলক্ষে দাঁড়িয়ে রইল। জন রোকস্মিথের মুখের চেহারায় বিষাদের ছায়া লক্ষ করে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল ওর।

'তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে কয়েকটা প্রশ্ন করতাম,' বললেন মিসেস বফিন।

'ছি, ছি, কি মনে করব,' বলে উঠল রোকস্মিথ। 'আপনি কি জানতে চান বলুন।'

'কাউকে ভালবেসে কখনও কষ্ট পাওনি তো, বাবা?' বললেন বৃদ্ধা। 'তুমি ছেলেমানুষ, অথচ সর্বক্ষণ কেমন মুখভার করে থাকো, তাই বললাম আরকি। তোমার বয়স তো এখনও ত্রিশ হয়নি, কি, হয়েছে?'

জন রোকস্মিথ স্বীকার করল তার বয়স ত্রিশের নিচে। কিন্তু বেলাকে হতাশ করে অন্য প্রশ্নটার জবাব দিল না যুবক।

নয়

মিস ব্র্যাডলি হেডস্টোন এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে, মনে এতটুকু শান্তি নেই তার। লিজি হেক্সামের প্রেমে পড়ে গোটা জীবনটা আমূল বদলে গেছে তার। শত চেষ্টা করেও নিজের অনুভূতি চাপা দিতে পারছে না সে।

এক সন্ধে বেলা, পায়ে হেঁটে ওয়েস্টমিনস্টারে চলে এল হেডস্টোন। ডলস ড্রেসমেকার তার ছোট্ট বাসায় বাস করে এখানে। মিস জেনি রেন তখন কাজে ব্যস্ত, একাকী।

ও, স্কুলমাস্টার এসেছে দেখছি, মনে মনে আওড়াল মেয়েটি, তোমার ভাবগতিক আমার সুবিধের ঠেকছে না বাপু।

'লিজি এখনও এসে পৌঁছয়নি,' শান্ত কণ্ঠে বলল জেনি।

'আপনার আপত্তি না থাকলে অপেক্ষা করব আমি, কথা আছে ওর সাথে।'

'চার্লি কোন খবর পাঠিয়েছে বুঝি?' একটু পরে এসে প্রশ্ন করল লিজি।

'ঠিক তা নয়। আমি আপনার পড়াশোনার ব্যাপারে চার্লির মতামত জানাতে

BanglaBook.org

এসেছি। আর হ্যাঁ…মি. রেবার্ন সম্পর্কেও কিছু কথা ছিল।'

বিস্ময়মাখা চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল লিজি, যদিও মুখে কিছু বলল না।

'আমার বলতে দ্বিধা নেই আপনি আপনার ভাইকে অপমান করেছেন,' বলছে হেডস্টোন। 'ওই রেবার্ন লোকটা চার্লি আর আমার সাথে ভয়ানক দুর্ব্যবহার করেছে।'

'আপনি আমার ভাল চান বুঝতে পারছি, মি. হেডস্টোন। কিন্তু চার্লি আমার পড়াশোনার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করার আগেই মি. রেবার্নকে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। আপনার কিংবা চার্লির সাথে এব্যাপারে আর কোন কথা নেই আমার। জেনি আর আমি এরইমধ্যে এক ভদ্রমহিলার কাছে পড়তে শুরু করে দিয়েছি।'

'আমি নিজে আপনাকে পড়ানোর দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলাম,' বলল হেডস্টোন। ওর মুখের চেহারা প্রথমে ফ্যাকাসে তারপর লাল দেখাল।

'এছাড়াও আরও কিছু বিষয়ে আপনার সাথে কথা ছিল আমার,' বলল ও। 'সে অবশ্য পরেও বলা যাবে। এমুহূর্তে বলার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আচ্ছা, আসি।'

হাত বাড়িয়ে দিল স্কুলশিক্ষক। মুহূর্তের জন্যে হাতটা স্পর্শ করল লিজি। কেঁপে উঠল হেডস্টোনের আপাদমস্তক। ওর অভিব্যক্তিতে লক্ষ করা গেল অদ্ভুত এক বেদনার ছায়া। এবার বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

'আজব কিন্তু লোকটা,' চিন্তামগ্ন লিজি বলল।

'খুবই অদ্ভুত লোক,' বলল জেনি। 'কিন্তু ওর কথা ছাড়ো। ইউজিন রেবার্নের কথা বলো। ও কি–যাকে বলে বড়লোক?'

'না, বড়লোক নয়। বরঞ্চ গরীবই বলা যেতে পারে, যদিও ভদ্রঘরের সন্তান।'

'তারমানে ভদ্রলোক। তুমি অভিজাত পরিবারের মেয়ে হলে কি ওকে ভালবাসতে, লিজি?'

'আমি, অভিজাত ঘরের মেয়ে? লিজি হেক্সাম? বাপের সাথে রোজ রাতে যে নদীতে নৌকা বাইত?'

'কিন্তু ধরো, কোন ভদ্রমহিলার সাথে যদি ওর প্রেম হত, তাহলে কেমন হত সেই মেয়ে?'

আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল লিজি।

'কোন সন্দেহ নেই বড়লোকের মেয়ে হত–কারণ ও বেচারা তো গরীব মানুষ। আর সুন্দরী তো হতই।'

'ঠিক তোমার মত।'

'মনপ্রাণ দিয়ে ওকে ভালবাসত মেয়েটি,' বলে যাচ্ছে লিজি। 'ওর সাথে মরতে–কিংবা ওর জন্যে মরতে পিছপা হত না। সেই মেয়ের ভালবাসা হত ওর পথ চলার পাথেয়। ওকে সুখী করত মেয়েটি–আমি হলে যেমন করতাম।'

লিজি বান্ধবীর হাত আঁকড়ে ধরল। ওর দু'চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়াতে লাগল।

'লিজি সোনা,' অস্ফুটে বলল জেনি। 'তুমি মরেছ। দেখতে পাচ্ছি আমার চাইতে তোমারই ইউজিনের সাহায্য বেশি দরকার।'

BanglaBook.org

*

ব্র্যাডলি হেডস্টোনকে আজকাল ছিঁড়েখুঁড়ে খায় লিজির প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসা আর ইউজিন রেবার্নের প্রতি তীব্র ঈর্ষা । অবস্থা এমন দাঁড়াল, তার পক্ষে আর আবেগ-অনুভূতি গোপন রাখা সম্ভব নয়।

মনমরা এক সন্ধেয় চার্লিকে নিয়ে লিজির সাথে কথা বলতে গেল সে। যুবক দু'জন ইতোমধ্যে টের পেয়ে গেছে জেনি রেন ওদের বিশেষ পছন্দ করে না। চার্লি তাই ঠিক করেছে, বোন কাজ সেরে ফেরার পথে দেখা করবে।

'ওই জেনি না ফেনি ওর সামনে কথা বলা যাবে না,' বলল চার্লি। 'আজ রাতেই একটা কিছু ফয়সালা করে ফেলব, মি. হেডস্টোন, আপনি ভাববেন না। সফল আমাদের হতেই হবে, তাতে সবারই উপকার।'

ব্র্যাডলি হেডস্টোন নীরব রইল। ধূসর, বিষণ্ন সন্ধেটা তাকে অনিশ্চয়তায় আর অশান্তিতে ভোগাচ্ছে।

লিজি যাবে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। ভাইকে দেখে যথারীতি খুশি হয়ে উঠল লিজি, কিন্তু স্কুলমাস্টারটিকে দেখে অতখানি খুশি হতে পারল না।

'কোথাও যাচ্ছিলি নাকি রে?' ভাইকে শুধাল।

'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। চলো, গির্জাটার কাছে একটা নিরিবিলি জায়গা আছে। ওখানে কথা হবে।'

নির্জন এক চার্চইয়ার্ডে হেঁটে এল ওরা, এখানকার ধূসর পাথরগুলোর সাথে আজকের আকাশের অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করা গেল। সুনসান এই জায়গাটায় থেমে দাঁড়িয়ে, কঠোর দৃষ্টি হানল চার্লি বোনের প্রতি।

'মি. হেডস্টোন তোমাকে কিছু কথা বলবেন, লিজি। বিষয়টা আমার জানা আছে, তাই না শুনলেও চলবে। তোমরা একান্তে কথা বলো। আর এটা জেনো, মি. হেডস্টোনের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।'

'চার্লি, তুইও থাক না।'

'না। ওঁর কথাগুলো বোঝার চেষ্টা কোরো, লিজি। তোমার ভাইয়ের মুখরক্ষা কোরো।'

মাটির দিকে চেয়ে রইল লিজি। মুখ যখন তুলল, মি. হেডস্টোন তার কথা শুরু করল।

'কথাগুলো না বলে থাকতে পারছি না আমি,' অপ্রতিভর মত আরম্ভটা হলো স্কুলশিক্ষকের। 'গুছিয়ে বলতে না পারলে ধরে নেবেন আমি নার্ভাস বোধ করছি। আমি কথা ভাল বলতে পারি না বটে, কিন্তু যা বলি সোজাসাপ্টা বলি। মিস হেক্সাম, আপনি আমাকে শেষ করে দিয়েছেন।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল লিজি।

'হ্যাঁ, আমি শেষ হয়ে গেছি,' বলে চলেছে স্কুলমাস্টার। 'তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। দিন-রাত শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। আমার খাওয়া-ঘুম সব হারাম হয়ে গেছে। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার জীবনটা কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না।'

BanglaBook.org

যুবকটি ক্ষণিকের জন্যে উপযুক্ত শব্দ হাতড়ে ফের আরম্ভ করল: 'সমাজে আমার একটা পরিচয় আছে। আজকের অবস্থানে পৌঁছতে আমাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে।'

'সে সব আমি জানি, মি. হেডস্টোন । চার্লি আমাকে সবই বলেছে।'

'স্কুলের যে কোন তরুণী সহকর্মীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তারা সানন্দে রাজি হবে। কিন্তু আমি কাউকে চাই না, শুধু তোমাকে চাই। আমাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখলেও তোমার টানে ঠিকই বেরিয়ে আসব। আমার ওপর এতটাই প্রভাব ফেলেছ তুমি!'

'যথেষ্ট হয়েছে, মি. হেডস্টোন। চার্লিকে ডাকি।'

'পরে। আমার সাথে আরেকটু হাঁটো ।'

মন্থর পায়ে কঠিন, ধূসর পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। স্কুলমাস্টারটি থমকে দাঁড়িয়ে একটি কবরের স্মৃতিপ্রস্তর আঁকড়ে ধরল, ভাবখানা এমন যেন জমি থেকে উপড়ে আনবে।

'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি তোমাকে ভালবাসি। ভেবেছিলাম বলব না, কিন্তু না বলে পারলাম না। তোমার জন্যে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, পানিতে লাফিয়ে পড়তে পারি। তোমাকে বিয়ে করতে পারলে হাতে স্বর্গ পাব আমি। তোমার যা চাই সব উজাড় করে দেব। আমাকে নিয়ে তুমি গর্ব বোধ করবে দেখো। তোমার ভাই আমার পরিকল্পনার কথা জানে, সে চায় সারাজীবন তুমি আর আমি হাত ধরাধরি করে চলি।'

'মি. হেডস্টোন...'

'থামো। ভাবার জন্যে সময় নাও।'

মি. হেডস্টোনের অনুরোধে হেঁটে চলল লিজি। স্কুলশিক্ষক আবারও একটা স্মৃতিপ্রস্তর চেপে ধরল।

'কি, হ্যাঁ নাকি না?'

'মি. হেডস্টোন, আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আমার পক্ষে আপনার প্রস্তাবে রাজি হওয়া সম্ভব না।'

'এখনই জবাব দিতে কে বলেছে, কদিন পরে দিলেও চলবে।'

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার "না" কোনদিনই "হ্যাঁ" হবে না।'

'তাহলে,' ভয়ঙ্কর শোনাল হেডস্টোনের কণ্ঠস্বর, পাথরের ওপর দুম করে এক ঘুসি মেরে বসল সে। 'তাহলে ওকে খুন করলে আমাকে দোষ দিয়ো না!'

লোকটার মুখের চেহারায় ঘৃণা আর ঈর্ষার করাল ছায়া লক্ষ করে শিউরে উঠল লিজি। হেডস্টোনের হাতে রক্ত লেগে রয়েছে দেখতে পেল।

'মি. হেডস্টোন, আমি এখন যাব। আমার ভয় করছে।'

'যাওয়ার আগে একজনের নাম শুনে যাও: মিস্টার ইউজিন রেবার্ন।'

'আপনি কি একটু আগে তার কথাই বলছিলেন? তাকে উদ্দেশ্য করে শাসাচ্ছিলেন?'

'ও-ই সেই লোক। তুমি তার কথায় নাচো, আমার কথা শোনো না।'

'মি. রেবার্ন আমার ভাল চায়,' অহঙ্কারী সুরে বলল লিজি। 'সে আমার ভাল

বন্ধু। কিন্তু আপনার কি ক্ষতিটা করেছে সে?'

'ও আমার শত্রু।'

'মি. হেডস্টোন, থামুন এবার। আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি আপনাকে পছন্দ করি না। সেই প্রথম থেকেই আপনাকে আমার অপছন্দ। কিন্তু এর সাথে মি. রেবার্নকে জড়াবেন না।'

'আমি ওর জুতোর তলায় চলে গেলাম। চোখা চোখা কথা বলে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে ও। আর এখন তুমি আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলছ। আমার আর মুখ দেখানোর জো রইল না।'

'মি. হেডস্টোন, আপনার কথা মোটেও সত্যি নয়।'

চার্লি ফিরে এল এসময়, লিজি ওর একটা হাত চেপে ধরল।

'চার্লি হেক্সাম,' বলল ব্র্যাডলি হেডস্টোন, লিজির দিক থেকে মুখ ফেরাল। 'আমি বাসায় যাচ্ছি। একাই যাব। আজ আর কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে না। কাল দেখা হবে।'

'ব্যাপারটা কি?' হেডস্টোন হাঁটা ধরলে ক্ষিপ্ত স্বরে জবাব চাইল চার্লি। 'আমার বন্ধুকে তুমি কি বলেছ, লিজি? কি, কিছু বলছ না যে? সে এভাবে চলে গেল কেন?'

'লোকটা...লোকটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি বলে দিয়েছি তা সম্ভব না।'

'কি! স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ কোথাকার! আমি কোথায় কষ্ট করে মাথা তোলার চেষ্টা করছি, আর তুমি কিনা আমাকে টেনে পাঁকে নামাতে চাও? ওর মত স্বামী পাওয়া তোমার সাত কপালের এক কপাল, তা জানো?'

'হয়তো তাই, কিন্তু ওকে আমার পছন্দ না। ওকে দেখলে আমার ভয় করে।'

বোনের বিমর্ষ মুখখানা লক্ষ করে গলা নামাল চার্লি।

'ঝগড়া করে লাভ নেই,' বলল ও। 'একটু শুধু ভেবে দেখো মি. হেডস্টোনকে দুলাভাই হিসেবে পেলে আমার কত লাভ। সমাজে জায়গা করে নেবে তুমি–এই বিশ্রী নদী আর ফকিরা মার্কা বান্ধবীরা তখন তোমার নাগাল পাবে না। আমাদের তিনজনের জন্যেই ব্যাপারটা কতখানি সুখকর হবে একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করো।'

চার্লি দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছে বোনের ওপর। লিজির কোন ভাবান্তর নেই লক্ষ করে বলে চলল, 'ভেবেছিলাম আমার মুখ চেয়ে অন্তত ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে তুমি। আমি না হয় মি. হেডস্টোনকে বলব তুমি আরও সময় নেবে ভাবনা-চিন্তার জন্যে।'

'না। আমি যা বলার বলে দিয়েছি। আমার কথার আর নড়চড় হবে না।'

'এটা একটা বড় বোনের মত কথা হলো!' খেঁকিয়ে উঠল চার্লি। 'তারমানে রেবার্নের সাথে দেখাসাক্ষাৎ ঠিকই চালিয়ে যাবে তুমি। বেশ, কিন্তু জেনে রেখো, আমাকে আর অপমান করার সুযোগ পাবে না। তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তুমি একটা পচা মেয়ে, পচা বোন।'

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে পা চালাল চার্লি।

'চার্লি, চার্লি দাঁড়া, ভাই আমার,' আকুল কণ্ঠে পিছু ডাকল লিজি, কিন্তু

BanglaBook.org

ভাইকে ফেরাতে পারল না। অগত্যা ঠাণ্ডা পাথরে মুখ গুঁজে দিল মেয়েটি। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বাসার পথ ধরেছে এমনি সময় নিচু স্বরে কে যেন বলল, 'কি ব্যাপার, লিজি?'

'মি. রেবার্ন, আমাকে এখন কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। দোহাই আপনার, আমাকে একটু একা থাকতে দিন।'

'কিন্তু আমি তো তোমার সাথে দেখা করতেই এসেছি। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

'দরকার নেই–কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, সাবধান থাকবেন।'

চুপ করে রইল রেবার্ন, এবার লিজির বাহু ধরে ওকে বাড়ির পথে ফিরিয়ে নিয়ে চলল।

'আমার মনটা ভেঙে গেছে, মি. রেবার্ন। ভাইটা আমাকে খুব কষ্ট দিয়ে গেছে, আর···আর দয়া করে সতর্ক থাকবেন।'

'কেন? কার কাছ থেকে?'

'যাদেরকে আপনি খেপিয়ে দিয়েছেন তাদের সবার কাছ থেকে।'

এবিষয়ে আর কোন কথা-বার্তা হলো না। ডলস ড্রেসমেকারের ঘিঞ্জি বাসাটা অবধি হেঁটে এল ওরা। ভেতরে প্রবেশ করল লিজি একা।

বন্ধু লাইটউডের প্রশ্নগুলো অনবরত খোঁচাতে লাগল ইউজিনকে। কি ঘটতে চলেছে? কি করতে যাচ্ছ তুমি? শীঘ্রিই জানা যাবে, মনে মনে বলল ও। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের রাস্তা ধরল।

ইউজিন রেবার্ন তার পরবর্তী সাক্ষাতে, ও বাড়িতে লিজির দেখা পেল না। মিস জেনি কিছুতেই তার বান্ধবীর হদিস জানাতে রাজি হলো না।

ইউজিন গোটা লন্ডন শহরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও, মেয়েটির সন্ধান বের করতে ব্যর্থ হলো।

দশ

রোগ রাইডারহুড নদীর তীরে ঘুপচি এক বাড়িতে বাস করে। বাড়ি না বলে ওটাকে জন্তু-জানোয়ারের খোঁয়াড় বললেও চলে। জেসি হেক্সামের মৃত্যুর পর থেকে লোকে পারতপক্ষে ওর ছায়া মাড়ায় না।

কিন্তু এক সন্ধেয়, একজন আগন্তুক এল ওর কাছে। রুক্ষ চেহারা লোকটার, মাথায় লম্বা লম্বা চুল আর মুখে দাড়ির জঙ্গল। গায়ের রঙ তামাটে তার, পরনের পোশাক দেখে নাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু রাইডারহুড লক্ষ করল লোকটার হাত দু'খানা মসৃণ আর ফর্সা।

'আগে কখনও দেখেছি আপনাকে?' প্রশ্ন করল রাইডারহুড। 'সাগরে ইদানীং যাননি নিশ্চয়ই আপনি?'

'আপনার খুব কড়া নজর,' বলল লোকটা। 'বিশ্রী এক সমুদ্রযাত্রার পর অসুখে

BanglaBook.org

পড়েছিলাম আমি। সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি–বাঁচার কথা ছিল না। আমার সাথে একটা ড্রিঙ্ক নেবেন নাকি?'

এর জবাবে, তাক থেকে দুটো আধময়লা গ্লাস পেড়ে নিয়ে, নিচু এক টেবিলে নামিয়ে রাখল রাইডারহুড। ভেতরের পকেট থেকে একটা বোতল আর একটা ছোরা বের করল আগন্তুক। খুব সাবধানে, বোতলটা খুলে ওটা আর ছুরিটা রেখে দিল টেবিলে।

'ছুরিটা চিনি আমি!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত রাইডারহুডের চোখ। 'জর্জ র‍্যাডফুট নামে এক নাবিকের ছিল ওটা।'

'ঠিক।'

'কি হয়েছে তার?'

'মারা গেছে। খুন।'

'আপনার গায়ের এই কোটটাও তো তার। কিভাবে মারা গেল সে? তার জিনিস আপনার কাছে এল কি করে?'

'ও এ বাড়িতে এসেছিল,' বলল আগন্তুক, 'মানে হারমন যে রাতে মারা গেল। অথচ আপনি নিরীহ এক লোকের ওপর হারমন-হত্যার দায় চাপানোর চেষ্টা করেন। সবই জানা আছে আমার। পুরস্কারের টাকার জন্যে কাজটা করেছেন আপনি।'

'সে তো কথার কথা, হেক্সাম কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। মরামানুষের নামে যা খুশি তাই বলা যায়। তাতে তার কি কোন ক্ষতি হয় নাকি?'

'তার ছেলে-মেয়েদের হয়। হেক্সামের একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে। তাদের স্বার্থে আপনাকে শপথ করতে হবে হেক্সাম খুন করেনি।'

'কিন্তু পুরস্কারের টাকাটার কি হবে?' রাইডারহুড খেপে গেছে। 'হয়তো একটু রং চড়িয়ে বলেছিলাম। কিন্তু তাই বলে অতগুলো টাকা ছেড়ে দেব? একি মামাবাড়ির আবদার?'

'সে রাতের কথা একমাত্র আমিই জানি,' বলল আগন্তুক। 'আমি পুরস্কার দাবি করার পর টাকাটা দু'জনে ভাগাভাগি করে নেব।'

কথাগুলো ধীরে ধীরে, পরিষ্কার করে উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। রাইডারহুডের দিকে তীব্র চাহনি হেনে মিশে গেল বাইরের অন্ধকারে। রাস্তায় নেমে, চারধারে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

সে রাতের পর আর এখানে আসা হয়নি, নিজেকে শোনাল। তারপর কি ঘটেছিল? নাহ্, মনে পড়ে না।

লোকটা নদীর কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। এক অন্ধকারময় মোড়ে থেমে দাঁড়িয়ে দাড়ি আর লম্বা চুল টেনে খুলে ফেলল।

নাবিকের ছদ্মবেশধারী লোকটির নাম মি. জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড। এবং মি. জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড হচ্ছে মি. জন রোকস্মিথ। এবং মি. জন রোকস্মিথ আর কেউ না··· নিহত জন হারমন!

হেঁটে চলেছে লোকটি আর কথা বলছে নিজের সাথে। এখন কি করবে ভাবছ, জন হারমন? কি করবে?

হারমনের মনটা চলে গেল পেছনে, যেদিন জাহাজ ভিড়েছিল লন্ডনে। জর্জ

BanglaBook.org

র‍্যাডফুট, জাহাজের সেই নাবিক বন্ধুটি, ওকে নিয়ে যায় রোগ রাইডারহুডের কাছে।

'রাইডারহুড নাবিকের পোশাক বিক্রি করে,' র‍্যাডফুট বলে হারমনকে। 'তোমার ছদ্মবেশ ধরতে কাজে লাগবে।'

রাইডারহুডের ওখানে কি ঘটেছিল মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা করল হারমন।

কফি পরিবেশন করা হয়, মনে পড়ছে হারমনের। নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল তাতে। দু'এক চুমুক দেয়ার পর থেকেই মাথাটা কেমন ঘোলা হয়ে যায় ওর। কার সাথে যেন মারামারি বেধে যায়, মনে পড়ে মাটিতে পড়ে যায় সে। এর অনেকক্ষণ পরে, নদীতে নিজেকে আবিষ্কার করে সে–গভীর কালো পানিতে! ডুবে যাচ্ছিল।

খোদাকে ডাকছিল তখন সে। তার পর কিভাবে যেন পানি থেকে উদ্ধার পায়। অর্ধমৃত হারমনের গা ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। র‍্যাডফুটের পোশাক ছিল ওর পরনে। এক হোটেলে বারো দিন থাকে সে, হ্যান্ডফোর্ড নাম ব্যবহার করে।

ইতোমধ্যে একটা নোটিশ চোখে পড়ে, জন হারমনের সলিল সমাধি হয়েছে। থানায় গিয়ে জর্জ র‍্যাডফুটের মৃতদেহ শনাক্ত করে। ওর পরনে ছিল হারমনের পরিধেয়। র‍্যাডফুট, ওকে খুন করার হীন পরিকল্পনা করে শেষে নিজেই মারা পড়ে।

কাজেই, সবাই মনে করে জন হারমন মারা গেছে। জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড বনে যায় জন রোকস্মিথ, মি. বফিনের সেক্রেটারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জন রোকস্মিথ মৃত জন হারমনকে আবার জীবন দান করবে কিনা।

জবাবটা ইতিবাচক হলে, জন বলল নিজেকে, বাবার টাকার উত্তরাধিকার বুঝে নিয়ে ওই মেয়েটার ভালবাসা আদায় করতে পারি। বেলা উইলফারকে ভীষণ রকম ভালবেসে ফেলেছি আমি। কিন্তু আমি চাই ও আমাকে ভালবাসুক, আমার টাকাকে নয়।

আর উত্তরটা নেতিবাচক হলে, মৃত জন হারমন মৃতই থাকবে এবং টাকাটা সদাশয়, বিশ্বস্ত বফিন পরিবারের ভোগে আসবে। তারা ছত্রছায়া দিয়ে বেলাকে একজন পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত করবে। একটা সময় হয়তো টাকাটাকে অতখানি আর গুরুত্ব দেবে না মেয়েটা। তবে তাই হোক, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। যেমন চলছে চলুক। জন রোকস্মিথই সই।

মি. বফিনের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করে যাবে ও। শেষবে যাদের প্রাণঢালা ভালবাসা পেয়েছে, তাদের জন্যে যদি কিছু করতে পারে ক্ষতি কি। তারপর একদিন না হয় বেলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে, একজন ধনী যুবক হিসেবে নয়, গরীব সেক্রেটারি হিসেবে।

এসব ভাবনা-চিন্তা মাথায় নিয়ে জন হারমন–জন রোকস্মিথ–বফিনদের বাড়িতে পৌঁছে গেল। ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টে, স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে নিল।

মি. বফিন স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে গেছেন, আর বেলা একাকী ড্রইং রুমে বসে।

BanglaBook.org

ওহ, কী অদ্ভুত সুন্দরই না দেখাচ্ছে মেয়েটিকে! বুকটা টনটন করে উঠল রোকস্মিথের। এ মেয়েকে কখনও একান্ত আপনার করে পাওয়া হবে কি তার?

'মি. রোকস্মিথ,' বলল বেলা, 'শরীর খারাপ নাকি? কেমন মলিন দেখাচ্ছে মুখটা।'

'খুব ধকল গেল কিনা সারাটা সন্ধে।'

হাতের বইটায় চোখ নামাল বেলা।

'মি. রোকস্মিথ,' বলল ও। 'আমাকে আপনি খুব খারাপ মেয়ে ভাবেন, তাই না?'

'কি যে বলেন,' বলে উঠল রোকস্মিথ। 'আপনার চাইতে ভাল মেয়ে আর আছে নাকি?'

'কিন্তু আপনার তো ধারণা আমি আমার বাসার লোকজনদের ভুলে গেছি। মানে মনে করতেন অন্তত।'

'আমি শুধু আপনাকে পরিবারের কথা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি, মিস উইলফার। আসলে সবদিক দিয়ে আপনার ভাল হোক আমি তাইই চাই। আমি আপনাকে...বলা কি ঠিক হবে?'

'না, হবে না,' বলল বেলা। 'এমনিতেই যথেষ্ট বলে ফেলেছেন। মনে রাখবেন, আপনি আর আমি এক নই। সীমা ছাড়াবেন না দয়া করে।'

'তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা কি অন্যায়? আমাকে বলতেই হবে, মিস উইলফার। আমি তোমাকে ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই।'

'অসম্ভব।' কঠোর গলায় ঘোষণা করল বেলা।

'জবাবটা আমার জানাই ছিল। ক্ষমা কোরো।'

'এ ব্যাপারটার এখানেই ইতি হোক,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল বেলা। 'আর কোনদিন যেন এসব কথা না শুনি।'

'কোনদিন শুনবে না, কথা দিলাম।'

'মনের কথা চেপে রাখতে শিখুন, মি. রোকস্মিথ। আমি চাই না সবাই আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করুক। জীবন নিয়ে আমার ভিন্ন পরিকল্পনা আছে। কেন আমার পেছনে ঘুরে অযথা জীবন নষ্ট করবেন?'

'কি হবে এই জীবন রেখে?' হতাশ কণ্ঠে বলল সেক্রেটারি। 'কি দাম আছে এই জীবনের?'

'সে আপনি জানেন। তবে আপনি কিন্তু অন্যায় সুযোগ নিচ্ছেন, মি. রোকস্মিথ।' বলল বেলা। 'এ বাড়ির সেক্রেটারি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি?'

'আপনি ভুল বুঝছেন, মিস উইলফার, আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করেছেন।'

'আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি দুঃখিত, মি. রোকস্মিথ,' বলল বেলা। 'কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আপনি আমাকে যা খুশি ভাবতে পারেন।'

সেক্রেটারি ওঘর ত্যাগ করা মাত্র মুচকি হাসি খেলে গেল বেলার ঠোঁটে। আয়নায় নিজের অপরূপ মুখখানা লক্ষ করল ও। তারপর কামরায় খানিক পায়চারি

BanglaBook.org

করে, অবশেষে লুটিয়ে পড়ল একটা চেয়ারের ওপর। খুশিতে কান্না পাচ্ছে ওর।

ওদিকে, মি. জন রোকস্মিথ কি করল?

রাস্তায় বেরিয়ে এল সে, যে দিকে দু'চোখ যায় হাঁটা দেবে। জন হারমনকে পুনর্জন্ম দেয়া যাবে না সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে। নির্দোষ এক লোককে জন হারমনের মৃত্যুর দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। হেক্সামের ছেলেমেয়ের খাতিরে ভুলটা যে করে হোক শুধরাতে হবে।

ঠিক তার পরদিনই, রাইডারহুডের কাছে আবারও গিয়ে হাজির হলো সেক্রেটারি। একটা কাগজে লিখে তাকে দিয়ে সই করিয়ে নিল, জন হারমনের হত্যাকাণ্ডে জেসি হেক্সামের হাত ছিল না। তারপর জন রোকস্মিথ কাগজটা ডাক মারফত লিজি হেক্সামের সর্বশেষ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল।

জন রোকস্মিথ ইচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটার সাথে কোন চিঠি দিতে পারল না। দিলে যে নিজের হত্যাকাণ্ডের দায়ে ওর নিজেরই ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা! তখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠত, জেসি হেক্সাম নিরপরাধ সে খবর ও জানে কিভাবে।

এগারো

বেলা বাড়িতে খুব একটা না গেলেও, বাবার অফিস ছুটি হলে প্রায়ই দেখা করতে যায়।

'তোমার মেয়ে এখনও মানুষ হতে পারেনি, বাবা,' বাবাকে একদিন বলল ও। 'বরং তার আরও অধঃপতন হয়েছে বলা যায়। টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। তার চোখে এখন শুধু টাকার নেশা, বাবা!'

'যাহ্, কি যে বলিস, মা।'

'সত্যি, বাবা। যাকগে, মজার কথা বলি শোনো। সব মিলিয়ে তিনটে গোপন কথা আসলে। এক নম্বর হলো, মি. রোকস্মিথ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'ও তোকে পছন্দ করে সে আমি আগেই জানি। দু'নম্বরটা বলে ফেল।'

'দু'নম্বরটা হলো, মি. বফিন আমার বিয়ে দিতে চান। তাঁদের পছন্দমত বিয়ে করলে আমাকে তাঁরা ধনী বানিয়ে দেবেন!' এপর্যায়ে বেলা যুগপৎ কান্নায় আর হাসিতে ভেঙে পড়ল।

'আর তিন নম্বর?' মি. উইলফারের কৌতূহলী প্রশ্ন।

'তিন নম্বরটার বেলায় আমার ভুলও হতে পারে। হলেই ভাল হয়। বিশ্বাস করতে না চাইলেও দেখতে পাচ্ছি, টাকা কেমন যেন বদলে দিচ্ছে মি. বফিনকে। না, আমার সাথে আগের মতই ভাল ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্যদের প্রতি কেমন জানি রুক্ষ হয়ে উঠেছেন। টাকার গরম কী ভয়ঙ্কর জিনিস, বাবা। আমিও কি বদলে যাইনি?'

সেদিন সন্ধেয়, বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বফিনদের বাসায় ফিরে এল বেলা।

BanglaBook.org

গোল্ডেন ডাস্টম্যানের বাড়িতে ছোট্ট এক ঘর রয়েছে, মি. বফিনের ঘর নামেই পরিচিত ওটা। তেমন সুসজ্জিত না হলেও ঘরোয়া, আরামদায়ক কামরাটা। বেলা ফিরে এসে দেখে ওঘরে বসে রয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। সেক্রেটারিটিও আছে ওখানে, ক'খানা কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে।

'মাফ করবেন, আপনারা ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি,' মি. বফিনকে উদ্দেশ্য করে বলল বেলা।

'আরে না, এসো।' মিসেস বফিনের পাশের চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন। 'হ্যাঁ, তো, মি. রোকস্মিথ,' চড়া গমগমে স্বরে বললেন মি. বফিন, 'কোথায় ছিলাম যেন আমরা?'

'আমার বেতনের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল, স্যার।'

'সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো। নাকি আমাদের সাথে বসলে তোমার ইজ্জত যাবে?'

'কি যে বলেন, স্যার।'

'আমার তো মনে হয়, বছরে দুশো পাউন্ড তোমার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু তুমি আমাকে কতখানি সন্তুষ্ট করতে পারছ সেটাও একবার ভেবে দেখতে হয়। ইদানীং খুব ঘন ঘন বাইরে যাচ্ছ তুমি কাজ ফেলে।'

মাথা নত করে বসে রইল সেক্রেটারি।

'ছুটির প্রয়োজন হলে চাইতে হবে। হুটহাট এভাবে চলে যেতে পারো না তুমি। আর তোমার অফিসে একটা বেল লাগানো দরকার। প্রয়োজন মত যাতে ডাকতে পারি। ব্যস, আপাতত আর কিছু বলার নেই আমার।'

কাগজপত্র তুলে নিয়ে ঘরত্যাগ করল সেক্রেটারি।

'যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছি ছোকরাকে,' মি. বফিন বললেন। 'কিন্তু ও একটা চাকর বই তো নয়। বেশি পাত্তা দিলে এরা মাথায় উঠে যায়।'

'নডি,' আস্তে করে বললেন মিসেস বফিন, 'তুমি কিন্তু ওর সাথে খুব কঠোর ব্যবহার করছ। তুমি তো এমন ছিলে না, হঠাৎ কি হলো?'

'মানুষ কি সব সময় একরকম থাকে?' বললেন ভদ্রলোক। 'টাকা থাকলে মানুষ আপনাআপনি সাবধান হয়ে যায়।'

বেলা চোখ তুলে চাইতে মি. বফিনের মুখের চেহারায় থমথমে অভিব্যক্তি লক্ষ করল। কিন্তু বৃদ্ধ ওর দিকে চেয়ে স্মিত হাসলেন।

'তুমি তো জানোই, মা, টাকাই দুনিয়ার সব। সুন্দর চেহারা থাকলে সেটা ভাঙিয়ে খাও, বড়লোক দেখে কারও গলায় ঝুলে পড়ো–ব্যস, আর কি চাই! যাও, মা, এবার ঘরে যাও।'

কথাগুলো আর মি. বফিনের পরিবর্তন কষ্ট দিল বেলাকে। বেচারা সেক্রেটারিটির জন্যে সহানুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর অন্তর, দিনকে দিন কেমন মনমরা হয়ে যাচ্ছে লোকটা। এদিকে মি. বফিনের চেহারা থেকে সেই হাসিখুশি ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। তাঁর মৃদু হাসিটা পর্যন্ত এখন কেমন ধূর্ত আর ক্রূর দেখায় ওর চোখে।

'রোকস্মিথ,' আরেক দিন সন্ধেবেলায় বললেন মি. বফিন। 'অতিরিক্ত খরচা

BanglaBook.org

হয়ে যাচ্ছে আমার। মানে তুমি বেশি বেশি খরচ করছ।'

'আপনার টাকার তো অভাব নেই, স্যার।'

' কে বলল নেই? আমি গরীব মানুষ।'

'আপনি, স্যার?' আক্কেল গুড়ুম সেক্রেটারি বেচারার।

'টাকা আছে ঠিকই,' বললেন মি. বফিন, 'কিন্তু হু-হু করে খরচ হয়ে যাচ্ছে। বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়। টাকাটা তোমার হলে বুঝতে।'

'হয়তো তাই, স্যার।'

'চোপ,' ধমক দিলেন মি. বফিন। 'ভুলে যেয়ো না আমি তোমার মনিব। উইলফারদের বলেছ তুমি বাড়ি ছাড়ছ?'

'বলেছি, স্যার।।'

'তাহলে ভাড়া-টাড়া চুকিয়ে দিয়ে জলদি এখানে চলে এসো। ওপরতলার যে কোন একটা ছোট ঘর বেছে নিতে পারো। এখন যাও, অফিসে গিয়ে কাজ করোগে।'

মিসেস বফিনের মুখের চেহারায় বিষাদ ফুটে উঠতে দেখে বেলা তাঁর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

'ও কত বদলে গেছে, না?' অস্ফুটে বললেন মিসেস বফিন। 'আমি অবশ্য তারপরও বলব আমার স্বামীর কোন তুলনা হয় না।'

'তুমি মনটা শক্ত করো,' স্ত্রীকে বললেন মি. বফিন। 'অত নরম মন নিয়ে দুনিয়ায় টিকতে পারবে না। আর হ্যাঁ, বেলা, তোমারও মনে রাখা উচিত টাকাই টাকা আনে। আমি যত বেশি সঞ্চয় করব তোমার ভাগেও তত বেশি পড়বে।'

চতুর দৃষ্টি ফুটে উঠল বৃদ্ধের চোখের কোণে। বেলা লক্ষ করল, মিসেস বফিন করলেন না।

বারো

মি বফিনের দুর্ব্যবহারের যাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আর তার জন্যে বেচারা সেক্রেটারির প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাচ্ছে বেলার।

এরমধ্যে মি. রোকস্মিথ একদিন লিজি হেক্সামের ব্যাপারে কথা বলেছে বফিনদের সাথে। সন্দেহ না জাগিয়ে, কৌশলে সে জেনে নিয়েছে লিজি কোথায় থাকে। নদীর উজানে এক গাঁয়ে বাস করছে মেয়েটি। ভাল আছে সে, কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। সমাজসেবিকা মিসেস বফিনের কাছে লিজির খোঁজ পাওয়াটা অবশ্য আশ্চর্যের কিছু না।

মিসেস বফিন জন রোকস্মিথকে বলেছেন লিজিকে দেখে আসতে। সঙ্গে বেলাকেও যেতে বলেছেন। তো একদিন সন্ধেয়, সেক্রেটারির সাথে নদীর ধার ধরে হেঁটে চলল বেলা, ওদের মধ্যে যেন কখনও ঝগড়া হয়নি–দু'জনের ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছে।

'মিসেস বফিনকে খুশি করার জন্যেই শুধু আপনার সাথে আসতে রাজি হয়েছি, মি. রোকস্মিথ,' সতর্ক কণ্ঠে বলল লিজি। সেক্রেটারি নিরুত্তর।

BanglaBook.org

'লিজি হেক্সামকে আপনি পছন্দ করেন, তাই না, মি. রোকস্মিথ?'

'করি। মেয়েটা দেখতে সুন্দর। রূপের সাথে খানিকটা বিষণ্নতা মেশাতে আরও সুন্দর দেখায়।'

আরও কিছুদূর নীরবে হাঁটল ওরা, তারপর বেলা বলল, 'আমার প্রতি এতটা কঠোর হবেন না প্লীজ। আমি আপনার বন্ধু হতে চাই।'

'বিশ্বাস করুন, মিস উইলফার, আমিও তাই চাই।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন,' বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল বেলা।

'না, না,' মৃদু হেসে বলল সেক্রেটারি, 'আপনি বরং আমাকে ক্ষমা করবেন।' আবার যখন কথা বলল তখন বন্ধুভাবাপন্ন, আমুদে ভাবটা ফিরে এসেছে।

'আপনি লিজি হেক্সামের সাথে বন্ধুত্ব করলে,' বলল সেক্রেটারি, 'মিসেস বফিন খুব খুশি হবেন।'

'আমি যতটা পারি করব, মি. রোকস্মিথ,' বলল বেলা। 'মিসেস বফিনকে আমি আবার আগের মত হাসিখুশি পেতে চাই। মি. বফিন হঠাৎ যেভাবে বদলে গেছেন ভয়ই করে। আপনি তো জানেন, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু···কিন্তু উনি আপনার সাথে যা শুরু করেছেন–'

'তাতে কি,' সেক্রেটারি গর্বিত কণ্ঠে বলল। তার কথায় বিষাদের লেশমাত্র নেই।

'আমার খুব কষ্ট হয়। টাকা-পয়সা ওঁকে বিগড়ে দিচ্ছে।'

'মিস উইলফার,' হাসি মুখে বলল সেক্রেটারি। 'আপনাকে কিন্তু বিগড়াতে পারেনি। মিসেস বফিনকে আমার খুব ভাল লাগে, শুধু সেজন্যেই ও বাড়ি ছাড়তে পারছি না আমি। তাঁর জন্যে সবই করতে রাজি আছি আমি, জানি আপনিও তাই করবেন।'

গ্রামাঞ্চল কাছিয়ে আসতে, লিজির সাথে দেখা হয়ে গেল ওদের। কাজ সেরে ফিরছিল সে। নদীর ধারে মি. রোকস্মিথকে ছেড়ে লিজির সাথে তার বাসায় গেল বেলা।

'গরীবের ঘরে হাতির পাড়া,' প্রাথমিক বিস্ময় কাটলে পর বলল লিজি। 'আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

বেলা ওর হাত বাড়িয়ে দিল।

'মিসেস বফিন জানতে পাঠিয়েছেন কেন তুমি এখানে লুকিয়ে থাকছ। তোমার বাবার নামে আজেবাজে কথা বলে লোকে, তাই?'

'না, সেটা মিটে গেছে। অন্য কারণ আছে।'

'তোমার একটা ভাই আছে, না?'

'আছে একজন। আমাকে অবশ্য পছন্দ করে না। যাকগে, ও ভাল ছেলে। ওর ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই।'

বিষণ্নতা আর একাকীত্বের মিশ্র অনুভূতি লক্ষ করল বেলা মেয়েটির মুখের চেহারায়।

'তুমি আমার বন্ধু হবে, লিজি? আমি বোকা হলেও আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। আমার কাছে নিশ্চিন্তে বলতে পারো, এখানে এভাবে বাস করছ কেন, এর পেছনে কি কারণ।'

BanglaBook.org

'একজন আমাকে ভালবাসে,' ধীরে ধীরে বলল লিজি। 'খুব গোঁয়ার ধরনের এক লোক। আমার ভাইয়ের বন্ধু।'

'তুমি কি ওকে ভয় পাচ্ছ?'

'নিজের জন্যে পাচ্ছি না। কিন্তু ভয় হয় ওর চণ্ডাল রাগ না আবার অন্য কারও ক্ষতি করে বসে। লোকটা রক্তমাখা হাতে একজনকে খুন করার হুমকি দিয়েছে।'

'খুন? ও কি কাউকে হিংসা করে নাকি?'

'করে এক ভদ্রলোককে। সমাজের উঁচুতলার লোক, অথচ আমার প্রতি খুবই সদয়।'

'এই লোক কি তোমাকে ভালবাসে?'

মাথা নাড়ল লিজি।

'পছন্দ করে? সে-ই কি তোমাকে এখানে এনেছে?'

'না, না, আমি চাই না সে আমাকে খুঁজে পাক।'

এরপর নীরবতা। বেলা লিজির কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারছে।

'আপনি এখন সবই জেনে গেছেন,' মাথা তুলে বলল লিজি। 'আমি ওঁকে এত ভালবাসি–যদি ভদ্রঘরের মেয়ে হতাম···কিন্তু সে তো আর চাইলেই হওয়া যায় না। আর ওঁকে ভালবাসি বলেই দূরে দূরে থাকতে চাই।'

লিজির দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল বেলা।

'তুমি খাঁটি মনের মেয়ে, লিজি, আর আমি কী নিষ্ঠুর, পাষাণ।'

লিজি মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি আসলে কাউকে ভালবাসেননি তো। একবার ভালবেসেই দেখুন। দেখবেন আপনার মনটাও খাঁটি সোনা হয়ে গেছে।'

বিদায়ের আগে, শীঘ্রিই আবার আসবে কথা দিল বেলা।

'আপনাকে খুব চিন্তিত লাগছে, মিস উইলফার,' দেখা হলে পর বলল সেক্রেটারি।

'হুঁ,' বলল বেলা। 'আজ প্রচণ্ড এক নাড়া খেয়ে গেলাম।'

'কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'আশা তো করি উপকারই হবে,' বলল বেলা, সামান্য কেঁপে উঠল।

'আপনার ঠাণ্ডা লাগছে, মিস উইলফার। আসুন, আমার আলখাল্লাটা গায়ে দিয়ে দিই। আর আপত্তি না থাকলে, আমার হাত ধরে হাঁটতে পারেন।'

'লিজির সাথে অনেক কথা হলো। ও আমাকে বিশ্বাস করে ওর গোপন কথাটা বলেছে।' বেলা মি. রোকস্মিথের বাহু ধরল, একরকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই।

'বাহ, খুব ভাল কথা,' বলল জন রোকস্মিথ। 'আর আপনাকে কেনইবা বিশ্বাস করবে না? আজকের রাতটা খুব সুন্দর, তাই না, মিস উইলফার?'

তেরো

উজিন রেবার্ন অস্থির হয়ে পড়েছে। গোটা লন্ডন শহর চষে বেড়াচ্ছে সে লিজি হেক্সামের খোঁজে।

'ওকে আমার খুঁজে পেতেই হবে,' এক রাতে মর্টিমারকে বলল ও।

'যতদিন না পাব খুঁজতেই থাকব।'

'তুমি তো এমন ছিলে না, ইউজিন,' বলল মর্টিমার। 'ধরো খুঁজে পেলে, তারপর?'

'সে তখন দেখা যাবে, মর্টিমার। একটা ইন্টারেস্টিং খবর বলি শোনো। সন্ধের পর যখনই বেরোই আমাকে ফলো করা হয়। বেশিরভাগ সময় একজন থাকে, মাঝে মাঝে দু'জন।'

'তুমি ঠিক দেখেছ তো?'

'হ্যাঁ। এটা ওই স্কুলমাস্টারটা আর তার ছাত্রের কাজ।'

'কতদিন ধরে চলছে এরকম?'

'লিজি হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই। আমি ওদের সাথে অবশ্য কথা বলি না। কিন্তু স্কুলমাস্টারটা যে রেগে বোম হয়ে আছে বুঝতে পারি। আমাকে ফলো করলে ওকে আমি সারা লন্ডন ঘুরিয়ে মারি, কখনও পুবে নিয়ে যাই কখনও উত্তরে। কোনদিন জোরে হাঁটি তো কোনদিন আবার আস্তে। তারপর যেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াই দেখি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাই, কথা বলি না, আর এতে ওর মেজাজ আরও চড়ে যায়।'

'আজব কথা শোনালে,' বলল মর্টিমার। 'সাবধান থেকো, ইউজিন, লোকটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

'ও শুধু নিজের জন্যেই বিপজ্জনক,' দায়সারা কণ্ঠে বলল ইউজিন। 'তুমিও চলো না আমার সাথে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

'তোমার ওপর ও চোখ রাখছে নাকি?'

'নিঃসন্দেহে। তুমি তৈরি তো?'

বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা, আর দমকা বাতাসের দাপট।

'হ্যাঁ,' বেরিয়ে এসে বলল ইউজিন। 'কোথায় যাই বলো তো। চলো, পুবে যাওয়া যাক। চোখ খোলা রাখো, স্কুলমাস্টারটাকে আশেপাশেই দেখতে পাবে।'

বাড়ি-ঘরের আবছায়ায় এক লোকের অবয়ব লক্ষ করল দু'বন্ধু। দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। ওদের অনুসরণ করল লোকটা। ইউজিন লন্ডনের অন্ধকার গলি ঘুঁচির মধ্য দিয়ে পাক্কা তিন ঘণ্টা ওকে ঘুরপাক খাওয়াল। অবশেষে, ইউজিন আর মর্টিমার সাঁৎ করে এক আঁধার মত সরু গলিতে ঢুকে পড়ে, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল। এতটাই দ্রুত ফিরতি পথ ধরল ওরা, স্কুলমাস্টারটি ধাক্কা খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়।

ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ব্র্যাডলি হেডস্টোনের মুখের চেহারা। ভীতি আর ঘৃণা ফুটে উঠেছে ওর চোখে-মুখে। ওদের পাশ দিয়ে হনহন করে আঁধারে মিশে যাওয়ার সময়, অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ লক্ষ করা গেল ওর অভিব্যক্তিতে।

বাসায় ফিরে আসার বহুক্ষণ পরেও স্কুলমাস্টারটির চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে পারল না মর্টিমার। দীর্ঘ সময় কেটে গেল ওর দু'চোখের পাতা এক হতে। কিন্তু ইউজিন, সন্তুষ্টচিত্তে ঘুমিয়ে পড়ল শুতে না শুতেই।

সে রাতে ঘুম ছিল না ব্র্যাডলি হেডস্টোনের কপালে। উন্মাদ প্রায় হয়ে উঠেছে এখন সে, খুন করতেও দ্বিধা করবে না। পুরো দিন ব্যস্ত থাকে স্কুলে, আর রাত হলে

নিশাচর শ্বাপদের মত বেরিয়ে আসে। ও নিশ্চিত, ইউজিন রেবার্ন লিজির অবস্থান জানে, এবং একদিন না একদিন ঠিকই মেয়েটির সাথে দেখা করতে যাবে।

স্কুলমাস্টার লক্ষ করল দু'বন্ধু তাদের কামরায় উঠে যাচ্ছে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, চিঠি হাতে এক লোক পাশ কাটাল ওর। স্খলিত পায়ে হাঁটছিল লোকটা, এবং ফিরে যখন এল, ধাক্কা খেল হেডস্টোনের গায়ে।

'মাফ করবেন,' কর্কশ কণ্ঠে বলল লোকটা। 'অন্য লোকটাকে চেনেন নাকি?'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'বলতে চাইছি,' আড়ষ্ট হেসে বলল লোকটা, 'উকিল লাইটউড থাকে এখানে, সঙ্গে আরেকজন। ওই দ্বিতীয় লোকটাকে চেনেন কিনা।'

'যতটুকু চেনা দরকার চিনি। অত চেঁচামেচি করবেন না।' লোকটা তার পুরানো ক্যাপটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠায় বলল ব্র্যাডলি।

'আমার মনের মধ্যে পাপ নেই, তাই প্রাণ খুলে চেঁচাতে পারি,' জবাব দিল রোগ–রোগ রাইডারহুড।

হেডস্টোনের অপ্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে কথার খেই ধরল রোগ। 'ওই লোকটাকে ঘৃণা করি আমি এবং আমার ধারণা আপনিও করেন।'

'তা নিয়ে তোমার না ভাবলেও চলবে। কিন্তু নিষ্পাপ লোকের এত রাতে এখানে কি?'

'প্রশ্নটা আমিও আপনাকে করতে পারি, কিন্তু করব না,' বলল রোগ। 'প্ল্যাশওয়াটার লকের ডেপুটি কীপার আমি। নাম রোগ রাইডারহুড। লাইটউড সাহেবকে একটা চিঠি দিয়ে নিজের কাজে যাচ্ছি।'

স্কুলমাস্টার এবার আগ্রহী হয়ে উঠল।

'তোমার নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।'

'তাতে কি হলো?'

প্রায় আধমাইলটাক ওরা নীরবে হেঁটে এল। স্কুলমাস্টারের মুখের চেহারায় তীব্র ঘৃণা আবিষ্কার করল রাইডারহুড। একে কি নিজের কাজে লাগানো যায়? ওর ঘৃণা থেকে কি কোনভাবে ফায়দা লুটতে পারি? এমনি সব প্রশ্ন ঘুরতে লাগল ওর মাথার মধ্যে।

ওদিকে স্কুলমাস্টারের চিন্তাধারা ধীর গতিতে বইছে।

'পাঁচটা শিলিং নেবে নাকি?' অবশেষে বলল সে।

'দেবেন নাকি?'

পয়সা পকেটে পুরে প্রশ্ন করল রোগ, 'এহেন উদারতার কারণটা কি? কি করাতে চান আমাকে দিয়ে?'

'এখনও জানি না।' আস্তে করে বলল হেডস্টোন।

'আপনি ওই রেবার্নটাকে ঘৃণা করেন হয়তো,' বলে দিল রাইডারহুড, অতিকষ্টে উকিলের নামটা উচ্চারণ করতে পারল সে।

'ঘৃণা? হ্যাঁ, ঘৃণা করি। লোকটা আমাকে প্রতিদিন অপমান করে চলেছে, আমাকে নিয়ে তামাশা করছে। তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। তুমি তো হেক্সামকে চিনতে। ওর মেয়েকে শেষ কবে দেখেছ? ওকে আর···আর···রেবার্নকে কি কখনও

BanglaBook.org

একসাথে দেখেছ?'

রাইডারহুড খলচরিত্র তো বটেই, ধূর্তও। এখন আস্তে আস্তে রহস্য উন্মোচন হচ্ছে তার কাছে। তুমি হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছ, বাপু হে, বলল মনে মনে।

এবার গলা চড়িয়ে বলল: 'হেক্সাম যেদিন ডুবে মরল সেদিন দেখেছি। লিজির সাথে সে কী মিষ্টি মিষ্টি কথা ব্যাটার।'

হেডস্টোন পা চালাচ্ছে আর একটা পরিকল্পনা গুছিয়ে নিচ্ছে। লিজির সন্ধানে রোগকে কাজে লাগাবে ও। টাকার জন্যে সবই করবে লোকটা। এবার আরেকটা বুদ্ধি খেলে গেল স্কুলমাস্টারের ক্লান্ত মস্তিষ্কে।

'লিজি হেক্সাম এখন কোথায় থাকে জানো?'

রাইডারহুড জানে না, কিন্তু আরও টাকা ঢাললে জানার চেষ্টা করতে পারে।

'আবার দেখা হবে আমাদের,' বলল ব্র্যাডলি। 'আমার এখন যেতে হয়। আমাকে খুঁজো না। দরকার হলে আমিই লকে তোমার কাছে যাব।' ওরা দু'জন বিচ্ছিন্ন হলো।

পরদিন, যথা সময়ে ক্লাসরুমে হাজির থাকল স্কুলমাস্টার। নিখুঁত পরিপাটী পোশাক তার পরনে। কিন্তু তার মনের ভেতর যেসব কুটিল ভাবনা-চিন্তা চলছে, সেগুলো জানতে পারলে ছাত্ররা অমন নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারত না।

চোদ্দ

মি. বফিনের বাসায় নাস্তার পর্বটা সবসময়ই জমজমাট হয়। তখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, উনি এতটুকু বদলাননি।

কিন্তু এক সকালে দেখা গেল, মি. বফিনের মুখের চেহারা রাগে থমথম করছে। সেক্রেটারির সাথে এমনই দুর্ব্যবহার করলেন উনি, বেচারা যার ফলে অভুক্ত অবস্থাতেই উঠে যেতে বাধ্য হলো।

মিসেস বফিনের অভিব্যক্তিতে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ পেল। পরে, বেলার সঙ্গে একা হলে বললেন তিনি: 'এ ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলা নিষেধ, বেলা। আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারছি না।'

সারাটা দিন বিশ্রী কাটল বেলার, বেজার হয়ে রইল মন। বিকেলবেলা ওর ডাক পড়ল মি. বফিনের কামরায়। মিসেস বফিন তাঁর প্রিয় চেয়ারটায় বসে, এবং ঘরে পায়চারি করছেন মি. বফিন। ভদ্রলোকের চোখ-মুখ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল বেলা।

'তোমার ওপর কোন রাগ নেই আমার,' আগেকার সেই মধুমাখা সুরে বললেন মি. বফিন। 'ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।'

'কিসের মীমাংসা আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'দেখলেই বুঝবে। মি. রোকস্মিথকে আসতে বলো।' শেষের বাক্যটা কাজের লোকের উদ্দেশে বললেন মি. বফিন।

'দরজাটা ভেজিয়ে দাও,' সেক্রেটারি নীরবে এঘরে এসে ঢুকলে ভদ্রলোক

BanglaBook.org

বললেন। 'তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। তোমার হয়তো ভাল নাও লাগতে পারে।'

বেলা মি. রোকস্মিথের মলিন চেহারার দিকে এক নজর চাইল। এবার বুঝে নিল কি ঘটেছে। মি. বফিন কোনভাবে, বেলাকে দেয়া সেক্রেটারির বিয়ের প্রস্তাবটার কথা জেনে ফেলেছেন। বেলার মনে পড়ল মেইডকে দুর্বল এক মুহূর্তে কথাটা বলে ফেলেছিল ও।

'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়,' মি. বফিন বলে যাচ্ছেন। 'কোন্ সাহসে তুমি এই মেয়েকে প্রস্তাব দাও! বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চেয়ো না, বুঝলে? ভুলে যেয়ো না তুমি একজন সামান্য কর্মচারী। এই মেয়ের বিয়ে হবে বড়লোকের ছেলের সাথে। ক'পয়সা আছে তোমার?'

'ওহ্, মিসেস বফিন, আপনি ওঁকে সামলান,' বেলা আকুল আবেদন জানাল।

'তুমি কথার মধ্যে কথা বলতে এসো না,' মি. বফিন স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন। তারপর আবার সেক্রেটারিকে ধুনতে শুরু করলেন। 'তোমার অতিরিক্ত বাড় বেড়ে গেছে। এবং মিস উইলফার সে কথা মুখের ওপর বলেও দিয়েছে। ঠিক হয়েছে।' 'ঠিক' শব্দটার ওপর জোর দিলেন উনি।

'আমি ভুল করেছি,' বলে উঠল বেলা। 'সেজন্যে পরে ওঁর কাছে ক্ষমাও চেয়েছি।'

মিসেস বফিনের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

'কাঁদছ কেন,' স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন মি. বফিন। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। তুমি কেন মিস উইলফারের পেছনে লেগেছ আমি বুঝি না মনে করেছ? টাকার লোভেই তো? ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছিলে, তোমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে চাকরি দিয়েছিলাম; সে কি এজন্যে? এই মেয়ে বিয়ে করলে আমার সম্পত্তি পাবে জানার পর থেকে ওর পিছে লেগেছ তুমি। কিন্তু তুমি চলো ডালে ডালে আর আমাদের বেলা চলে পাতায় পাতায়। ও তোমার মতলব ঠিকই ধরে ফেলেছে।'

'বিশ্বাস করুন, স্যার, আমার কোন মতলব ছিল না,' শান্ত কণ্ঠে বলল সেক্রেটারি। অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। 'স্যার, আমার আর এখানে চাকরি করা সম্ভব না।'

'তার দরকারও নেই,' বললেন মি. বফিন। 'এই যে, তোমার টাকা বুঝে নিয়ে বিদেয় হও।'

'আর কিছু বলবেন, মি. বফিন?'

'কেন, তুমি কিছু বলতে চাও মনে হচ্ছে?'

'আপনাকে আমার কিছুই বলার নেই, মি. বফিন। কিন্তু আপনার স্ত্রী আর মিস উইলফারের সাথে কিছু কথা ছিল।'

'জলদি সারো। তোমাকে বহুত সহ্য করেছি, আর না।'

'আমি এখানে ছিলাম,' মৃদু সুরে আরম্ভ করল সেক্রেটারি, 'সে শুধু মিস উইলফারের কাছাকাছি থাকার জন্যে। উনি আমাকে ফিরিয়ে দেয়ার পর ও ব্যাপারে আমি আর টুঁ শব্দটাও করিনি। কিন্তু তাই বলে মিস উইলফারের প্রতি আমার ভালবাসা যে মরে গেছে তা তো নয়। বরং আরও বেড়েছে, আরও গভীর হয়েছে।'

BanglaBook.org

'শোনো শোনো,' নিষ্ঠুর হেসে বললেন মি. বফিন। 'ও যতবার "মিস উইলফার" বলবে ধরে নেবে "টাকা" বোঝাতে চাইছে।'

'বলতে লজ্জা নেই, মিস উইলফারকে আমি ভালবাসি,' কথার সুতো ধরল সেক্রেটারি।

'মানে টাকাকে ভালবাসি, হাঃ হাঃ হাঃ।' মি. বফিনের কথাগুলো যেন চাবুক আছড়াল।

'টাকার সাথে ভালবাসার কোন সম্পর্ক নেই, মি. বফিন,' বলল রোকস্মিথ। 'মিস উইলফারকে প্রথম দেখাতেই আমার ভাল লেগে যায়। তখন কোথায় ছিল আপনার টাকা? শুধু ওঁর জন্যেই আপনার চাকরি নিয়েছি আমি।'

'তারমানে যা ভেবেছিলাম তুমি তার চাইতেও ধুরন্ধর,' খেঁকিয়ে উঠলেন মি. বফিন। 'কিন্তু অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়েছে। এখন মানে মানে বিদেয় হও তো, বাপু।'

'যাচ্ছি,' বলল মি. রোকস্মিথ।

'আমাদের বেলা টাকাওয়ালা দেখে বিয়ে করবে। তোমার মত ফকির-ফোকরাদের ও আশপাশে ভিড়তেই দেবে না।'

'মিসেস বফিন,' রোকস্মিথ বৃদ্ধা মহিলার দিকে ফিরে দাঁড়াল। 'আপনার স্নেহের কথা আমি ভুলব না। আসি, মিস উইলফার।'

এর জবাবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল বেলা, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল: 'ওহ, মি. রোকস্মিথ, আমার টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি কিছুই চাই না! আমাকে আবার আগের মত করে দিন, মি. রোকস্মিথ। আমি আমার বাবার কোলে ফিরে যেতে চাই! আমি আপনার টাকা ছোঁব না, মি. বফিন। টাকা শুধু দুঃখ-কষ্ট আর ভোগান্তি ডেকে আনে!'

'তুমি কি বলছ নিজেও জানো না, বেলা মা,' নরম সুরে বলতে চেষ্টা করলেন মি. বফিন। 'এসব কথা ঝোঁকের বশে বলে ফেলেছ বুঝতে পারছি।'

'আপনাকে আমার ঘেন্না হচ্ছে,' চিৎকার করে মাটিতে পা দাপাল বেলা। 'আমি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না। আপনি এরকম মানুষ আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

হাঁ করে চেয়ে রইলেন ওর দিকে মি. বফিন।

'এখানে যখন প্রথম এলাম, আপনাকে বাবার মত ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আপনি আর সেই মানুষ নেই, টাকার গরমে অমানুষ হয়ে গেছেন। টাকা একটা সময় আমিও ভালবাসতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার সাথে সাথে টাকাকেও ঘৃণা হচ্ছে আমার।

'মি. রোকস্মিথ, দয়া করে আমার কথা শুনুন,' বলে চলেছে বেলা। 'আপনার অপমানে আমি ভীষণ দুঃখ পেয়েছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

বেলা ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল। রোকস্মিথ হাতটা টেনে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল, বলল: 'ভাল থাকুন।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে শশব্যস্তে কামরা ত্যাগ করল।

পুরোটা ঘটনা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন মি. বফিন। মিসেস বফিন বুকে জড়িয়ে ধরে বেলার কান্না থামালেন।

BanglaBook.org

'আমি বাসায় যাব,' বলে, এক সময় উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। 'আমি আপনাদের দু'জনের কাছেই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।'

'যা করবে একটু ভেবেচিন্তে কোরো, মা,' বললেন মিসেস বফিন।

'আপনাকে আমার চেনা হয়ে গেছে, মি. বফিন,' ধরা গলায় বলল বেলা। 'আপনি ওই মানুষটার নখের যোগ্যও নন। আপনি ওকে যত বেশি আঘাত করেছেন আমি ওকে তত বেশি ভালবেসে ফেলেছি।'

'এমন কিছু বলে বোসো না, বেলা, পরে যাতে পস্তাতে হয়,' শান্ত কণ্ঠে বললেন মি. বফিন। 'যেমন আছ থাকো, সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার চলে গেলে কিন্তু আর ফেরার রাস্তা থাকবে না।'

'জানি আমি।'

'এভাবে চলে গেলে আমার কাছ থেকে টাকা-পয়সাও পাবে না। একটা কানাকড়িও না।'

'এ ঘটনার পর আপনার টাকা আমি ছোঁব ভেবেছেন? মরলেও না।' কান্নায় ভেঙে পড়ল বেলা, মিসেস বফিনের উদ্দেশে বিদায় নেয়ার জন্যে চাইল।

'আপনি আমার প্রতি কোন অন্যায় করেননি,' শেষমেষ বলতে পারল মি. বফিনকে। 'কিন্তু মি. রোকস্মিথের প্রতি করেছেন। এরপর আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব না।'

ওপরতলায়, নিজের কামরায়, অল্পবিস্তর কান্নাকাটি করল বেলা। তারপর কাপড়চোপড় গোছগাছ করে নিল। কমদামী দু'একটা কাপড় যা নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে, শুধু সেগুলোই নিল। এবার বিনাবাক্যব্যয়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

আশপাশে কাউকে দেখা গেল না। সেক্রেটারির ঘরের দিকে চাইল, কিন্তু ইতোমধ্যেই চলে গেছে সে। সদর দরজা আলতো হাতে লাগিয়ে, দৌড়-পায়ে বাবার অফিসের উদ্দেশে এগোল।

ও যখন গিয়ে পৌঁছল, অফিস ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মি. উইলফার বসে ছিলেন একাকী।

মেয়েকে দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মেয়ে পায়ে হেঁটে এসেছে লক্ষ করে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'তোর ওই জমকালো ক্যারিজটা কোথায়, মা? আর তোর গায়ে একি ড্রেস দেখছি!'

'বফিনদের বাসায় এটা পরেই গেছিলাম, বাবা। তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।'

'হায়, খোদা।' মি. রেজিনাল্ড উইলফার অফিসের জানালাপথে বাইরে চাইলেন। 'আরে, মি. রোকস্মিথকেও দেখতে পাচ্ছি যে।'

'কি বলছ, বাবা?' বেলা হতভম্ব।

একটু পরেই, জন রোকস্মিথ অফিসে এসে ঢুকল। তার পরমুহূর্তে বেলা ধরা দিল যুবকটির বুকে।

'আমি তোমার পিছু পিছু এসেছি,' বলল রোকস্মিথ। 'লক্ষ্মীটি, বলো তুমি আমার?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি শুধু তোমার।'

রেজিনাল্ড উইলফারের চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

'বাবাকে সব জানানো দরকার,' বলল বেলা।

'আর জানাতে হবে না,' বললেন বৃদ্ধ। 'যা জানার জেনে গেছি।'

'কিন্তু ও আমার জন্যে কতবড় ত্যাগ স্বীকার করেছে তা তো জানেন না,' গর্ব ভরে বলল জন রোকস্মিথ।

'ধারণা করতে পারছি। বুঝতে পারছি আমার মা মণি টাকার চাইতেও দামী কিছু পেয়েছে। কি, ঠিক বলেছি?'

'একদম ঠিক, বাবা।'

'দোয়া করি তোমরা সুখী হও। এসো, এই খুশিতে সবাই মিলে চা খাওয়া যাক। তারপর বেলা মাকে নিয়ে বাসায় যাওয়া যাবে।'

তো বেলা বাড়ি ফিরে গেল, কিন্তু খুব অল্প দিনের জন্যে। এক ছুটির দিনে, সাত সকালে বাড়ি ত্যাগ করলেন মি. রেজিনাল্ড উইলফার। আর নিজের হাতে তৈরি একটা বনেট পরে একই সময়ে বেরিয়ে পড়ল বেলাও।

বাপ-বেটী, নদীর মোহনায়, গ্রীনউইচে এসে পৌঁছল। জন রোকস্মিথ ওখানে অপেক্ষা করছিল।

মাকে একটা চিঠি লিখে এসেছে বেলা।

প্রিয় মা,

জেনে সুখী হবে, আমি জন রোকস্মিথকে বিয়ে করেছি। আমরা দু'জন দু'জনকে গভীর ভাবে ভালবাসি।

বিয়ের কথাটা বাবাকে জানিয়ে দিয়ো।

তোমার আদরের মেয়ে
বেলা (রোকস্মিথ)

মি. রেজিনাল্ড উইলফার একা ফিরে এলেন বাসায়। মিসেস উইলফার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না তাঁর স্বামী উপস্থিত ছিলেন মেয়ের বিয়েতে, এবং রোকস্মিথ দম্পতি নদীর কাছেই, ছোট্ট সুন্দর এক কটেজে তাদের সংসার জীবন শুরু করেছে।

পনেরো

গ্রীষ্মের সাঁঝের আলোয়, প্ল্যাশওয়াটার লকের নিস্তরঙ্গ পানি চিকমিক করছে। বাতাসে মৃদু দোল খাচ্ছে গাছ-পালা।

জলকপাটরক্ষক ছুটিতে গেছে, রোগ রাইডারহুড তাই আজ দায়িত্বে। পানির ধারে বসে বসে ঢুলছিল ও এমনি সময় 'লক! লক!' চিৎকারে চমকে জেগে উঠল। কুকুরের মত গা ঝাড়া দিয়ে, কে ডাকে দেখতে চেষ্টা করল ও।

ছোট, হালকা এক নৌকায় একজন যুবককে দেখা গেল। ইউজিন রেবার্নকে চিনতে পারল রোগ। কিন্তু রেবার্ন, পলকা নৌকাটাকে সামলাতে ব্যতিব্যস্ত, রোগ

BanglaBook.org

রাইডারহুডকে চিনল না।

লক ভরাট হয়ে গেছে, খুলে গেল লক-গেট, এবং ছোট্ট নৌকাটা নদীতে গিয়ে পড়ল। মাঝির ছদ্মবেশধারী এক লোক, তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল তীর থেকে, ইউজিন চোখের আড়াল হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়াল। লোকটা ব্র্যাডলি হেডস্টোন।

'অ্যাই!' ডাকল রাইডারহুড। 'অ্যাই!'

হতচকিত স্কুলমাস্টার ঘুরে দাঁড়াল।

'এটা তোমার লক?' জিজ্ঞেস করল। 'আমি ভেবেছিলাম নদীর আরও ওদিকে হবে,' ইশারায় দেখাল।

রাইডারহুডের ধূর্ত চোখ লক্ষ করতে ভুল করল না, হেডস্টোন অবিকল তার মত সাজ পোশাক পরেছে।

হেডস্টোন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নদীর দিকে চেয়ে।

'চিন্তা করবেন না,' রাইডারহুড বলল। 'শিগ্‌গিরিই খুঁজে পাবেন আবার ওকে। ও ডাঙায় নেমে পড়লেও নৌকাটা দেখতে পাবেন।'

'তোমার ধারণা আমি ওকে অনুসরণ করছি?'

'তাই তো।'

'ভুল বলোনি তুমি। ইউজিন রেবার্ন যখন তার নিজের ভাগ্য নিজেই বরণ করে নিচ্ছে, নিক না। ওই মেয়ের কাছে যাচ্ছে ও, আমি জানি। আমারও স্কুল ছুটি বলে আঠার মত লেগে আছি ওর পেছনে। দু'জনকে একসাথে দেখতে চাই আমি।'

'তারপর?'

'তারপর তোমার এখানে ফিরে আসব।'

চিন্তামাখা চোখে হেডস্টোনের দিকে চেয়ে রইল রাইডারহুড। স্কুলমাস্টার তার পার্স বের করল।

'এটা রাখো।' একটা পাউন্ড বাড়িয়ে দিল।

'দুটো দেখতে পাচ্ছি,' বলল রাইডারহুড। লোভীর মত ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরল।

'যাই দেখি,' বলল হেডস্টোন। 'এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই।'

'ফিরে এসে লক হাউজে বিশ্রাম নিতে পারেন,' আমন্ত্রণ জানাল রাইডারহুড।

মাথা নেড়ে, নদী ঘেঁষা পায়ে চলা পথটা ধরে, তড়িঘড়ি পা চালাল হেডস্টোন।

নদীর উজানে গেছে হালকা নৌকাটা, ওটার পিছু নিল স্কুলমাস্টার। লোকটাকে দু'মুহূর্ত নিরীখ করে লকের কাছে ফিরে এল রাইডারহুড। ওর মাথায় এখন কেবল একটাই ভাবনা। হেডস্টোন ওর মত কাপড়চোপড় পরেছে কেন? কাকতালীয় ঘটনা? মোটেই না। সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে একটা ফন্দি আঁটল রাইডারহুড।

বাড়ির ভেতর গিয়ে, কাপড়চোপড় ঘেঁটে উজ্জ্বল লাল একখানা নেকারচিফ বের করল ও।

'এরপর যদি,' মনে মনে আওড়াল রোগ, গলায় বাঁধল রুমালটা। 'আমার গলায় এটা দেখে ও-ও এরকম একটা বাঁধে তখন বুঝব ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়।'

দিন উতরাল, সন্ধের দিকে লকে ফিরে এল হেডস্টোন।

BanglaBook.org

'রাতে ও একটা সরাইখানায় থাকবে,' রাইডারহুডকে বলল। 'সকাল ছটায় আবার রওনা দেবে।'

'একটু জিরিয়ে নেবেন আসুন, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।'

'সে-ই বরং ভাল।'

'কিছু মুখে দিন,' টেবিলে খাবার আর পানীয় পরিবেশন করে বলল রাইডারহুড। স্কুলমাস্টার তীক্ষ্ণ চোখে ওর লাল নেকারচিফটা লক্ষ করছে, দেখতে পেল। ওরা দু'জনে বসে খাওয়া-দাওয়া সারল।

'রাতটা এখানেই থেকে যান,' বলল রাইডারহুড। 'ওই কোনাটায় ঘুমাতে পারেন। তিনটার দিকে ডেকে দেবখন। আলো ফুটে যাবে ততক্ষণে।'

কিন্তু আলো যখন ফুটল, দেখা গেল তার আগেই উঠে বসে আছে হেডস্টোন। কালবিলম্ব না করে ইউজিনের সরাইখানার উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল সে।

রাইডারহুড সারাদিন তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকল। হেডস্টোন সে রাতে আর ফিরল না।

তার পরদিন, আবহাওয়া ছিল গুমোট, এবং বিকেল নাগাদ শুরু হলো ঝড়। বিজলির চোখ ধাঁধানো চমক আর বাজের সে কি গর্জন। ঝুম বৃষ্টির মধ্যে, ঝোড়ো কাকের মত, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ব্র্যাডলি হেডস্টোন। ওর মুখের চেহারায় আগেকার সেই ঘৃণা আর যন্ত্রণার চিহ্ন ফিরে এসেছে, সে সঙ্গে যোগ হয়েছে ভয়ঙ্কর আরও কি যেন এক অনুভূতির ছায়া।

'ওদের একসাথে দেখেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। কাল রাতে নদীর ধারে হাঁটছিল ওরা।'

'আপনি কিছু করলেন না?'

'নাহ্।'

'কি করবেন ভেবেছেন কিছু?'

ধপ করে একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল হেডস্টোন, আচমকা হেসে উঠল হো হো করে। ওর নাক দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত।

'একি?' রাইডারহুড হতচকিত।

'কে জানে। কিন্তু গত রাতের পর থেকে কয়েকবার এরকম হয়েছে। রক্তের গন্ধে দম আটকে আসতে চায়।'

হেডস্টোন সটান উঠে দাঁড়িয়ে, বাইরে বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রক্ত ধুয়েমুছে গেলে পর, ফিরে এল সে, স্বপ্নাবিষ্টের মত বলল: 'আমি বাইরে যাওয়ার আগে কি যেন বলছিলে?'

'জানতে চাইছিলাম এখন কি করবেন ভেবেছেন কিছু?'

'কি করে বলি? ঘুমই হচ্ছে না তো ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করব কিভাবে?'

'এখানে শুয়ে পড়ুন না,' বলল রোগ। 'ঠিকমত ঘুম হলে দেখবেন মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

ব্র্যাডলি হেডস্টোন কাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ল। লোকটা চোখ মুদতে রোগ রাইডারহুড একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। বিজলির আঁকাবাঁকা রেখা আর বজ্রপাতের শব্দ মাঝেমধ্যে ওকে অন্যমনস্ক করে তুলছে। বাজের কানফাটা

BanglaBook.org

আওয়াজ আর বাতাসের গর্জনও ঘুম ভাঙাতে ব্যর্থ হলো স্কুলমাস্টারের।

রাইডারহুড এবার নিঃশব্দে উঠে পড়ল। হেডস্টোনের পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল তার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে, ধীরে ধীরে ধূর্ত এক টুকরো হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে।

'আহা বেচারা,' ভাবল ও, 'কোটটা খুলবারও তর সয়নি এমনই ক্লান্ত।' আলতো হাতে হেডস্টোনের কোট খুলে দিল ও। স্কুলমাস্টারের গলায় আবিষ্কার করল অবিকল ওরটার মত লালরঙা এক নেকারচিফ।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রাইডারহুডের দৃষ্টি, নিঃসাড়ে নিজের চেয়ারে ফিরে গেল ও। দীর্ঘক্ষণ ঠায় বসে চেয়ে রইল ঘুমন্ত লোকটা, আর তার গলায় পেঁচানো রুমালটার দিকে।

ষোলো

গোটা একটা রাত আর দিন কেটে গেছে। থেমে গেছে ঝড়। সন্ধের আঁধার ঘন হতে ইউজিন রেবার্ন নদীর ধারে হাঁটতে গেল। পায়চারি করার ফাঁকে বারে বারে বিশেষ একটি লক্ষ্যে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে তার।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে আবার, লিজিকে আসতে দেখে ত্বরিত এগিয়ে গেল ইউজিন। মেয়েটির একটা হাত তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল ও, কিন্তু লিজি আলগোছে হাতটা সরিয়ে নিল।

'আমাকে ছোঁবেন না প্লীজ,' বলল লিজি। 'এমনি হাঁটতে চাইলে আসুন।'

'এমন করো কেন, লিজি?' কাতর কণ্ঠে বলল ইউজিন। 'কেন কষ্ট দাও আমাকে?'

'আমার কিছু করার নেই,' বলল লিজি। 'আর একটা কথা, কাল সকালে এখান থেকে চলে যাবেন দয়া করে।'

'আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দিয়ো না, লিজি। আমি তোমার জন্যেই এসেছি। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

'আমার কথা শুনুন, মি. রেবার্ন। কেন আমি লন্ডন ছেড়েছি আপনার জানা আছে?'

'আমার জন্যে?'

'তা নয় তো কি?'

'তুমি এত নিষ্ঠুর হতে পারলে?'

'এখানে নিষ্ঠুরতার প্রশ্ন আসে কি করে? আর আপনি যে রাতের বেলা এখানে এসেছেন তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা নেই? এখানে কেন এসেছেন বলুন।'

'তুমি বোঝো না, লিজি, তুমি আমার কতখানি? তোমাকে আমি কতখানি ভালবাসি?'

'আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন তো। গরীব ঘরের খেটে খাওয়া মেয়ে আমি, আর আপনি? আপনারা হলেন সমাজের উঁচুতলার মানুষ। আমি এখানে যথেষ্ট

BanglaBook.org

ভাল আছি, কিন্তু তা মনে হয় আর থাকতে পারব না, আপনি যেভাবে পিছে লেগেছেন।'

'যে তোমাকে ভালবাসে, লিজি, আপন করে পেতে চায়, তার কাছ থেকে কেন পালাতে চাইছ তুমি?'

'চাইছি ব্যস, চাইছি।'

লিজির অপূর্ব সুন্দর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ইউজিন। স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে তার যেন কোন ধারণাই নেই।

লিজি কঠোর হতে চেয়েও ব্যর্থ হলো।

'আমি আপনার যোগ্য নই, কোনদিক দিয়েই না,' কথার খেই ধরল লিজি। 'আমি অসহায় বোধ করছি, ওহ। আপনি এখন যান প্লীজ। আমি খোদার কাছে আপনার জন্যে দোয়া করি, সব সময় করব!'

মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল ইউজিন।

'মি. রেবার্ন, কাল সকালের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবেন কথা দিন।'

'চেষ্টা করব।'

লিজি চলে গেছে অনেকক্ষণ, তখনও ওর কথা ভাবছিল ইউজিন। মেয়েটির ওপর প্রভাব আছে আমার, মনে মনে বলল সে, ও ভালওবাসে আমাকে। কিন্তু তারপরও দূরে ঠেলে দেয়। অথচ আমি যে ওকে কিছুতেই ভুলতে পারব না। এখন কি করব আমি?

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে নিস্তরঙ্গ পানির দিকে চেয়ে রইল ও। আচমকা ভয়ানক এক আঘাত এবং তীব্র চোখ ঝলসানো আলো অনুভব করল যুবক। মাথায় বাজ পড়ল নাকি ওর? ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথায় আর বাহুতে হানা আঘাতগুলোর মুখোমুখি হলো ও। আক্রমণকারী খুনেটার গলায় লাল রঙের এক রুমাল। ইউজিনের আর কিছু মনে নেই।

চেতনা হারিয়ে তীরে ঢলে পড়ল সে এবং তারপর গড়িয়ে পানিতে পড়ে গেল।

লিজি হেক্সাম বিমর্ষচিত্তে বাসায় ফিরছে, এসময় চাঁদ উঠল আকাশে। অদ্ভুত শব্দগুলো কানে এসেছে ওর। পুরুষ কণ্ঠের আর্তচিৎকার এবং নদীতে ভারী কিছু পতনের আওয়াজ শুনেছে সে।

কালবিলম্ব না করে, শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল লিজি। এসে দেখে, নদীর পারে জমির খানিকটা জায়গায় অনেকখানি রক্ত। ভাঙা কাঠের আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পড়ে রয়েছে আশপাশে। নদীর দিকে চাইতে দেখতে পেল, রক্তাক্ত একখানা মুখ তারাভরা আকাশের উদ্দেশে স্থির চোখে চেয়ে।

খোদাকে ধন্যবাদ জানাল লিজি, তার ফেলে আসা দিনে, বাবার শেখানো কৌশল ভাগ্যিস রপ্ত করেছিল। একটা নৌকা দেখেছিল, সেদিকে এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল ও। দ্রুত এবং অনায়াসে নৌকায় চড়ে বসে, দাঁড় বাইতে আরম্ভ করল। এত জোরে জীবনে কখনও বৈঠা চালিয়েছে বলে মনে পড়ে না ওর।

একটু পরেই অবশ্য নৌকার গতি কমাতে বাধ্য হলো লিজি, পাছে ডুবন্ত লোকটিকে পাশ কাটিয়ে যায়। চাঁদের আলোয় লোকটার দেহ একপাশে কাত

BanglaBook.org

হয়ে, তারপর আবার চিত হতে দেখল ও। বৈঠা বাওয়া থামিয়ে নৌকায় হাঁটু গেড়ে বসল লিজি। রক্তমাখা চুল মুঠো করে ধরে, দড়িতে যেই বাঁধতে গেছে, গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর।

কাছের তীরটার দিকে দাঁড় বেয়ে চলে এল লিজি, তারপর দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ইউজিনের অচেতন দেহটা তুলে নিল নৌকায়। পরনের কাপড় ফালা ফালা করে ছিঁড়ে রক্তাক্ত জখমগুলোয় বেঁধে দিল। তারপর বৈঠা তুলে নিয়ে প্রাণপণে বাইতে লাগল, সরাইখানা লক্ষ্য করে নৌকা ঢালাচ্ছে ও। ঘাটে নৌকা ভেড়ানোর পর ইউজিনের অচেতন দেহটা বয়ে নেয়া হলো সরাইখানায়।

ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হলো তখুনি। আর লিজি ইউজিনের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে রইল।

'কে আনল এই লোককে?' ডাক্তার এসে প্রশ্ন করল।

'আমি, স্যার,' জবাব দিল লিজি।

কথাবার্তার ফাঁকে দ্বিতীয় আরেকজন ডাক্তার এসে হাজির হলো। দু'জনের মধ্যে আলোচনা চলল খানিকক্ষণ। এরপর একজন ডাক্তার ইউজিনের একটা হাত মুহূর্তের জন্যে আলতো করে ধরে রইল। তারপর নামিয়ে রাখল।

'এই মেয়েটার দিকে লক্ষ রাখবেন,' প্রথম ডাক্তার বলল, লিজির অজ্ঞান দেহটার দিকে ইঙ্গিত করে। 'ওকে শুইয়ে দিন, দেখবেন ঘুম ভাঙাবেন না যেন। বেচারী পানি থেকে লোকটাকে উদ্ধার করেছে, কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে পেরেছে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

কাক ভোরে, লক-কীপারের দরজায় ব্র্যাডলি হেডস্টোনের টোকা পড়ল।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি চলেই গেছেন বুঝি,' বলল রাইডারহুড, স্কুলমাস্টার ফিরবে বলে অপেক্ষা করছিল ও। 'একটু ঘুমিয়ে নিন।'

কড়া এক ড্রিঙ্ক দিল রাইডারহুড স্কুলমাস্টারকে। ব্র্যাডলি বিছানায় সটান হয়ে চোখ বুজতে না বুজতে ঘুমিয়ে পড়ল।

'এর একটা হাতা ছেঁড়া দেখতে পাচ্ছি,' মনে মনে বলল রাইডারহুড। 'ঘাসের ডগা আর পানির ভেজা দাগও আছে। কাপড় চোপড়ে রক্ত। কার রক্ত বোঝাই যাচ্ছে।'

ব্র্যাডলি পাক্কা বারো ঘণ্টা ঘুমাল। ওদিকে রাইডারহুড তার দায়িত্ব পালন করে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে একটা নৌকা থামল, মাঝিকে দেখে মনে হলো লোকটা খবর চালাচালি করছে।

বিকেলের আগে আর ঘুম ভাঙল না ব্র্যাডলি হেডস্টোনের।

'সন্ধে হলে বাড়ি চলে যাব,' বলল ও।

রাইডারহুড মস্ত বড় এক পাই আর দুটো ছুরি রাখল টেবিলে। লোক দু'জন বসে পড়ে নীরবে খেয়ে চলল। স্কুলমাস্টারের ক্লান্তি তখনও দূর হয়নি। পাই কাটতে গিয়ে ছুরি ফস্কে গেল তার হাত থেকে।

'আহহা!' চেঁচিয়ে উঠল রাইডারহুড। 'হাত কাটল নাকি?'

গভীর ক্ষতটা কাপড়ে বাঁধছে রাইডারহুড, স্কুলমাস্টারের হাত এতটাই কাঁপল,

BanglaBook.org

রাইডারহুডের কাপড়ে রক্তের ফোঁটা ছিটে ছিটে পড়ল।

ওরা আবার টেবিলে বসলে পর সামনে ঝুঁকে এল রাইডারহুড।

'খবরটা কিন্তু চাউর হয়ে গেছে। লোকটাকে নদী থেকে কে তুলেছে জানেন? ওই মেয়ে!'

হেডস্টোন মুখে কিছু বলল না, কেবল মুচকি হাসল। তারপর সিধে উঠে দাঁড়াল।

'যখন কথা বলার প্রয়োজন মনে করব আবার আসব,' বলল সে। 'চলি।'

কিন্তু রোগ রাইডারহুড ধুরন্ধর লোক। অত সহজে কেউ তাকে ফাঁকি দিতে পারে না। সে রাতে, স্কুলমাস্টারকে যদিও বলেনি রাইডারহুড, আরেকজন লোক কিছু সময়ের জন্যে জলকপাটের দায়িত্ব নিতে আসছে। সে আসতে না আসতে, স্কুলমাস্টারের পিছু পিছু লন্ডন রওনা হয়ে গেল রাইডারহুড।

অনুসরণ করার কাজে রাইডারহুড অভ্যস্ত তো বটেই, হেডস্টোনের চাইতে অনেক বেশি পটু। স্কুলমাস্টারের পেছনে ছায়ার মত লেগে রইল ও, টুঁ শব্দটাও হতে দিল না। হেডস্টোন যতক্ষণ না নদীর এক নির্জন জায়গায় থমকে দাঁড়াল, অনুসরণ করে গেল রাইডারহুড।

এখানে করছেটা কি লোকটা? নিজেকে প্রশ্ন করল রাইডারহুড। আরে, নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে দেখি! মতলবটা কি লোকটার?

হেডস্টোন শীঘ্রিই সাঁতরে তীরে ফিরে এল। তারপর গাছের নিচে লুকিয়ে রাখা নিজের কাপড়চোপড় পরে নিল ত্রস্তহাতে। এবার রাইডারহুডের অনুরূপ পোশাক-আশাক দিয়ে একটা বান্ডিল পাকিয়ে, যত দূরে পারে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এখন, মাথায় খেলে গেল রাইডারহুডের, তোমার পিছু নেব নাকি কাপড় উদ্ধার করব নদী থেকে? থাক, তোমাকে পরেও খুঁজে বের করা যাবে। আগে কাপড়গুলো উদ্ধার করা যাক। তাই করল সে। বান্ডিলটা নিয়ে ফিরে এল লকে।

ব্র্যাডলি হেডস্টোন ফিরে চলল লন্ডনে। অপকর্ম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্ছে না তার। বরং দুঃখ হচ্ছে আরও নিখুঁতভাবে, আরও কষ্ট দিয়ে কেন কাজটা সারতে পারল না।

পরদিন তার স্কুল খুলে গেল। ছাত্ররা তাদের স্কুলমাস্টারের মুখের চেহারায় কোন ভাবান্তর লক্ষ করল না। কিন্তু ক্লাসে যে শিক্ষাই দিক না কেন হেডস্টোন, তার মাথায় কিন্তু কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে হত্যাকাণ্ডটির কথা: কি করলে কোন ক্লু না রেখে খুনটা সারা যেত।

BanglaBook.org

সতেরো

কদিন পরের কথা। তার ছোট্ট বাসাটায় কাজ নিয়ে ব্যস্ত মিস জেনি রেন, আপনমনে গানের সুর ভাঁজছে। সদর দরজা খোলা।

দোরগোড়ায় এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল। লোকটি জেনির অপরিচিত, কিন্তু মি. ইউজিন রেবার্নের সাথে এর খানিকটা মিল খুঁজে পেল মেয়েটি।

'মাফ করবেন,' বলল লোকটি। 'আপনি নিশ্চয়ই ডলস ড্রেসমেকার, লিজি হেক্সামের বান্ধবী?'

'জ্বী, স্যার,' ঝট করে জবাব দিল জেনি, উৎকণ্ঠা বোধ করছে।

'আমি মর্টিমার লাইটউড। লিজি আপনাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। পড়বেন কি?'

'নিশ্চয়ই,' বলল জেনি। 'কিন্তু এত ছোট যে?'

'বড় লেখার মত সময় হাতে ছিল না। আমার প্রিয় বন্ধু ইউজিন রেবার্ন মৃত্যুশয্যায়।'

অস্ফুট আর্তনাদ বেরোল জেনির গলা চিরে।

'নদীর ধারে হামলা হয় ওর ওপর। ওর ওখান থেকেই আসছি আমি। বেশিরভাগ সময়ই অজ্ঞান থাকছে ও। কিন্তু আমার আর লিজির ধারণা ইউজিন আপনার কথা উচ্চারণ করেছে। প্লীজ আসুন আমার সাথে। এটা ওর শেষ ইচ্ছেও হতে পারে।'

নিস্তব্ধ, অন্ধকার মত একটি কামরা। জানালা দিয়ে দেখা যায়, বয়ে যাচ্ছে নদী। আহত-অসুস্থ ইউজিন অসহায়ের মত শুয়ে বিছানায়, হাত দুটো নিথর পড়ে রয়েছে দু'পাশে।

জেনিকে দেখে নড়াচড়া করল না সে, কিন্তু মনে হলো চিনতে পেরেছে। ইউজিনের চোখজোড়া কখনও বিস্ফারিত হয়ে উঠছে তো পরমুহূর্তে আবার বুজে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই একটা নাম উচ্চারণ করে তারপর চেতনা হারাচ্ছে।

বিছানার পায়ের কাছে, ছোট এক টেবিলের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো জেনির জন্যে। ওখানে বসে প্রতিদিন কাজ করবে সে। লিজির যখন কাজ থাকে না সে-ও উপস্থিত থাকে ইউজিনের শিয়রে। আর লাইটউড তার বন্ধুর শয্যাপাশে তো বহাল আছেই।

'মর্টিমার।'

'বলো, ইউজিন।'

'মর্টিমার, আমার কিছু কথা ছিল। আমার ওপর এই যে হামলাটা, আমাকে খুন করার চেষ্টা...'

মর্টিমার বন্ধুর মুখের কাছে কান নিয়ে এসে বলল, 'আমরা দু'জনে একই লোককে সন্দেহ করছি।'

'আমি সন্দেহ করছি না, জেনে বলছি। কিন্তু লোকটাকে পুলিসে দিয়ো না। লোকটার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তুমি চুপ করে থেকো, ওকে বাঁচাতে চেষ্টা কোরো। আমি কি বলি শোনো। কাজটা স্কুলমাস্টারের না। শুনতে পাচ্ছ? স্কুলমাস্টার ব্র্যাডলি হেডস্টোন আমাকে আক্রমণ করেনি। ওকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ো। আমাকে কথা দাও, মর্টিমার।'

'কথা দিলাম, ইউজিন। কিন্তু কেন ওকে বাঁচাতে চাইছ বলবে তো?'

'আমি ভালবেসেছি, বন্ধু,' এটুকু বলে দম নিল ইউজিন। 'তাই জানি

BanglaBook.org

ভালবাসলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। হেডস্টোন আমাকে ঘৃণা করে সত্যি কথা, কিন্তু লিজিকে মন থেকে ভালও তো বাসে।'

ইউজিন বন্ধুর দিকে মুহূর্তের জন্যে অপলকে চেয়ে থেকে আবারও জ্ঞান হারাল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন পেরিয়ে গেল একই রকম ভাবে। ইউজিন কখনও অজ্ঞান থাকে, আবার কখনও বা অল্পস্বল্প কথাবার্তা বলতে পারে। লিজির নামটা এরমধ্যে কয়েকশোবার মন্ত্রের মত তার মুখে উচ্চারিত হয়েছে।

একদিন বিকেলে, লিজি তার কাজে বেরনোমাত্র ইউজিন বন্ধুর নাম ধরে ডাকল।

'মর্টিমার,' বলল ও, 'একটা কাজ করে দিতে হবে, ভাই। কিন্তু কাজটা কি মনে করতে পারছি না। চিন্তা-ভাবনা সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।'

বন্ধুকে ওষুধ খাওয়াল মর্টিমার। কিন্তু ইউজিন 'লিজি, লিজি, লিজি' ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না।

জেনি ওদের লক্ষ করছিল, এবার এগিয়ে এল মর্টিমারের কাছে।

'উনি কি বলতে চান সম্ভবত জানি আমি,' ফিসফিস করে বলল। 'কথাটা ওঁকে মনে করিয়ে দেব?'

'দিন না। দিলে তো ভালই হয়।'

জেনি অসুস্থ মানুষটির ওপর ঝুঁকে পড়ে উচ্চারণ করল: 'বউ।'

ওর দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে রইল ইউজিন।

'তুমি বাঁচালে আমাকে,' বিড়বিড় করে আওড়াল।

'তুমি লিজিকে বউ করে ঘরে তুলতে চাও, ইউজিন?' মর্টিমার প্রশ্ন করল।

'চাই, বন্ধু, চাই।'

'বেশ, তাহলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি কোন চিন্তা কোরো না।'

মর্টিমার ওঘর ত্যাগ করল। সাঁঝের আলো কমে এলে লিজি কাজ সেরে ফিরে এল, বসল ইউজিনের মাথার কাছে।

'ওঁর জ্ঞান আছে?' জেনি শুধাল।

'আছে, জেনি,' নিজেই জবাব দিল ইউজিন 'জানো, আমার বুকটা না আনন্দে ভরে যাচ্ছে। আমার লিজি সোনা শিগ্‌গিরিই আমার বউ হচ্ছে।'

গভীর রাতে, প্রায় সেই ভোর নাগাদ, ফের চোখ মেলল ইউজিন।

'মর্টিমার ফিরেছে?' চোখ খুলেই জানতে চাইল।

লাইটউড হাজির ছিল, তাৎক্ষণিক সাড়া দিল।

'হ্যাঁ, ইউজিন, সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

বিছানা ঘিরে দাঁড়াল ওরা সবাই এবং যাজক বিয়ে পড়াতে শুরু করলেন। বর হাত নাড়তে পারছে না, ফলে তার আঙুলে আঙটি ছুঁইয়ে, কনের আঙুলে পরিয়ে দেয়া হলো।

'পর্দাটা সরিয়ে দেবে, বউ?' অস্ফুটে বলল ইউজিন। 'আমাদের বিয়ের দিনটা কেমন দেখতাম।'

সূর্য উঠছে। তার প্রথম আলো ঝাঁপিয়ে এসে ঘরের ভেতর ঢুকল। লিজি

BanglaBook.org

বিছানার কাছে ফিরে এসে স্বামীর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল।

'তুমি একজন অকেজো লোককে বিয়ে করেছ, জান। একজন অপদার্থ লোককে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছ।'

'তোমাকে তো পেয়েছি, আমি তাতেই খুশি,' বলল লিজি। 'তোমাকে এখন আমার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে, ইউজিন।'

আঠারো

চার্লি হেক্সাম এখন অন্য এক স্কুলে কাজ করছে এবং বেশ ভালই করছে। বোনের সাথে যোগাযোগ রাখে না সে। তার ধারণা লিজি তাকে অসম্মান করেছে। ইউজিন রেবার্নের ওপর হামলার কথা শুনেই বুঝে গেছিল ও, কাজটা কার। একদিন পুরানো স্যারের সাথে দেখা করতে গেল চার্লি।

'মি. হেডস্টোন, খবরটা শুনেছেন?' চার্লি প্রশ্ন করল। 'ওই রেবার্ন লোকটা পটল তুলেছে, মানে তোলানো হয়েছে আরকি।'

'ও, মরেছে তাহলে,' বলে উঠল ব্র্যাডলি। 'আমার জানা ছিল না।'

চার্লি স্কুলমাস্টারের ফ্যাকাসে মুখ আর লাল লাল চোখ দুটোর দিকে তীব্র চোখে চাইল।

'আপনি তখন কোথায় ছিলেন, মি. হেডস্টোন, ঘটনাটা যখন ঘটে?' শান্ত সুরে জবাব চাইল চার্লি। 'থাক, বলতে হবে না। সব শুনলে পরে আমি হয়তো সোজা পুলিসের কাছে যাব।'

সাবেক ছাত্রর দিকে চাইল ব্র্যাডলি হেডস্টোন, কিন্তু মুখে তার কথা জোগাল না।

'আপনি আর আমার বন্ধু নন,' বলে চলেছে চার্লি। ক্ষোভে-দুঃখে চোখে জল এসে গেছে ওর। 'লোকে জানে আমরা একে অন্যের বন্ধু। তারা আমাদের দু'জনকে সব সময় একসাথে দেখেছে। আপনার সাথে সাথে দোষের ভাগী আমিও হব। আপনি আমার বোনকে ভালবাসতেন, কিন্তু সে আমাকে ছোট করেছে, আমার মুখে চুনকালি মাখিয়েছে। আর এখন আপনার চণ্ডাল রাগ আপনার সাথে সাথে আমাকেও টেনে নামিয়ে দিচ্ছে পাতালে।

'আপনার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আমার সাথে আর কখনও যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। কী অপকীর্তি ঘটিয়েছেন ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করুন!'

চার্লি হেক্সাম ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরত্যাগ করল। হেডস্টোন তার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুটিকেও হারাল।

এ ঘটনার কিছু পরেই, হেডস্টোন জানতে পারল ইউজিন রেবার্ন বেঁচে আছে। ইউজিন লিজিকে বিয়ে করে নিয়েছে শুনে উপলব্ধি করল ও, কী কাজটাই না করেছে। কোথায় দু'জনকে আলাদা করতে চেয়েছিল সে, অথচ ওরা কিনা

BanglaBook.org

চিরজীবনের জন্যে এক হয়ে গেল। এবার ধীরে ধীরে অনুধাবন করল, ইউজিন কেন কে জানে ওকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায়নি। চাইলে এতদিনে তাকে ভালরকম পুলিসী ঝামেলা পোহাতে হত।

শীতের এক দিন, তুষারপাত সবে আরম্ভ হয়েছে, এমনিসময় হেডস্টোন ব্ল্যাকবোর্ড থেকে চোখ তুলে চাইতে রাইডারহুডকে দেখতে পেল। একগাদা কাপড়-চোপড় বগলদাবা করে লোকটা ক্লাসরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কি হচ্ছে কি এখানে?' জীর্ণ ক্যাপটা খুলে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রাইডারহুড।

'দেখতেই পাচ্ছ, পড়াশোনা।'

'ও, বাচ্চাদের ভাল ভাল কথা শেখানো হচ্ছে বুঝি? ভাল ভাল, তা কে শেখাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে গেছে ব্র্যাডলি হেডস্টোনের মুখের চেহারা।

'আমি,' বলল কোনমতে।

'অ, তুমি তারমানে একজন মাস্টার? বাহ, খুব ভাল! জাতির মেরুদণ্ড! ব্ল্যাকবোর্ড আর চকও দেখতে পাচ্ছি। দয়া করে ব্ল্যাকবোর্ডে তোমার নামটা লিখে দেবে, মাস্টার সাহেব? আমি অবশ্য লিখতে-পড়তে জানি না।'

'ছেলেরা,' লেখার পর ছাত্রদের উদ্দেশে বলল হেডস্টোন। 'তোমরা আমার নামটা বলে দাও দেখি।'

'ব্র্যাডলি হেডস্টোন,' ছেলেরা সমস্বরে গর্জে উঠল।

'ব্র্যাডলি হেডস্টোন, মাস্টার মশাই,' মন্থর গলায় পুনরাবৃত্তি করল রাইডারহুড। 'ঠিক আপনার মত এক লোককে আমি একবার মাঝির পোশাকে দেখেছিলাম। সেই মাঝিটাকে আমি আবার দেখতে চাই, মাস্টার মশাই। তাকে আমি আমার লকে চাই। সে কি আসবে বলে মনে করো তুমি? পারবে তাকে পাঠাতে?'

'পারব।'

'ধন্যবাদ, মাস্টারসাহেব। আমি সেই মাঝিকে এই পোশাকে দেখতে চাই।' বগলের কাপড়গুলোয় মৃদু চাপড় দিল লোকটা। 'এগুলো সে নদীতে ফেলে দিয়েছিল।'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'নিজের চোখে দেখেছিলাম যে।'

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল লোক দু'জন। হেডস্টোন এবার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে তার নামটা মুছে দিল।

'আমাকে সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, স্কুলমাস্টার। লকের কাছে সেই মাঝিটার দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকব।'

পরদিনটা ছিল শনিবার, ছুটির দিন। ব্র্যাডলি হেডস্টোন সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে লকের দিকে যাত্রা করল। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, সে সঙ্গে তুষার পড়তে শুরু করেছে। লন্ডন পাড়ি দিতে হবে ওকে। লকের কাছে এসে যখন পৌঁছল তখন প্রায় আঁধার লেগে এসেছে। মাটি ছেয়ে গেছে তুষারে, নদীতে ভাসছে বরফখণ্ড। লক

BanglaBook.org

হাউজের আলোকিত জানালাটার উদ্দেশে পা বাড়াল হেডস্টোন।

ঘরের ভেতর ফায়ারপ্লেস আর মোমবাতি জ্বলছে। দুটোর মাঝখানে বসে রাইডারহুড, মুখে ছড়িয়ে রয়েছে বিরস হাসি। আগন্তুক ওর উল্টোদিকে বসে পড়ে বলল: 'এসে পড়েছি। এখন কে আগে শুরু করবে?'

'আমি,' বলল রাইডারহুড। 'আগে পাইপটা টেনে নিই।'

দীর্ঘক্ষণ ঠায় বসে থেকে, ধূমপান করার পর, পাইপ নামিয়ে রাখল ও।

'এবার শুরু করা যায়,' বলল লোকটা। 'ব্র্যাডলি হেডস্টোন, আমি তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস চাই।'

'কি জিনিস?'

'আমাকে টাকা দিতে হবে।'

'আর কিছু?'

'সব কিছু,' আচমকা ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল রাইডারহুড। 'আমার সাথে এভাবে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি। একদম মেরে ভর্তা বানিয়ে দেব, ওর দশা করে ছাড়ব।' টেবিলে মুঠো সজোরে আছড়ে পড়ল।

'বলে যাও।'

'শোনো, ব্র্যাডলি হেডস্টোন–রেবার্নকে আমি নিজেও বিশেষ পছন্দ করতাম না। তুমি ওকে মেরেছ না কি করেছ আমি তার থোড়াই পরোয়া করি। কিন্তু তুমি কাজটা করেছ আমার মত কাপড়চোপড় আর রুমাল পরে। শুধু তাই না, আমার কাপড়ে ইচ্ছে করে রক্তও ঝরিয়েছ। সেজন্যে আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, মোটা টাকার ক্ষতিপূরণ।'

ব্র্যাডলি, মুখের চেহারা ছাইবর্ণ, নীরবে বসে রয়েছে।

'তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছ,' খেই ধরল রাইডারহুড। 'চেয়েছ লোকে ভাবুক আমি রেবার্নকে মারধর করে পানিতে ফেলে দিয়েছি। তুমি একটা গর্দভ। তোমাকে গোপনে অনুসরণ করি আমি, টেরও পাওনি। তোমার ছদ্মবেশ নদী থেকে উদ্ধার করি। তোমাকে আমি বাগে পেয়েছি, মাস্টার। তোমার সর্বস্ব দিয়ে আমার পাওনা মেটাতে হবে। তারপর তোমার মুক্তি। তোমার সাথে এখন তোমার বাসায় যাব আমি, পাওনার প্রথম কিস্তি বুঝে নেয়ার জন্যে।'

ব্র্যাডলি হেডস্টোন নিথর বসে। ক্রমেই ফ্যাকাসে থেকে ফ্যাকাসেতর হয়ে যাচ্ছে তার মুখের চেহারা। সারা রাত পরস্পরের দিকে চোখ রেখে কাটিয়ে করল ওরা। তারপর ভোরের আলো ফুটতে, স্কুলমাস্টার উঠে দাঁড়িয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল লকহাউজ ছেড়ে। অনুগমন করল রাইডারহুড।

লন্ডনের উদ্দেশে পা চালাচ্ছে হেডস্টোন। মাইল তিনেক পরে, ঘুরপথে অন্য রাস্তা ধরল। আবারও লকের কাছে ফিরে এসে থমকে দাঁড়াল সে, নীরবে চেয়ে রইল নদীর দিকে।

'এভাবে আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না, মাস্টার,' বলল রাইডারহুড।

বিনাবাক্যব্যয়ে, লক গেটের পাশ দিয়ে নদীর ওপারে চলে গেল হেডস্টোন, তারপর স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

'বন্ধ করো এসব ফন্দি-ফিকির,' কাছিয়ে এসে বলল নাছোড় রাইডারহুড।

BanglaBook.org

'আরে, করো কি?' এবার গলার সুর পাল্টে গেল ওর। 'ছেড়ে দাও বলছি!'

ব্র্যাডলি ওকে সবলে জড়িয়ে ধরেছে। লোহার খাঁচায় যেন আটকা পড়েছে রাইডারহুড। লক গেটের মাঝখানে, গভীর পানির কিনারায়, ধস্তাধস্তি চলছে ওদের।

'ছেড়ে দাও আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল আবার রাইডারহুড। 'নইলে ছুরি মেরে দেব। থামো! করো কি?'

'এজন্মে আর ছাড়ছি না তোমাকে!' ভয়ঙ্কর কণ্ঠে কথাগুলো বলল হেডস্টোন। 'চলো, নদীতে ঝাঁপাই।'

মর্মন্তুদ আর্তনাদ ছেড়ে চিত হয়ে পানিতে পড়ে গেল রাইডারহুড, হেডস্টোনকে বুকে নিয়ে।

লোক দুটোকে পানি থেকে যখন উদ্ধার করা হলো, দেখা গেল তখনও মৃত স্কুলমাস্টার রোগ রাইডারহুডকে লৌহকঠিন আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছে।

উনিশ

বেলা আর জন রোকস্মিথের সুখের সংসারের বয়স এক বছর পুরেছে। স্বামীর মুখের চেহারায় ইদানীং অস্থিরতার ছাপ লক্ষ করে বেলা। ঘুমের মধ্যে একাধিকবার চিৎকারও করে উঠেছে রোকস্মিথ।

'তোমার কি হয়েছে আমাকে বলো, জন,' একদিন বলল বেলা। 'তুমি কি নিয়ে এত চিন্তিত?'

'কারণটা জানতে চেয়ো না, বেলা।'

বেলা ওকে আর ঘাঁটায়নি। একদিন কেনাকাটা করতে লন্ডনে গেল ওরা। স্বামী-স্ত্রী খুশি মনে ঘুরছে-বেড়াচ্ছে, হঠাৎ এক মোড় ঘুরতে মি. লাইটউডের সামনাসামনি পড়ে গেল।

জন রোকস্মিথ থেমে পড়ে, কঠোর চোখে আইনজীবী যুবকটির দিকে চেয়ে রইল।

'মি. লাইটউড আমার পূর্ব পরিচিত,' বেলাকে শান্ত সুরে বলল জন।

'কি বলছ? মি. লাইটউড আমাকে একবার বলেছিলেন তোমাকে কোনদিন তিনি দেখেনওনি,' বেলা হতভম্ব।

'উনি আমাকে শেষবার যখন দেখেন,' বলল রোকস্মিথ, 'আমার নাম তখন জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড।'

জুলিয়াস হ্যান্ডফোর্ড! এ নামটা তো কাগজে দেখেছে বেলা। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তার সন্ধানে, কিন্তু এখন অবধি কেউ তার খোঁজ পায়নি।

'মি. লাইটউড,' বলে চলেছে জন, 'দেখা যখন হয়েই গেল আমার বাসায় আসুন না, কথা বলা যাবে।'

'স্যার,' বলল মি. লাইটউড, 'কয়েক মাস ধরে আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি

BanglaBook.org

আমি। ভয়ঙ্কর এক অপরাধের দায়ে সন্দেহ করা হচ্ছে আপনাকে। এবার আর আপনার নিস্তার নেই।'

'মি. লাইটউড, স্ত্রীকে নিয়ে বাসায় ফিরছি আমি। আমাদের পিছু নেবেন না প্লীজ। আগামীকাল যখন খুশি আসতে পারেন।'

সেদিন সন্ধেয়, স্ত্রীর সাথে কথা হলো জন রোকস্মিথের।

'আমি ছদ্মনাম নিয়েছিলাম কেন তুমি কিন্তু জানতে চাওনি, মাই ডিয়ার।'

'আমি অপেক্ষা করছি, জান, তুমি কখন নিজে থেকে বলবে।'

'এটুকু জেনো আমি কোন বিপদে পড়িনি কিংবা কোন অপরাধ করিনি। কিন্তু মি. লাইটউড কি বললেন শুনলে তো। উনি কি ভাবছেন শুনবে?'

'শুনব, জন।'

'মাই ডিয়ার, উনি জন হারমন হত্যাকাণ্ডের কথা বলছিলেন–যে লোক তোমার স্বামী হতে যাচ্ছিল আরকি।'

'তোমাকে নিশ্চয়ই খুনী মনে করছে না, জন?'

'করছে–এবং কাজটা আমি করেওছি।'

'কি বলছ এসব?' চেঁচিয়ে উঠল বেলা। 'না, না, এ হতে পারে না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি অমন কাজ করতে পারো না।'

প্রিয়তমা স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল জন। চুপচাপ দু'জনে বসে রইল ওরা, ঘরের ভেতর ঘন হচ্ছে আঁধার।

দরজাটা খুলে গেল আলগোছে, এবং অচেনা এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'মোমবাতিগুলো জ্বেলে দিই, কেমন?'

বিস্ময়মাখা চোখ তুলে চাইল বেলা আর জন।

'আপনি আমাকে আগেও দেখেছেন, স্যার, কিন্তু আপনার স্ত্রী দেখেননি,' বলল পুলিস ইন্সপেক্টর। 'বেশ অনেক দিন আগে থানায় গিয়ে একটা নাম আর ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছিলেন আপনি। কাগজটা এই যে আমার কাছে। আর আমি একটা বই খুঁজে পেয়েছি, তাতে লেখা: "মিসেস জন রোকস্মিথ। জন্মদিনে স্ত্রীকে স্বামীর উপহার।" হাতের লেখাটা একই লোকের। এব্যাপারে আমাদের দু'জনের কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি, স্যার।'

'আমার স্ত্রী সামনে থাকলেও ক্ষতি নেই, ইন্সপেক্টর। ভয়ের কিছু নেই, জানেন উনি।'

'তাই নাকি?' বলে উঠল ইন্সপেক্টর। 'ম্যাম, আপনার স্বামী আমাদের খুব জ্বালিয়েছেন। আমি ওঁকে থানায় নিয়ে যাব।'

'কেন? অভিযোগটা কি আমার বিরুদ্ধে?'

'কোন ভদ্রমহিলার সামনে ওসব কথা বলা যায় না। কিন্তু আপনাকে হারমন হত্যাকাণ্ডের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত মনে করে চার্জ করছি। আপনার বক্তব্য হয়তো সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল জন রোকস্মিথ। 'আপনি আমার সাথে ও ঘরে একটু আসবেন?'

আতঙ্কিত বেলাকে চুমো খেয়ে, ইন্সপেক্টরকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল

BanglaBook.org

জন। আধঘণ্টা মত আলোচনায় কাটাল তারা। দু'জনে ফিরে যখন এল, ইন্সপেক্টরের মুখের চেহারায় বিস্ময় আর অদ্ভুত এক টুকরো হাসি লক্ষ করা গেল।

এ ঘটনার একটু পরেই, বেলা তার স্বামী আর ইন্সপেক্টরের সঙ্গে লন্ডনের অলিগলি ধরে ক্যাবে করে ছুটল। নদীর ধারে থেমে দাঁড়াল ক্যাব, দরজায় "পুলিস স্টেশন" লেখা এক ছোট্ট বিল্ডিঙের সামনে।

'আমাদেরকে ভেতরে যেতে হবে নাকি, জন?' স্বামীর বাহু আঁকড়ে ধরে ভয়ার্ত স্বরে বলল বেলা।

'হ্যাঁ, মাই ডিয়ার। কিন্তু শিগ্‌গিরই আবার বেরিয়ে আসব,' আশ্বস্ত করল জন।

'সামান্য একটু আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপার মাত্র,' ইন্সপেক্টরও অভয় দিল বেলাকে। ভেতরে বসার জন্যে চেয়ার দেয়া হলো ওদের। ইন্সপেক্টর বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দু'জন মলিনবেশ লোককে নিয়ে ফিরে এল।

লোক দুটো জন রোকস্মিথের দিকে ভূত দেখার মত চেয়ে রইল।

'আরে, আরে দেখো! এই তো সেই লোক!' একজন চড়া গলায় বলে উঠল।

ব্যস, ইন্সপেক্টর এতেই সন্তুষ্ট, লোক দুটোকে সরিয়ে নিয়ে গেল। প্রায় তখুনি, আরেকটি ক্যাব ডেকে স্বামী-স্ত্রীকে তুলে দেয়া হলো। স্বামী মুক্ত এবং আনন্দে আত্মহারা–এছাড়া আর কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না বেলার। কোন প্রশ্নের মধ্যেও গেল না সে।

পরদিন, আরেকটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল বেলার জন্যে।

'মাই ডিয়ার, তোমার জন্যে কয়েকটা সুসংবাদ আছে,' জন বলল ওকে। 'এখনকার কাজটা ছেড়ে দিয়েছি আমি, ভাল দেখে একটা ধরেছি। শুধু তাই না, এখন থেকে খুব সুন্দর আর একদম নতুন একটা বাসায় থাকতে পারবে তুমি। চলো, তোমাকে দেখিয়ে আনি।'

তো আবারও ক্যাবে চাপতে হলো বেলাকে, পাড়ি দিতে হলো লন্ডনের রাস্তা-ঘাট। আজকে রাস্তাগুলো পরিচিত ঠেকল ওর কাছে। ওকে অবাক করে দিয়ে গোল্ডেন ডাস্টম্যান, মি. বফিনের সুরম্য বাড়ির সামনে এসে থেমে দাঁড়াল ক্যাব।

'জন, এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?'

'ভুল জায়গায় আনিনি, সোনা।'

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, গোটা বাড়ি ফুলে ফুলে সাজানো। ওরা স্বামী-স্ত্রী সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে অতি পরিচিত এক দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল।

স্ত্রীর বাহু জড়িয়ে ধরে, দরজাটা মেলে দিল জন, তারপর দৌড়ে ঢুকে পড়ল কামরার ভেতর। মিস্টার ও মিসেস বফিন হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ওখানে। ছুটে এলেন মিসেস বফিন, আনন্দাশ্রু গড়াচ্ছে তাঁর গাল বেয়ে। বেলাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'আমার জন সোনামণির সোনা বউ! তোমাদেরই বাসায় তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

বেলা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। মি. বফিনের সুখী, হাসিতে উদ্ভাসিত মুখখানার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে ও। কোথায় সেই নিষ্ঠুরতা আর ধূর্তামির দৃষ্টি, বেলা যার ফলে বিগড়ে গিয়েছিল?

BanglaBook.org

মিসেস বফিন আর জন বেলাকে তাদের মাঝখানে বসাল, আর মি. বফিন সবার দিকে চেয়ে রইলেন মুখে কৌতুকের হাসি মেখে।

'কিগো,' স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'বললে বলো, নইলে আর কেউ শুরু করে দেবে।'

'বলছি বলছি,' হেসে উঠে, হাততালি দিয়ে বললেন মিসেস বফিন। 'এখন বলো তো বেলা মা, কে এই ছেলে?'

'কে আবার?' বেলা হকচকিয়ে গেছে। 'আমার স্বামী।'

'তা হলো, কিন্তু নামটা বলো না।'

'রোকস্মিথ, আবার কি।'

'না, হলো না।'

'তাহলে হ্যান্ডফোর্ড হবে।'

'হলো না; হলো না।'

'ওর নাম জন রোকস্মিথ, এবার পেরেছি?'

'প্রথমটুকু ঠিক আছে। ও নামে ওকে ডাকতাম আমি। কিন্তু পুরোটা বলতে হবে। ওর আসল নাম কি?'

মিসেস বফিনের হেঁয়ালিতে বেলা বিপর্যস্ত। 'পারলাম না, হার মানছি,' বলল ও।

'কি, বলেছিলাম না, নডিসোনা?'

'হুঁ, বলেছিলে বটে।'

'শোনো, বেলা মা,' বলে চললেন মিসেস বফিন। 'এক রাতে সুন্দরী এক তরুণী ওর বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। তারপর থেকে এই ঘটনার শুরু। ওর ঘরে যাই আমি। আগুনের পাশে মন খারাপ করে তখন বসে ছিল ছেলেটা। আমার দিকে করুণ মুখটা তুলে চাইল। এ ভঙ্গি আমার চেনা। ছেলেবেলায় নিঃসঙ্গ, বাবা-মার আদর বঞ্চিত একটা বাচ্চা ঠিক এভাবেই করুণ চোখে তাকাত আমার দিকে। "আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি," চেঁচিয়ে উঠি আমি। "তুমি আমাদের জন!" এবার বলো দেখি, তোমার স্বামীর নামটা কি?'

'জন···জন হারমন নয় তো? কিন্তু তা কি করে সম্ভব। সে তো পানিতে ডুবে মারা গেছে–খুন করা হয়েছে তাকে।'

'সবাই তাই ভেবেছিল,' কথার খেই ধরলেন মিসেস বফিন। 'কিন্তু তোমার কোমর জড়িয়ে ধরে রয়েছে যে হাতটা সেটা আর কারও না, জন হারমনের।'

স্বামীর দিকে চেয়ে রইল বেলা, কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। মিসেস বফিন হাতে তালি দিয়ে তাঁর কাহিনী বলে চললেন।

'আমার চিৎকার শুনে নডি ওখানে গিয়ে হাজির। জন আমাদের বলে ওর পছন্দের এক তরুণী ওকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছে। তাই মনের দুঃখে চিরদিনের জন্যে চলে যাচ্ছে সে। কিন্তু আমরা তা হতে দেব কেন। এতদিন পর ছেলেটাকে ফিরে পেয়েছি, কেন কোলছাড়া করব। নডি জানত তুমি কিছুটা বখে গেছ, মা। কিন্তু ও জনকে দেখাতে চেয়েছে তোমার মনটা এখনও খাঁটি সোনাই

BanglaBook.org

আছে।'

মি. বফিন মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে, কাহিনীর সুতো ধরলেন।

'আমরা তিনজন মিলে এবার একটা বুদ্ধি আঁটলাম,' ব্যাখ্যা করলেন মি. বফিন। 'রুক্ষ, নির্দয় মনিবের মূর্তি ধরে বসলাম আমি। আর তুমি সবটাই সত্যি ধরে নিলে। আর তার ফল দাঁড়াল, জনের সাথে তোমার বিয়ে–জনের প্রতি তোমার সত্যিকার ভালবাসার প্রকাশ।'

'কিন্তু তারপরও আমি গোমর ফাঁস করতে চাইনি,' এবার গল্পে যোগ দিল জন। 'তুমি আমাকে জন রোকস্মিথ নামে চিনতে। আর তাতে কোন ক্ষতিও হচ্ছিল না। কিন্তু মি. লাইটউডের সাথে দেখা হওয়াতে আর সত্য গোপন রাখা সম্ভব হলো না।'

মিসেস বফিন ফের চুমো খেলেন বেলাকে এবং দু'জনে মেতে উঠলেন হাসিতে-কান্নায়। এবার মি. বফিনের দিকে চোখ তুলে চাইল বেলা।

'আমি না বুঝে আপনাকে কত কথাই না বলেছি,' গলা ধরে এল বেলার। 'আমাকে মাফ করে দেবেন।'

'ছি, মা,' সান্ত্বনা দিলেন মি. বফিন। 'আমি তো তাই চেয়েছিলাম। তুমি টাকা-পয়সার চেয়ে ভালবাসাকে বেশি মূল্য দেবে বলেই তো এতসব আয়োজন। আমাদের উদ্দেশ্য বৃথা যায়নি।'

স্বামীর দিকে ঘুরে চাইল বেলা, মুখে তার স্মিত হাসি।

'এই যে, জনাব জন হারমন,' বলল ও। 'এসো, আমাদের প্রিয়, ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের স্বাগতম জানাই আমাদের বাসায়–এবং তাঁদের বাসাতেও।'

বিরাট বাড়ি, কামরার অভাব নেই, ফলে ইউজিন রেবার্নকেও সস্ত্রীক এবাড়িতে উঠে আসার আমন্ত্রণ জানাল হারমন দম্পতি। তারা এলে পরে খুশির প্লাবন বয়ে গেল গোটা বাড়িতে।

ইউজিন এখন স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে পারছে, এবং দিনকে দিন বল ফিরে পাচ্ছে। জীবনের প্রতি তার উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গিটা এখন আর নেই। স্ত্রীকে নিয়ে সে রীতিমত গর্বিত। প্রিয় বন্ধু মর্টিমার লাইটউড নিয়মিত আসে, খোঁজ-খবর রাখে। মোট কথা, ইউজিন রেবার্ন দম্পতির দিনগুলো সুখেই কেটে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, জন হারমন পরিবারও মহা সুখে আছে।

অনেক দিন পরের কথা। মিস্টার ও মিসেস বফিন, জন আর বেলাকে একদিন বাচ্চা নিয়ে আগুনের পাশে বসে থাকতে লক্ষ করলেন। তাদের ধারেকাছে কোন ছায়ার চিহ্ন মাত্র নেই।

'নডি.' স্বামীকে বললেন বৃদ্ধা, 'বুড়ো জন হারমনের টাকা শেষমেষ ঠিকই আবার উজ্জ্বলতা ফিরে পেল, কি বলো?'

মৃদু হেসে স্ত্রীর কথায় সায় জানালেন গোল্ডেন ডাস্টম্যান।

* * *

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org